৺ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

জয়কৃষ্ণ-চরিত।

বঙ্গের আদর্শ জমিদার।

৺ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী।

শ্রীঅম্বিকা চরণ গুপ্ত প্রণীত।

তারপর গুড়ি গুড়ি এলো বুড়ো শিব।
গঙ্গার ওপারে বাড়ী অদ্ভুত নসিব॥
জমিদারী মিণ্টে ঢালা আদোত মডেল।
বাঙ্গালার কাদা ছোড়ে পাথুরে পাটকেল॥
বয়সে অনাদি লিঙ্গ, জরাসন্ধ বলে।
এখনও দাপটে যার হুগলী জেলা টলে॥
মাল আইনে তোড়রমল [illegible] হায়দার আলি।
কৌশলে চাণক্য দ্বিজ, বিদ্যাদানে বলী॥
গোষ্ঠী বহু বাস্তবাটী যেন লঙ্কাপুরী।
ইন্দ্রজিৎ সম পুত্র কৌন্সিলে মুহুরী॥
দিগ্বিজয়ী দণ্ডধর রাষ্ট্র জুড়ে নাম।
ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ চরণে প্রণাম॥

নবজীবন।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৭৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেসে

শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
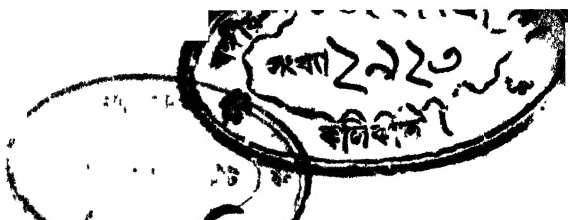
বলিয়াই হউক, অথবা আত্ম জীবনের গুহ্যাদপি গুহ্য কথার প্রতিধ্বনি শুনিবার জন্যই হউক, বা অন্য কেহ কিরূপে এই কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতার্থলাভে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহাকে অনুকরণ করিবার জন্যই হউক, পরজীবনতত্ত্ব আমাদের নিকট বড় প্রীতিকর। তজ্জন্যই সিদ্ধ উপদেশ বাক্যের সার্থকতা ততটা উপলব্ধি না করিয়া কল্পিত চরিত্র বর্ণনা (নাটক নভেল) পাঠে সর্ব্বাধিক আসক্ত হইয়া থাকি। বিশেষতঃ যাহাতে ঘটনাবৈচিত্র্য ও চরিত্রচিত্রনে সুরাগরঞ্জন আছে তাহা পাঠ করিবার জন্য উৎকলিকাকুল হই। যেরূপে যেদিক দিয়াই দেখি বৈচিত্র্যই কৌতূহল উদ্দীপনের প্রধান কারণ। সৃষ্টির যে জিনিষ যত বিচিত্র তাহা ততই চিত্তবিনোদনে সমর্থ। অতএব বৈচিত্র্য হেতুই সাধারণের মনে পরজীবনতত্ত্ব অবগত হইবার কৌতূহল জন্মিয়া থাকে।

চিত্রকরে অপূর্ব্ব আলেখ্য চিত্রিত করে—আপামর সাধারণ সেই চিত্রদর্শনে বিমোহিত ও স্তম্ভিত হয়, সকলেই "আহা" বলিয়া অস্থির হয়, কিন্তু সেই চিত্রে "আহা" করিবার যে সৌন্দর্য্যাংশ বিদ্যমান থাকে কয় জনে তাহা বুঝে। চিত্রকর আপন চিত্রপটের উৎকর্ষ সাধনার্থ আপন শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শনে ক্রটী করেন না—ইহাই এক প্রকার স্বাভাবিক—মানব চরিত্রচিত্রেও অনেকানেক চিত্রকর আপনাদের কৃতিত্ব প্রদর্শনে ক্ষান্ত নহেন, তুলিকাকৌশলে সুচিত্রচিত্রনও বিরল নহে—কিন্তু তাহাতে চিত্র কি স্বাভাবিক হয়? মানবচিত্রে কি দেব সৌন্দর্য্য শোভা পায়? তজ্জন্যই অনেকে "বসওয়েলের জনসনকে" অতি রঞ্জিত মনে করেন। আমরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছি। মনুষ্যমাত্রেই ভ্রমপ্রমাদ সঙ্কুল, তবে অল্প আর অধিক—সৃষ্টির কোন বস্তুতেই সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা পাওয়া যায় না—সংসারের কিছুই ক্রটীশূন্য নহে—সুধাকরে কলঙ্ক, কেতকে কণ্টকাকীর্ণতা, ইক্ষুতে ফলহীনতা, চন্দনে কুসুমাভাব—এ সমস্ত ক্রটীই স্বভাবের —জগতে একমাত্র পূর্ণতা কেবল ব্রহ্মে—যখন স্বয়ং তিনি অবতারের জন্য আপনাকে সৃষ্টি করেন, তখনও তাঁহাকে ক্রটীশূন্য করেন না। এজন্য আমরা কোনমতে আশা করিতে পারি না যে জয়কৃষ্ণ একবারে নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক হইবেন। তবে এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে তাঁহাতে গুণের ভাগই অধিক—দোষ অতি অল্প।

ভাঙ্গামোড়া—হুগলী
১৫ই আষাঢ়—১৩০৮ সাল। } শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

জয়কৃষ্ণ-চরিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বংশবৃত্তান্ত—জন্ম।

আদিশূর রাজার যজ্ঞসম্পাদনার্থ যে পাঁচ জন বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে বসতি করেন, রাজা বল্লাল সেন তাঁহাদিগের বংশধরগণের মধ্যে কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এদেশের হিন্দু ব্যতীত সকল জাতির কৌলিন্যই অর্থ ও বাহুবলের অনুগামী, কিন্তু বঙ্গের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির কৌলিন্য মর্য্যাদা কেবল মাত্র ধন ও বাহুবলের উপর নির্ভর করে না। আজি কালি পাশ্চাত্য রীতি নীতি, আচার ব্যবহার এদেশীয়দিগের সমাজ মধ্যে শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপ করিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধনের সম্মান বৃদ্ধি পাইতেছে। যাঁহার ধন আছে তিনিই সম্পূজিত, যাঁহার ধনাভাব তিনিই অনাদৃত। তজ্জন্যই আজি সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ধনবান অন্ত্যজের আদর বাড়িতেছে; ধনই আভিজাত্যের মূলীভূত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সে কালে এরূপ ছিল না,—সমাজে সকলের নিকট মর্য্যাদা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিতে হইলে বিনয় শিষ্টাচার বিদ্যা প্রতিষ্ঠা দানশীলতা, তপশ্চারণাদি মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ গুণগ্রামের অধিকারী হইতে হইত; নতুবা কাহার সামাজিক সম্মানলাভের সম্ভাবনা ছিল না। এই সামাজিক সম্মানই কৌলিন্য। সুতরাং কৌলিন্যই প্রধানতঃ আভিজাত্যের পরিচায়ক।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত "ফুলিয়া" নামক গ্রামে বিভিন্ন গোত্রজ কতক গুলি কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। দেবীবর ঘটক যখন কুলীনদিগকে

মেলবদ্ধ করেন তখন ফুলিয়ার কুলীনেরা যে মেলের অন্তর্গত হয়েন, তাঁহাদিগের বাসস্থানের নামানুসারে সেই মেলের নামকরণ হয়; অর্থাৎ তাঁহারা "ফুলিয়া মেলের কুলীন" এই আখ্যা লাভ করেন। এই ফুলিয়া মেলে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রজ শ্রীহর্ষের অন্যতম বংশধর নীলকণ্ঠ ঠাকুর একজন প্রধান কুলীন ছিলেন। নীলকণ্ঠের সাত পুত্র,—তাঁহাদিগের মধ্যে গঙ্গাধর ঠাকুর সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। রাঢ়ে বঙ্গে খ্যাত আমাদিগের জয়কৃষ্ণ গঙ্গাধর হইতে গণনায় অধস্তন সপ্তম পুরুষ। নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায় "কিশোরকুনী" ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ফুলিয়ার কুলীনে কন্যা সম্প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কৌলিন্য মর্য্যাদার সঙ্কোচাশঙ্কায় তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই তাহা স্বীকার করিলেন না। মহারাজাও নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যদি কিছুতেই তাঁহারা সম্মত না হয়েন অবশেষে বলপ্রয়োগ করিতেও ক্ষান্ত হইবেন না ভাবিয়া গঙ্গাধর ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীরমণ ফুলিয়ার অপর কয়েক জন কুলীনের সহিত ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী হুগলী জেলার অন্তর্গত সিজা ডুমুরদহের নিকট থামারগাছি নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে জয়কৃষ্ণ বাবুর পিতামহ নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ঢাকার কালেক্টরী আদালতে মুন্সীগিরি করিতেন। তিনি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মুন্সীগিরি করিয়া নন্দগোপাল সেই সুলভতা ও সচ্ছন্দতার সময়ে বেশ সুখে সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার পুত্র জগমোহন মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় কমিসেরি জেনেরল আপিসে প্রথমতঃ কেরানীগিরি করিয়া ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডেশ্বরের চতুর্দ্দশ সংখ্যক সেনা বিভাগের নানাকার্য্যে বিলক্ষণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন।

জগমোহন ১৬।১৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কলিকাতার তিন ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী উত্তরপাড়া গ্রামের তারাচাঁদ তর্কসিদ্ধান্তের কন্যা রাজেশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। উত্তরপাড়া কলিকাতার অতি নিকট, রাজকার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় থাকিতে হইলে দূরবর্ত্তী স্থানে বাস নিতান্ত অসুবিধাজনক, বিশেষতঃ গঙ্গাতীর পুণ্যভূমি বলিয়া হিন্দুর একান্ত বাঞ্ছনীয় এই সকল কারণেই তিনি উত্তরপাড়াকে বাসের উপযোগী জ্ঞান করেন বংশ মর্য্যাদায় তারাচাঁদের বংশ অতি উৎকৃষ্ট, তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন [illegible] বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার পুত্র জয়গোবিন্দ তর্ক

লঙ্কার ন্যায়শাস্ত্রে তৎকালে এতদঞ্চলে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাঢ় অঞ্চলে অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন তাঁহার ছাত্র। ইহার পর জগমোহন সেহাখালা ও কোন্নগরে আর দুইটী বিবাহ করেন। রাজেশ্বরী দেবীর গর্ভে জগমোহনের দুইটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, জ্যেষ্ঠ জয়কৃষ্ণ এবং কনিষ্ঠ রাজকৃষ্ণ; অপর দুই পত্নীর গর্ভে নবকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ এবং নবীনকৃষ্ণের জন্ম হয়।

জয়কৃষ্ণ ১২১৫ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র (ইং ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট) উত্তরপাড়া গ্রামে ভূমিষ্ঠ হয়েন। তাঁহার জন্মতিথি ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী,—হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ইহা পরম পুণ্যদা তিথি। এই তিথিতে দ্বাপরাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূভারহরণ জন্য ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতএব অতি শুভ দিন শুভক্ষণে ক্ষণজন্মা জয়কৃষ্ণ কর্ম্মভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। এই সময়ে লর্ড মিণ্টো ভারতের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন এবং ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী গৌরবরবি মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি প্রসিদ্ধ ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন। মহামহিমান্বিত মহারাজা রণজিৎ সিংহ রিপুকুলতৃণের বহ্নিস্বরূপ প্রদীপ্ত প্রতাপে ভারতীয় আর্য্যের অতি আদরের পঞ্চনদ ক্ষেত্রের বলবীর্য্য ও প্রভূত পরাক্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। জয়কৃষ্ণের জন্মসময়ে জগমোহন ইংলণ্ডেশ্বরের চতুর্দ্দশ সংখ্যক সৈন্য সম্প্রদায়ে বেনিয়ানের কার্য্য করিতেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সৈনিক বিভাগে বেনিয়ানের কর্ম্ম বিলক্ষণ লাভজনক ছিল। গবর্ণমেণ্ট সৈনিক কর্ম্মচারী ও সেনাগণের অশন বসন ব্যয় মাত্র নির্ব্বাহ করিতেন, তদতিরিক্ত তাঁহাদিগের সুখসাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা কিছু ব্যয় হইত তাহা তাঁহাদিগকেই সংকুলান করিতে হইত, এজন্য সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের অর্থাভাব উপস্থিত হইত। সেই অভাব নিবারণ জন্য সেকালে প্রত্যেক সৈন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক এক জন করিয়া বেনিয়ান থাকিতেন। বেনিয়ান অভাবের সময় তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেন এবং মাসের শেষে যখন তাঁহারা বেতন পাইতেন তখন শতকরা ২০৲ টাকা, অবস্থা বিশেষে ২৫৲ টাকা হার সুদ সহ সেই টাকা শোধ লইতেন। এজন্য সকল সময়, সকল স্থানে বেনিয়ানকে সৈন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে অবস্থিতি করিতে হইত। [illegible]

নগদ টাকার কারবারে জগমোহন নিঃস্ব ছিলেন না, তাঁহার সংসার বেশ সচ্ছল ছিল। পরিজনবর্গের ভরণপোষণ ও হিন্দুর অনুষ্ঠেয় ক্রিয়া কলাপের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহার বিলক্ষণ সঞ্চয়ও হইত। জয়কৃষ্ণ জগমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র; এজন্য তাঁহার জন্ম পরিবারস্থ সকলেরই যার পর নাই আহ্লাদের হেতুভূত হইয়াছিল। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পিতা যে পুত্রের কল্যাণার্থ দরিদ্রে, দ্বিজে ও দেবোদ্দেশে সাধ্যানুরূপ অর্থ ও অন্ন বস্ত্রাদি দান করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করাই বাহুল্য। সুন্দর শিশু দিনে দিনে বর্দ্ধিত ও বলিষ্ঠাঙ্গ হইতে লাগিল। তাহাতে পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনগণের মনে নূতন নূতন আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইতে থাকিল।

চির প্রচলিত প্রথানুসারে পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে জয়কৃষ্ণের বিদ্যারম্ভ হয়। বর্দ্ধমান জেলার একজন কায়স্থ উত্তরপাড়ার গ্রাম্য গুরু মহাশয় ছিলেন, জয়কৃষ্ণ তাঁহার পাঠশালাতেই বঙ্গভাষার বর্ণমালা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সেকালে এরূপ গ্রাম্য পাঠশালায় কেবল মাত্র বঙ্গভাষার বর্ণমালা, বানান ও শুভঙ্কর দাস প্রদর্শিত গণিত প্রক্রিয়া এবং বর্ণমালা শিক্ষার পরে শব্দজ্ঞানের সুবিধার জন্য গঙ্গার বন্দনা, দাতাকর্ণ, গুরুদক্ষিণা, প্রহ্লাদ চরিত্র, কলঙ্ক ভঞ্জন প্রভৃতি কবিতা পাঠ, এবং তদতিরিক্ত চাণক্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত অষ্টোত্তরশত নীতিবিষয়ক সানুবাদ সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি ব্যতীত সাধারণতঃ আর কোন বিষয়ের শিক্ষা হইত না। উপরোক্ত কয়েকটী কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিলেই বাঙ্গালা সাহিত্য শিক্ষার চূড়ান্ত হইত। কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য প্রণীত চণ্ডী গৃহপাঠ্য গ্রন্থমধ্যে পরিগণিত ছিল। পাঠশালার শিক্ষা সমাপন করিয়া কেহ কেহ ঐ সকল গ্রন্থ জ্ঞানী গুরুজনদিগের নিকট অধ্যয়ন করিতেন।

বাল্যকাল হইতে জয়কৃষ্ণ বড়ই মেধাবী ও তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন তাঁহার স্মৃতিশক্তি বড়ই প্রখরা ছিল; যাহা তিনি একবার শুনিতেন, তাহ অক্ষরে অক্ষরে আবৃত্তি করিতে পারিতেন, কখন ভুলিতেন না। সকলে তাঁহার স্মারকতা শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। অতি অল্প দিন মধ্যে জয়কৃষ্ণ পাঠশালার পাঠ্য উপরোক্ত সমুদয় বিষয়ই আয়ত্ত করিয়া ফেলি লেন; তদতিরিক্ত জমিদারী ও মহাজনী হিসাব রীতিমত শিক্ষা করি

ছিলেন; ফলতঃ গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের নিকট যাহা কিছু শিখিবার ছিল সকলই শেষ করিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের অধিকাংশ স্থলই তিনি পুস্তক না দেখিয়া আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স সাত আট বৎসরের অধিক হয় নাই। তখন এদেশে আজি কালিকার মত মুদ্রাযন্ত্রের বহুলতা ছিল না, বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থাবলীরও এ প্রকার সংস্করণের উপর সংস্করণ হয় নাই, কেবল মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামপুরের মিশনরী কেরি, ওয়ার্ড, মার্শমান্ প্রভৃতি সাহেবদিগের যত্নে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশী-রাম দাসের মহাভারত মুদ্রিত হইয়াছিল; হাল্‌হেড সাহেবের ব্যাকরণ ও অভিধান, রাম রাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত, রাজীব-লোচনের কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রাজাবলী ও আরও দুই একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মূল্য অধিক ও প্রচার অল্প বলিয়া সাধারণে তাহা ক্রয় করিয়া উঠিতে পারিতেন না, এবং সকলে ঐ সকল পুস্তক পাঠের ততদূর আবশ্যকতাও উপলব্ধি করিতেন না। উহারা উচ্চ অঙ্গের পাঠ্য-রূপে তদানীন্তন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রগণের দ্বারাই অধীত হইত। তবে কেহ কেহ অতি যত্ন ও আদরের সহিত কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ক্রয় করিয়া গৃহে রাখিতেন। সাধারণতঃ সকল স্থলেই প্রায় হস্ত লিখিত পুস্তকই সকলে পাঠ করিত। জয়কৃষ্ণ স্বহস্তে কাশীরাম দাসের মহাভারত একখানি লিখিয়াছিলেন উহা সহস্র পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। অবকাশকালে তিনি তাহাই আপন পিতামহীকে পাঠ করিয়া শুনা-ইতেন। মধ্যে মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠও হইত। জয়কৃষ্ণের পিতা-মহীর হস্তে কিঞ্চিৎ অর্থ ছিল। তিনি ঋণদান দ্বারা কুসীদ গ্রহণে তাহা বৃদ্ধি করিতেন। জয়কৃষ্ণ এই ক্ষুদ্র কারবারের হিসাব পত্র রাখিতেন বলিয়া বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ছোট ছোট হিসাব প্রস্তুত করিবার ও কুসীদ গণনার অভ্যাস জন্মিয়াছিল। এইরূপে তিনি পিতামহীর ক্ষুদ্র কারবারে ক্ষুদ্র মুহুরী হইয়া যথাসাধ্য সংসারের আনুকূল্য করিতেন। দেখা যাইতেছে বাল্য-কালে তিনি পাঠশালায় লিখিতেন, পিতামহীর তেজারতির হিসাব রাখিতেন, তাঁহাকে মহাভারত ও রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেন, এতদ্দ্বারা তাঁহার মানসিক শক্তিরই বিকাশ পাইত, কিন্তু শারীরিক শক্তির উৎকর্ষ সাধনের কোন অনুষ্ঠানই ছিল না। সেকালের পাঠশালায় গুরুপুত্র স্বপ্নেও তাহার আক-

শুকতা উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। মানসিক শ্রমের সঙ্গে শারীরিক শ্রমের ব্যবস্থা না করিলে যে শরীর ও মন ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আইসে ইহা তাঁহাদিগের বুঝিবার সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং গ্রাম্য গুরুগণের নিকট তাহার প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। শ্রম মানবজীবনের উৎকর্ষ সাধক, শ্রম না করিলে জীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, ক্রমশঃ ভারভূত হইয়া উঠে; গ্রাসাচ্ছাদন ও সুখ সাচ্ছন্দ্যের উপায় বিধান করা যায় না। এজন্য সকলকেই শ্রম করিতে হয়। অনেকে বলেন শ্রম করিবার জন্যই মনুষ্য ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে *। সদ্যোজাত শিশুর হস্ত পদাদি সঞ্চালনে বুঝিতে পারা যায় যে শ্রম মানবজীবনের সহজাত। অতএব শৈশবাবধি সকলেই অল্লাধিক শ্রম করিয়া থাকেন। তবে অভ্যাসগুণে কেহ তাহার উৎকর্ষ সাধনে মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন, কেহ বা অভ্যাস দোষে শিলা লোষ্ট্রাদি অপেক্ষাও আপনাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের জয়কৃষ্ণের শ্রমশীলতা সদভ্যাসের অনুসরণ করিয়াছিল। তিনি আপনাদিগের বাসবাটীতে একটী কুসুমাবাস রচনা করিয়া স্বহস্তে মৃত্তিকাখনন ও জলসেচন করিতেন। ইহাতেই তাঁহার শৈশবকালীন স্বাস্থ্যের সজীবতা রক্ষা পাইত।

---

* Man is born to labour.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইংরেজী-শিক্ষা ও বিদেশ যাত্রা।

জগমোহন ইংরেজী জানিতেন, ইংরেজ সৈনিকের সহবাসে থাকিয়া ইংরেজী শিক্ষার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। এ জন্য তিনি পুত্রকে উপযুক্তরূপ ইংরেজী শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন, কিন্তু তাঁহার যে অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধি সম্পন্ন পরহিত চিকীর্ষু পুত্রের কল্যাণে অজ্ঞাতনাম্নী উত্তরপাড়া পল্লী আজি নগরের যাবতীয় সুখৈশ্বর্য্যে সুসম্পন্না; যাঁহার অপরিসীম উৎসাহ ও অনুষ্ঠান বলে শত শত বিদ্যার্থী উত্তরপাড়ায় অবস্থিতি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভে সমর্থ; দুর্ভাগ্যক্রমে সেই মহাপুরুষ বাল্যকালে জন্মভূমির অঙ্কে অবস্থান করিয়া উপযুক্তরূপ ইংরেজী শিক্ষালাভের সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন নাই। পল্লীগ্রামের কথা দূরে থাকুক, সমগ্র ভারতের রাজধানী কলিকাতা মধ্যেও তখন ইংরেজী শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা ছিল না। এখন যেমন কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীর যেখানে সেখানে ইংরেজী বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়, রাজপথে বাহির হইলে আবাল বৃদ্ধ সকলেরই মুখে ইংরেজী সরস্বতীর নর্ত্তন কুর্দ্দন দেখিয়া ইংরেজীকে বঙ্গবাসীর মাতৃভাষা বলিয়া ভ্রম জন্মে, তখন তেমন ইংরেজী ভাষার বহুল প্রচার ছিল না। ইংরেজরাজ সেই অর্দ্ধ শতাব্দী মাত্র এদেশে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখনও বঙ্গদেশ সর্ব্বতোভাবে সুশৃঙ্খল হইয়া না উঠিলেও ইংরেজের সহিত আমাদিগের রাজা প্রজা সম্বন্ধ বদ্ধমূল হইয়াছিল। রাজাকে সুখ দুঃখের কথা জানাইয়া আপনাদিগের দুঃখের অপনোদনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় বিধান করিতে, রাজ্যের সুখ-শান্তি ও যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ে রাজাকে আপনাদিগের মনোভাব জ্ঞাপন করিতে, রাজায় প্রজায় সদ্ভাব সংস্থাপন করিতে, এবং সকল অবস্থায় সকল সময় এতদুভয়ের মধ্যে সহানুভূতির সম্বর্দ্ধন করিতে সকলেরই ইংরেজী শিক্ষা ক্রমশঃ নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং রাজভাষায় অজ্ঞানতা বড়ই বিড়ম্বনার বিষয়ীভূত হইয়া উঠিল।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন কলিকাতায় সুপ্রিমকোর্ট সংস্থাপিত হয়, তখন হইতে অনেকেই ইংরেজী শিক্ষার অত্যাবশ্যকতা অনুভব করেন, কিন্তু বহুদিন

তাহার কোন উপায় উদ্ভাবিত হইল না *। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন স্বর্ণভূমি ভারতের ধনৈশ্বর্য্যে কিরূপ আপনাদিগের দেশকে ইন্দ্রের অমরাবতী করিয়া তুলিবেন এক মনে, এক ধ্যানে তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। কেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেন, ভারতপ্রবাসী ইংরেজ মাত্রেরই এই ধ্যান ও এই ধারণা ছিল। অপত্যবৎ পালনীয় প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ সৌভাগ্যের সহিত রাজার যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ; প্রজার সুখে রাজার সুখ এবং প্রজার দুঃখে রাজার দুঃখ এ কথা চিন্তা করিবার তখনও তাঁহাদিগের অবকাশ হয় নাই। সে যাহা হউক ইংরেজী শিক্ষার যথা-কথঞ্চিৎ অভাব মিটাইবার জন্য কয়েকজন বাঙ্গালী যৎকিঞ্চিৎ ইংরেজী, এমন কি ইংরেজী বর্ণমালা এবং কতকগুলি কদুচ্চারিত ইংরেজী শব্দ অভ্যাস করিয়া তাহাই এদেশীয়দিগকে শিখাইতেন। এই সকল শব্দ প্রায়ই কতকগুলি পণ্য-দ্রব্যের নাম মাত্র। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার শব্দে সমুদায় মনোভাব কদাচ ব্যক্ত হইতে পারে না, এজন্য অনেকেই ইংরেজী শব্দে সংকুলান না হইলে অঙ্গ-ভঙ্গী দ্বারা আপনাপন ইংরেজ প্রভুগণকে মনোভাব জ্ঞাপন করিতেন। Yes—no—very well, এই শব্দ চতুষ্টয় দ্বারা অনেক স্থলেই প্রায় সকল

* এ দেশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ইংরেজি শিক্ষার প্রবাদ এইরূপ যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একখানি যুদ্ধজাহাজের অধ্যক্ষ কলিকাতার তদানীন্তন এক মাত্র দেশীয় বণিক শেঠদিগের নিকট এক জন দোভাষী চাহিয়া পাঠাইলে তাঁহারা দোভাষী শব্দের অর্থ পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া অনেক ভাবনা চিন্তা ও তর্ক বিতর্কের পর স্থির করিলেন যে দোভাষী শব্দে ধোবা বই আর কিছু হইতে পারে না। এইরূপ স্থির করিয়া কতকগুলি সুপক্ক কদলী ফল, মিছরি প্রভৃতি যাবতীয় সুখাদ্য সহ এক জন ধোবাকে জাহাজের কাপ্তেনের নিকট পাঠাইলে নির্ভীক ধোবা ভাগীরথী বক্ষে ভাসমান রণতরীতে উপস্থিত হইয়া সাহেবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে, এবং সাহেবের প্রার্থনা মতে বারম্বার তাহার নিকট যাতায়াত করিতে, জাহাজের যাবতীয় ইংরেজের সহিত কথাবর্ত্তায় অস্পষ্ট ভাবে ইংরেজী ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপযোগী কতকগুলি শব্দ শিক্ষা করিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ধোবাই এ দেশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম, অল্পই হউক আর অধিকই হউক, ইংরেজি শিখিয়াছিল। উপরোক্ত ঘটনার প্রায় ১৩০।১৩৫ বৎসর পরে কলিকাতার কোন পল্লিতে "রাইটিং মাষ্টারের" স্কুলের অস্তিত্বের কথা শুনা যাইত, এই "রাইটিং মাষ্টার" যে জাতিতে ধোবা তাহাও সকলে বলিত। সে সময়ে সম্ভবতঃ রাইটিং মাষ্টার জীবিত ছিলেন না। তাঁহার পুত্র পৌত্রেরা সম্ভবতঃ তাঁহার এই কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই "রাইটিং মাষ্টারই" পূর্ব্বোক্ত দোভাষী হইবে।

কার্য্য চলিত। "জাহাজ একপেশে" বুঝাইতে The ship is eighty one, "বৈঠকখানা" বুঝাইতে Book Sour Feast ইত্যাদিরূপে ইংরেজী অনুবাদের প্রথা এই সময়েই প্রচলিত ছিল। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া যায়। ইংরেজী শিক্ষার অভাব ক্রমশঃই অধিকতর অনুভূত হইতে লাগিল দেখিয়া কলিকাতার কয়েকটী বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গী এদেশীয়দিগকে ইংরেজী শিক্ষাদান আপনাদিগের জীবিকার্জ্জনের প্রশস্ত পথ জ্ঞান করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কলিকাতার ধনবান গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া কেহ কেহ বা একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেশীয় পাঠশালার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্কুল স্থাপন করিয়া ইংরেজী শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বহুবাজারের কামিং সাহেবের কলিকাতা একাডেমী, সেরবরণ সাহেবের স্কুল, আরাটুন পিট্রস সাহেবের স্কুল, এবং বাঙ্গালীর মধ্যে মদন মাষ্টারের স্কুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াই সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। * প্রথমতঃ, এই সকল স্কুলে ডাইক সাহেবের "স্পেলিং বুক" ও "স্কুল মাষ্টার" নামে দুই খানি পুস্তকের অধ্যাপনা হইত। তাহার পর এইরূপে শিক্ষিত একজন বাঙ্গালী বাক্যাবলী নামে এক খানি পুস্তকে বঙ্গাক্ষরে কতকগুলি ইংরেজী শব্দ এবং বঙ্গ ভাষায় ও বঙ্গাক্ষরে তাহাদের অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; অনেকে আদরের সহিত উহা পাঠ করিতেন। কিন্তু উহাতে সঙ্কলিত ইংরেজী শব্দ গুলির উচ্চারণ প্রথা যার পর নাই কদর্য্য ছিল। যথা—God গাড, Lord লাড, Aot আক্টো Pleased পিলিজেড ইত্যাদি। উপরোক্ত পুস্তকত্রয়ের উপর তুতিনামা Tales of a Parrot, ইংরেজী ব্যাকরণের উপক্রমণিকা Elements of English Grammar এবং আরব্য উপন্যাস Arabian Nights Entertainments পড়াইবার ব্যবস্থা হইল। যাঁহারা শেষোক্ত পুস্তক গুলি অধ্যয়ন করিতেন তাঁহারা সেকালে ইংরেজী ভাষায় বৃহস্পতি রূপে সমাদৃত হইতেন। কলিকাতার ন্যায় মফঃস্বলেরও স্থানে স্থানে এরূপ ইংরেজী স্কুলের নিতান্ত অসদ্ভাব ছিল না। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে

---

* He acquired the rudiments of his English education at a school in Bowbazar then known as Mr. Cummings Calcutta Academy. The Rapid Sketch of the Life of Raja Radha Kanta Deva Bahadur 17 Page.

খৃষ্টান মিসনরী রেবারেণ্ড রবার্ট মে * চুঁচুড়ায় একটী ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোন স্কুলই এরূপে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই। এই সময়ে উত্তরপাড়াতেও দুইটী ইংরেজী পাঠশালার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক জয়কৃষ্ণের কোন আত্মীয়ের বাটীতে একটী, এবং অপরটী ভবানীচরণ চৌধুরীর বাটীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দুকালেজের প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু তখন কলিকাতার স্বাস্থ্য এখনকার মত ছিল না, অভিভাবকহীন ভাবে অল্পবয়স্ক বালকগণের তথায় অবস্থিতি করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত ছিল না বলিয়া জগমোহন আপন পুত্রকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে উপরোক্ত দুইটী গ্রাম্য বিদ্যালয়ের প্রথমটীতে ইংরেজী শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেন। তথায় তিনি এক বৎসর মধ্যে Spelling Book, French Dialogue নামক দুইখানি পুস্তক সমাপন করিয়া Self Guide নামক পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করেন। তাহার পরে তাঁহাকে ভবানীচরণ চৌধুরীর গার্হস্থ্য বিদ্যালয়ে আর এক বৎসর কাল অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। এই সময় মধ্যে তিনি Self Guide ও Tales of a Parrot সমাপ্ত করেন।

এই সময়ে জয়কৃষ্ণ নিয়মিত সময়ে স্কুল যাইতেন, স্কুলের পাঠ সমাপন করিয়া বাড়ী আসিতেন, সকালে সন্ধ্যায় শিক্ষকের নিকটে থাকিয়া বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন, এক মুহূর্ত্তও আলস্যের বাসত্ব স্বীকার করিতে ভালবাসিতেন না। অন্যান্য বালকেরা যেরূপ স্কুল হইতে আসিয়া পড়া ছাড়িয়া ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিত, জয়কৃষ্ণ তাহাতে সর্ব্বদাই বিরত থাকিতেন। দশ বৎসরের বালক গ্রামের অপরিচ্ছন্নতা, প্রত্যেক গৃহস্থের বহিঃপ্রাঙ্গণবর্ত্তী ভূমির অযত্নসম্ভূত লতাগুল্মাদির জন্য যেন ঘোরতর

---

* Here lieth the body of the Rev. Robert May late a Chinsurah Missionary, who departed his life on Wednesday morning the 12th of August 1818, lamented by all who knew him. In his life he was especially engaged in promoting the best interests of the rising generation, by whom his name will long be held in endearing recollection; in his death he reposed implicit confidence in the Lord Jesus Christ, and departed rejoicing in God his Saviour, in the thirteeth year of his age. Bengal Obituary Page 208.

অসুবিধা অনুভব করিতেন। সে সময়ে উত্তরপাড়ায় এরূপ পথ ঘাট ছিল না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্যপথগুলি পার্শ্বজাত নানা জাতীয় উদ্ভিদে সমাচ্ছন্ন থাকিয়া পথিকের গমনে বিলক্ষণ বিঘ্ন জন্মাইত, স্থানে স্থানে বাঁশের বন, এবং তৃণ-পত্রাচ্ছাদিত গৃহের সংখ্যাই অধিক ছিল,—রাশি রাশি অসৌষ্ঠবসাধিতা বিধবা মধ্যে নিরলঙ্কারা সধবার ন্যায় কোথাও প্রাচীন প্রথার ক্ষুদ্রায়ত, বায়ু-সমাগম-শূন্য ইষ্টকালয় দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহাদের সংখ্যা অধিক ছিল না। পূর্ব্ব দিকে পূতসলিলা জাহ্নবী সকালে সন্ধ্যায় কনক-কান্তি দিবাকরের রশ্মিরাশি গায়ে মাখিয়া ছোট বড় নানা আকারের রাশি রাশি বহিত্র বক্ষে লইয়া নাচাইতে নাচাইতে মনে শান্তিসুখের সঞ্চার করিতেন; জয়কৃষ্ণ গঙ্গাস্নানে গিয়া অনিমেষ নেত্রে তাহাই নিরীক্ষণ করিতেন; স্বেচ্ছায় গঙ্গাতীর ত্যাগ করিতেন না।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জগমোহন কর্ম্মস্থান হইতে উত্তরপাড়ায় আইসেন। সে সময়ে তিনি উত্তর পশ্চিমের মিরাট নগরে অবস্থিতি করিতেন; বাড়ী আসিয়া দেখিলেন পুত্রের উপযুক্ত রূপ বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে না। সে কালের গ্রাম্য স্কুলগুলিতে "কাজ চালা গোছ" যে সামান্য ইংরাজী শিক্ষা হইত তাহাই হইতেছিল, কিন্তু উহাতে তাঁহার মন উঠিল না; কি উপায়ে পুত্রকে ইংরেজী ভাষায় কৃতবিদ্য করিবেন, জগমোহন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাকে উত্তরপাড়ায় রাখিলে তাহার কোন সুবিধাই ঘটিবে না বুঝিয়া আপনার সঙ্গে মিরাট লইয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত স্থির করিলেন। এই সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইবার জন্য স্থলপথে ডাক পাল্কী ব্যতীত অন্য কোন সুবিধা ছিল না, কিন্তু উহাও বহু ব্যয়সাধ্য ছিল, তবে জলপথে নৌকারোহণে যাওয়া অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইত।

বিদেশযাত্রা সে কালের বাঙ্গালীর পক্ষে এক বিষম ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান ছিল। ঘরে থাকিয়া চাসবাস করা, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া হাসি খেলায় কাল ক্ষেপণ করাই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রাকৃত লোকের ধারণা ছিল। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যদি কেহ কখন তীর্থযাত্রা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তখন একবারে প্রত্যাগমনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইত,—একে সুদীর্ঘ পথশ্রান্তি; পথিমধ্যে দস্যু তস্করাদির ভয়, ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি শ্বাপদ জন্তুর সন্তাড়নাদি নানা কারণে প্রাণের আশায় তাঁহাকে জলাঞ্জলি দিতে হইত। তীর্থযাত্রা যেন মহা-

প্রস্থান। যাত্রাকালে তীর্থযাত্রীকে আত্মীয় স্বজনের নিকট যে বিদায় লইতে হইত তাহা এক প্রকার শেষ বিদায়ের মধ্যে পরিগণিত হইত। বিদেশযাত্রা এতটা ভয়াবহ ছিল বলিয়া বঙ্গবাসী স্বদেশে থাকিয়া বহ্বারাস-লব্ধশাকান্ন ভোজনে পরিতুষ্ট থাকিতেন, তথাপি আত্মীয় স্বজনের সহবাসসুখ হারাইয়া বিদেশবাসে ধনবান হইবার ইচ্ছা করিতেন না, মহাভারতের বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নোত্তরে যুধিষ্ঠিরের বর্ণিত সুখীর সংজ্ঞা * পূর্ণ মাত্রায় মানিয়া চলিতে ভাল বাসিতেন।

জগমোহন সে কালের উপযুক্ত ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার উপর দীর্ঘকাল ইংরেজ সৈনিকগণের সহবাস লাভ ঘটিয়াছিল, সহবাস গুণে তাঁহার বিলক্ষণ মনস্বিতা জন্মিয়াছিল। বিদেশবাসের ক্লেশ কখন তাঁহার মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং বহুদূরবর্ত্তী মিয়াটকে তিনি স্বগ্রাম হইতে গ্রামান্তরের ন্যায় মনে করিতেন; কিন্তু তাঁহার পুত্রের মন হইতে তখনও বালস্বভাবসুলভস্নেহ মমতাদি সুকুমারী মনোবৃত্তি গুলির স্বাভাবিক প্রাধান্য বিলুপ্ত না হইলেও মিয়াটে থাকিলে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ ঘটিবে, ইংরেজ সৈনিকদিগের পুত্রকন্যাগণের সংস্রবে থাকিয়া ইংরেজী ভাষায় কথাবার্ত্তা ও আলাপ পরিচয়াদিতে ইংরেজী শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন হইবে শুনিয়া তিনি আহ্লাদে উন্মত্ত প্রায় হইলেন; স্বদেশের সুখসাচ্ছন্দ্য, আত্মীয় স্বজনগণের ভালবাসা, মধুরালাপ সকলই যেন বিস্মৃত হইলেন। তিনি সর্ব্বদাই পিতার নিকট মিয়াটের কথা শুনিতে ভাল বাসিতেন, যে দিন মিয়াট যাত্রা অবধারিত হইয়াছিল, সাগ্রহে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যখনই পিতাকে অনন্যকর্ম্মা দেখিতেন, তখনই মিয়াটের কোন না কোন কথা তুলিয়া আপনার কৌতূহল পরিতৃপ্তির চেষ্টা করিতেন। বুদ্ধিমান পিতাও মিয়াটের বিস্তৃত বর্ণনা দ্বারা পুত্রের মনে আগ্রহ উত্তেজিত করিতেন।

সেকালে দ্বাদশ বর্ষবয়স্ক বালকে প্রায়ই উত্তমরূপে বস্ত্র পরিধান, গাত্র মার্জ্জন, এমন কি, স্থল বিশেষে আহারীয় গ্রহণেও অনভ্যস্ত থাকিত; পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের সহবাসবিচ্ছিন্ন হইয়া এক

---

* দিবসস্যাষ্টমে ভাগে, শাকম্পচতি যো নরঃ।
অঋণীচাপ্রবাসীচ, স বারিচর মোদতে॥

দিন, এক রাত্রি অন্যত্র অতিবাহিত করিতে কষ্ট বোধ করিত, অপরিচিত স্থানে গমনের কথা দূরে থাকুক, মাতাকে ছাড়িয়া মাতুলালয় যাইবার কথা উঠিলে "মন কেমন" করিবার আশঙ্কায় চক্ষু দুইটী অশ্রুভারে চল চল করিত। জননী এরূপ বয়সে প্রাণাধিক প্রিয়তর পুত্রের নয়নপ্রান্তে কজ্জল রেখা চিত্রিত করিয়া দিতেন, এবং পুত্রকে বহিঃপ্রাঙ্গণের অতীত পথে পাঠাইতে হইলে ব্যক্তিবিশেষের দূষিত দৃষ্টিতে পুত্রের অশুভাশঙ্কা করিয়া তৎপ্রতিকারার্থ তাহার ললাটপট্টে গোময়তিলক রচনা করিয়া দিতেন।

পণ্ডিতেরা সময়ের দ্রুতগতি বুঝাইবার জন্য ঝটিকা, বিদ্যুৎ, উল্কা, কার্মুকনিক্ষিপ্ত-শর প্রভৃতির সহিত তাহার গতির তুলনা করিয়া থাকেন, বস্তুগত্যা এ সকলের মধ্যে কোনটাই সময়ের ন্যায় দ্রুতগামী না হইলেও অবস্থা বিশেষে মানব মনে যেন উহার গতির হ্রাসবৃদ্ধি অনুভূত হইয়া থাকে,—দুঃখের সময় যাইতে যাইতেও যায় না, এবং সুখের সময় আসিতে আসিতেও আইসে না। জয়কৃষ্ণের পশ্চিমযাত্রার মাস তারিখ অবধারিত হইল, কিন্তু সে দিন যেন আসিতে আসিতে আসিল না, বিলম্ব করিতে লাগিল। যেন কত মাস, কত দিনের পর সে দিন নিকট হইল, জয়কৃষ্ণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে পিতার সহিত নৌকারোহণে মিরাট যাত্রা করিলেন। উহা ১৮২০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগের ঘটনা। পথিমধ্যে জয়কৃষ্ণ পিতার নিকট ইংরেজী আরব্য উপন্যাসের কিয়দংশ পাঠ করিলেন। মিরাটের পথে তাঁহারা ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী কত গ্রাম, কত নগর দেখিতে লাগিলেন। তাহাদিগের মধ্যে হুগলী ত্রিবেণী, কালনা, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা, গাজিপুর, বারাণসী, মির্জ্জাপুর, চণ্ডালগড়, প্রয়াগ প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। উপরোক্ত নগরগুলির মধ্যে কয়েকটী ইতিহাস প্রসিদ্ধ, দুই তিনটী পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র, এবং দুই একটী বাণিজ্যপ্রধান। ভূয়োদর্শী পিতা পুত্রকে ঐ সকল স্থানের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ বিবৃত করিয়া তাঁহার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পিতাপুত্রে মিরাট নগরে উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইংরেজীশিক্ষার প্রগাঢ়তা ও কেরাণিগিরি।

মিরাটে পহুঁছিয়া জয়কৃষ্ণ সেখানকার কমিশেরিয়েট আপিসের একজন কেরাণীর নিকট ইংরেজী ভাষায় পত্র লিখিবার একখানি পুস্তক * ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইখানি পুস্তক সমাপ্ত করিলেন। এখন তিনি মোটামুটী একরকম ইংরেজী লিখিতে কহিতে পারিলেন। তাহার পরেও এই অসাধারণ বালক মিরাটের সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কিছুদিন নিবিষ্টমনে ইংরেজী শিখিতে লাগিলেন। ইংরেজী-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবকাশ কালে পারস্ত ভাষার অনুশীলনেও মনোনিবেশ করেন। পিতা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সর্ব্বদাই আপন কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, সময়ে সময়ে তাঁহাকে স্থানান্তরেও অবস্থিতি করিতে হইত, এজন্ত বালক জয়কৃষ্ণের উপর আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ও বাসার অপরাপর কার্য্য সম্পাদনের ভার পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তিনি অক্ষুণ্ণ মনে, সন্তোষের সহিত ঐ সকল কাজ সম্পন্ন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। পিতা সর্ব্বদা নিকটে থাকিতেন না, পাঠে অবহেলা করিয়া খেলিয়া বেড়াইলে তাঁহাকে কেহ কিছু বলিবার ছিল না, বালস্বভাবসুলভ-চাপল্য বশতঃ খেলা করিয়া বেড়াইলে, তাহাতে বাধা বিঘ্ন জন্মিবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও তিনি আপন কাজ ফেলিয়া অপর কোন কাজে অথবা ক্রীড়া কৌতুকে সময়ক্ষেপ করিতেন না। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সময়ের মূল্যজ্ঞান জন্মিয়াছিল। আলস্য মানবের পরম শত্রু তাহা তিনি বুঝিতেন, এজন্ত এক মুহূর্ত্তও আলস্যের আশ্রয় লইতেন না। অল্প বয়স হইতে সৈনিক সহবাস তাঁহার ভাবী জীবনের মহোপকার সাধন করিয়াছিল। জয়কৃষ্ণ যে সকল বালকের সহিত একত্র লেখাপড়া করিতেন, তাঁহারা সকলেই ইংরেজ সন্তান। একেই ইংরেজজাতি স্বভাবতঃ অনলস, সর্ব্বদা কর্ম্মব্যস্ত ও নিতান্ত নিয়মাধীন; তাহাতে আবার সৈনিকসন্তান। সকলেই পিতৃগুণে গুণবান, নিয়মপালন তাঁহাদিগের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। নিয়মপালনার্থ মৃত্যুকেও তাঁহারা শ্লাঘনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন।

---

* Universal Letter Writer.

মনুষ্যের চরিত্রগঠনে সহবাসের তুল্য কার্য্যকর আর কিছুই নাই। চরিত্রগুণে মনুষ্য ভূলোকবাসেও দেবতা; আর চরিত্রদোষে হিংস্রপশু অপেক্ষাও ভয়ানক হইয়া থাকে। যিনি যেরূপ সহবাসে কালক্ষেপ করেন তাঁহার চরিত্রও তদনুরূপ হয়। মানবচরিত্রের উপর সহবাসের প্রাধান্য বড়ই প্রবল। বাল্যের সহবাসপ্রাধান্যে জয়কৃষ্ণের ভাবী জীবন সমধিক উন্নত ও সুখৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াছিল। সৈনিকবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ সমাপন করিয়া তিনি মিরাটের মিলিটারী পে-আপিসে * কাপ্তেন ওয়াট্‌কিনের নিকট শিক্ষানবিশ নিযুক্ত হয়েন, এবং ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ব্রিগেড মেজর আপিসের প্রধান কেরাণীর পদ অধিকার করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ষোড়শ বর্ষ মাত্র হইয়াছিল। এত অল্প বয়সে এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম তাঁহার ভার বোধ হইল না, তিনি অনায়াসে পদোচিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কাপ্তেন "কেন" কিয়ৎকাল ব্রিগেড মেজরের কার্য্যে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন, তাহার পর "কাপ্তেন আণ্ডারসন" তৎপদে নিযুক্ত হয়েন। তাঁহারা উভয়েই জয়কৃষ্ণকে বিলক্ষণ স্নেহযত্ন করিতেন, এবং তাঁহার কার্য্যদক্ষতার যার পর নাই সুখ্যাতি করিতেন। বুদ্ধিমত্তাগুণে জয়কৃষ্ণ সকল কাজই সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন, তাহার উপর তাঁহার বিনয় শিষ্টাচার, কার্য্যকুশলতা ও শ্রমশীলতাদি সদ্‌গুণরাশি প্রভুজনচিত্তহারী হইয়া উঠিয়াছিল। আপিশের কার্য্য সমাধা করিয়া তাঁহার যে সময় থাকিত সে সময়ও তিনি অসার আমোদ প্রমোদে ক্ষেপণ করিতে ভালবাসিতেন না। জয়কৃষ্ণ সৈনিক পুস্তকালয় হইতে ভাল ভাল পুস্তক লইয়া তত্তৎগ্রন্থ পাঠে অবকাশ কাল কাটাইতেন, এবং যে সকল স্থান দুর্বোধ মনে করিতেন সৈনিক কর্ম্মচারীগণের নিকটস্থ হইয়া জানাইলে তাঁহারা অতি যত্নের সহিত তাহা বুঝাইয়া দিতেন।

মিরাটে থাকিতে জয়কৃষ্ণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া কিয়দ্দূর ভ্রমণ করিতেন, তাহার পর বাসায় আসিয়া নিয়মিতরূপে পাঠ করিতেন; বেলা হইলে উঠিয়া আহারাদির অনুষ্ঠান করিতেন, আহারাদির পর আপিশ যাইতেন, আপিসে প্রসন্ন প্রফুল্ল মনোভাবে আয়ত্তাধীন কার্য্য ও সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন করিতেন। কার্য্যব্যপদেশজনিত যে একটা ক্লেশানুভূতি

---

* যে আপিসে সৈনিকদিগের বেতন বণ্টন হয়।

তাহা ছিল না। এইরূপে আপিশের কাজ সমাপন করিয়া যখন বাসায় আসিতেন তখন পিতার মমতাময় মধুর আলাপ ও উপদেশলাভে তিনি যারপর নাই সুখী হইতেন। জগমোহনের বিলাতি জিনিসের একটী দোকান এবং কলিকাতার কুঠিয়ালদিগের সহিত একটী হুণ্ডীর কারবার ছিল। এই দুইটী কাজেই জয়কৃষ্ণকে তাঁহার সাহায্য করিতে হইত; বুদ্ধিমান্ পিতা তরুণ বয়স্ক পুত্রকে কাজের উপর কাজ দিয়া এরূপ কৌশলে ব্যস্ত রাখিতেন যে তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি জন্মিত, সেই স্ফূর্ত্তিতেই শ্রান্তি দূর হইত।

মিরাটের সকল সৈনিক পুরুষই জগমোহনকে পরম বন্ধুবোধে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তদ্রূপ শ্রদ্ধাভক্তি করিবার উপযুক্ত তাঁহার কতকগুলি সদ্‌গুণও ছিল। তজ্জন্যই ইংরেজ মহলে তাঁহার অসাধারণ প্রভুতা ও প্রতিষ্ঠা জন্মে। এই সকলের উপর জয়কৃষ্ণ নিজে বড় প্রতিভাশালী সদা-চারসম্পন্ন ও শ্রমশীল ছিলেন। পিতাপুত্র উভয়েরই সদ্‌গুণে বশীভূত হইয়া উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ সকলেই জয়কৃষ্ণকে আপনাদিগের পুত্রের ন্যায় স্নেহ যত্ন করিতেন। বিশেষতঃ কাপ্তেন কোষ, কাপ্তেন বাওয়ার্স, লেপ্টেনাণ্ট গ্রাণ্ট, কাপ্তেন মেকেঞ্জি প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সৈনিক কর্ম্মচারীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জয়কৃষ্ণকে ইংরেজী ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট কাব্য ইতিহাসাদি গ্রন্থ অতি যত্নসহকারে অধ্যাপনা করিতেন। এই স্থানে থাকিয়াই তিনি নেপোলিয়ান বোনাপার্টি, রুষিয় সম্রাট্ পিটর, স্যামুয়েল জনসন প্রভৃতি কৃতকর্ম্মা ইউরোপীয় মহাপুরুষগণের জীবনী, ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশের ইতিহাস ও বেকন, মিল্টন, সেক্সপিয়র প্রভৃতি জগমান্য গ্রন্থকারগণের রচনাবলী পাঠ করিয়া ইংরেজী ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত জয়কৃষ্ণ চতুর্দ্দশ সংখ্যক বাহিনীর সহিত মিরাটে অবস্থিতি করিয়া আপন অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতাদিগুণে যেরূপ সুখ্যাতি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, অনেক প্রবীণের অদৃষ্টেও সেরূপ ঘটিয়া উঠে নাই। যখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর মাত্র তখনই কত সুখ্যাতি! কাপ্তেন কেন, আণ্ডারসন ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের মুখে তাঁহার প্রশংসা ধরিত না। তিনি যখন যাঁহার নিকট কার্য্য করিয়াছেন, তখন তাঁহারই নিকট সচ্চরিত্র, সুবিবেচক, ও স্বজাত্যোন্নতি বিষয়ে, সরল, শ্রমশীল ও সুহৃদ্ বলিয়া সুখ্যাত হইয়াছেন। চতুর্দ্দশ সংখ্যক সেনা মধ্যে এরূপ ইংরেজ আইনের

নাই, যিনি শতমুখে জয়কৃষ্ণের সুখ্যাতি না করিয়া গিয়াছেন *।

জয়কৃষ্ণ আপন প্রভুগণকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাদিগের একান্ত আজ্ঞাবহ ছিলেন, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাদিগকে কখন কাপুরুষের ন্যায় ভয় করিতেন না; যখন তাঁহাদিগের নিকট অধ্যয়ন করিতেন, তখন অসঙ্কুচিতচিত্তে কথাবার্ত্তা কহিতেন, তাঁহারাও প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ ভুলিয়া বন্ধুভাব অবলম্বন করিতেন। সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সহবাস ও সংস্রবে থাকিয়া সৈনিক-জীবন তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, এক দিন তিনি সৈনিক সম্মানস্বত্ব † ক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্রভাবে ব্রিগেড মেজরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় অদ্যাবধি তাহা কোন দেশীয় ব্যক্তির অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই।

জয়কৃষ্ণ অনেক সময় বলিতেন যে যখন তিনি মিরাটে থাকিতেন, তখন যেরূপ সুখসাচ্ছন্দ্যে ছিলেন, সেরূপ তাঁহার অদৃষ্টে আর কখন ঘটে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা না ঘটিবারই সম্ভাবনা। যৌবন সুখের কাল, এ সময়ে সংসারে মনুষ্যের প্রথম প্রবেশ। যুবার পক্ষে সংসার নূতন, সংসারের যাহা কিছু সকলই নূতন, নূতনে মানব মন স্বতঃই আকৃষ্ট হয়।

---

* As a managing clerk he is perfectly qualified and has for a considerable time, carried on with credit to himself the complicated and indeed difficult business of this office, he is acquainted with the general official correspondence, and excellent accountant, well versed in the amount of soldiers, and after a close observation of his conduct I am fully able to say he is acted up to the character I received and has may strongest recommendation to my successor or indeed any person who may want the service of a young man of superior abilities and unsullied integrity. Capt. James Clarke.

I had not seen occasion to find fault with him, I, therefore, with the greatest confidence recommend him as being a good clerk as with as a highly respectable and clever Baboo. He has been discharged my service at his own request and wishing to be absent from the station of Meerut where his family is at present residing. D. D. Anderson Dy. Asstt. Adjutant General.

I can confidently recommend him as an active, intelligent, good young man, and well acquainted with the duties of a British office. Lieutt. Caine.

He is very willing and obliging and modest, and his respectful demeanour, that must always ensure him the good opinion of the employer. Col. J. Combe ইত্যাদি।

† Military commission.

শৈশবে ও বাল্যে মনুষ্যের মনোবৃত্তি সমুদায় সুপ্ত প্রায় থাকে, যৌবন সমাগমে তাহাদের জড়তা দূর হইতে, ও স্ফূর্ত্তি জন্মিতে থাকে। সুতরাং এ সময়ে যাহা কিছু দেখা যায়, যাহা কিছু শুনা যায়, যাহা কিছু অপর কোন ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাতেই নূতনত্ব উপলব্ধি হয়; এবং মনোমধ্যে নানা প্রকার অভূতপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়; মন স্বভাবতঃ সুখের তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে যেন অনন্তের দিকে অগ্রসর হইতে, অথবা বসন্তের বনস্থলীর ন্যায় শোভার সম্ভারে ঢল ঢল করিতে থাকে। জয়কৃষ্ণ তরুণ বয়স্ক পুরুষ, সংসারের সৎপথে পদার্পণ করিয়া সুশিক্ষার বলে আত্মসংযম অভ্যাস করিয়াছিলেন। বাল্যাবধি পিতৃ-সহবাসে অবস্থান হেতু যৌবনসুলভ কদাচার ও কুপ্রবৃত্তি তাঁহার মানস-ক্ষেত্রের চতুঃসীমায় প্রবেশ লাভে সমর্থ হয় নাই। এরূপ সদাচারশীল সচ্চরিত্র যুবকের মিরাটের ন্যায় স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিতি প্রযুক্ত স্বাস্থ্যের উন্নতি, সৎশ্রমজনিত মনঃস্ফূর্ত্তি, উদার প্রকৃতি, সুশিক্ষিত সৈনিক প্রভু-গণের অপত্যবৎ স্নেহযত্ন, এই সকলের উপর অর্থের সচ্ছলতা, সৈনিক সন্তান-গণের সহিত সদালাপ ও সদ্বিষয়ের আলোচনা, আমোদ আহ্লাদ ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যায়াম চর্চ্চা, সময়ে সময়ে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে এবং নানা জাতীয় বৃক্ষাবল্লী পরিশোভিত বুন্দেলখণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে কার্য্যোপলক্ষে পরিভ্রমণ অপেক্ষা অধিক সুখকর আর কি হইতে পারে!

জয়কৃষ্ণ যে সময়ে মিরাটে থাকিয়া ইংরেজ সৈনিকদিগের সাহায্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় আপন মানস-মন্দির আলোকিত করিতেছিলেন, সেই সময়ে কাশীপ্রসাদ ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রেভঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি সে কালের কৃতবিদ্য মহাপুরুষেরা নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতার হিন্দুকালেজে ইংরেজীর অনুশীলনে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই জয়কৃষ্ণের সম-বয়স্ক, কেহ বয়ঃজ্যেষ্ঠ, কেহ বা কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও জয়কৃষ্ণ সকলের অগ্রে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভরতপুরাভিযান ও স্বদেশ প্রত্যাগমন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরের রাজ্যাধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। ভরতপুরের রাজা রণজিৎ সিংহ আপন অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্র বলবন্ত সিংহকে রাজ্যাধিকার অর্পণ ও তাঁহাকে ইংরেজরাজের কর্ত্তৃত্বাধীন করিয়া পরলোক প্রস্থান করিলে তদীয় বৈমাত্রেয় দুর্জ্জনশাল ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার এই অন্যায়াচরণে বিরক্ত হইয়া বলবন্ত সিংহকে রাজ্যাধিকার পুনঃ প্রদান করিবার জন্য ইংরেজেরা দুর্জ্জনশালকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলে তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। সুতরাং তাঁহার অবাধ্যতার প্রতীকার, আশ্রিত অপ্রাপ্তব্যবহার রাজপুত্রকে আশ্রয়দান ও তৎসহ ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তত্রত্য দুর্গাক্রমণে লর্ড লেকের পরাভবকুখ্যাতির অপনোদন জন্য রাজপুতনার পলিটিকেল এজেণ্ট সার আক্টর্লোনি উক্ত বৎসর মে মাসে ভরতপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন; কিন্তু গবর্ণর জেনেরল লর্ড আমহার্ষ্টের নিষেধাজ্ঞায় বিশেষ অপমান বোধ করিয়া তিনি পদত্যাগ পূর্ব্বক দিল্লী যাত্রা করেন। তাঁহার এই মর্ম্মাঘাতের শুশ্রূষাভাবে তথায় অবস্থিতিকালে তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন, এবং সেখান হইতে মিরাটে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

যাহার জন্য সার্ অক্টর্লোনির ন্যায় মহারথীর মৃত্যু হইল, ইংরেজ জাতির একজন রণকৌশল বীরপুরুষের অভাব তৎকালে আবাল বৃদ্ধ বনিতার মনে অপরিপূর্ণ রহিল বলিয়া বোধ হইল, তাহারই জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ভরতপুর আক্রমণের জন্য সৈন্যসজ্জার আজ্ঞা প্রচার করিতে হইল। যাহা হইবার সমস্তই হইল, লাভের মধ্যে মনঃক্ষোভে মহামতি আক্টর্লোনি মহামূল্য জীবন হারাইলেন। এই যুদ্ধাভিযানে কমাণ্ডার ইন্ চিফ লর্ড কম্বরমিয়র স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য যাত্রা করিলেন। চতুর্দ্দশসংখ্যক বাহিনী যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইল। তাহার বেলিয়ান এবং দেশীয় কর্ম্মচারীরূপে জগমোহনকে এবং সহকারী আডজুটাণ্ট জেনেরল আণ্ডারসন সাহেবের প্রধান কেরাণীরূপে

জয়কৃষ্ণকে ভরতপুর যাত্রা করিতে হইল। কর্ণেল স্কিনার্ ও গার্ডনার্ প্রভৃতি খ্যাতনামা সৈনিক কর্ম্মচারীগণও এই যুদ্ধযাত্রায় সহগামী হইয়াছিলেন। যে কষ্টে, যে কৌশলে ইংরেজ কর্ত্তৃক ভরতপুরের অজেয় দুর্গ বিজিত হয় তাহা ভারতের ইতিহাসপাঠী মাত্রেই অবগত আছেন, সুতরাং এস্থলে তাহার বর্ণনাবাহুল্য নিষ্প্রয়োজনীয়। দুর্জ্জনশালের পরাভবে ভরতপুরের দুর্গ ইংরেজের হস্তগত হয়। ইংরেজ সৈন্য দুর্গ, প্রাসাদ, ধনাগার সমস্তই লুণ্ঠন করে; রাশি রাশি মুদ্রা, স্বর্ণ রৌপ্যাদি নির্ম্মিত পান ও ভোজন পাত্র, দেবদেবীর মূর্ত্তি, মণিমাণিক্যাদি বহুমূল্য রত্নরাজি, কিছুই ভরতপুরে রহিল না, সর্ব্বসমেত প্রায় ৩৩ কোটী টাকার সামগ্রী ইংরেজ সৈন্যের হস্তগত হইল; কিন্তু ১১ কোটী টাকার দ্রব্যাদি মাত্র দেখিতে পাওয়া গেল, অবশিষ্ট কে কোথায় লইয়া গেল তাহার অনুসন্ধান হইল না, কিন্তু ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে সৈনিক ভিন্ন বাহিরের লোকে এক কপর্দ্দকও প্রাপ্ত হয় নাই। ফলতঃ লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মধ্যে যে যাহা পাইয়াছিল অনেকেরই তাহা সদ্ব্যবহারে আসিল না। সামান্য সৈনিকেরা মহার্হ সামগ্রীর মূল্য জানিত না, অসচ্ছলতা হেতু কাচমূল্যে কাঞ্চন বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইল তাহাতেই প্রভূত সন্তোষ লাভ করিল। স্বর্ণময় পুত্তলের পরিবর্ত্তে উদরপূর্ণ সুরা পান করিয়া ইংরেজ সৈনিক প্রচুর জ্ঞান করিল। উপ-রোক্ত ১১ কোটী টাকার দ্রব্য সামগ্রী গবর্ণমেণ্ট একাকী গ্রহণ করেন নাই, তাহার কিয়দংশ সৈনিক কর্ম্মচারী ও তাঁহাদিগের অধীন কেরাণী মুহরী প্রভৃতির মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে জগমোহন ও জয়কৃষ্ণ উভয়েই অংশ মত অর্থাদি লাভ করিয়াছিলেন।

বিঘ্নবিপত্তির দুর্ব্বহ ভারবহনের শক্তি ও সাহস না থাকিলে হঠাৎ বড় মানুষ হওয়া যায় না। যিনি ভীতিসঙ্কুল হৃদয়ে বিপদের ছায়া মাত্র দেখিয়া দূরে পলায়ন করেন তাঁহার পক্ষে অল্প সময়ে প্রভূত অর্থাগমের উপায় চিন্তা বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদিগের জয়কৃষ্ণের বিপদভয় ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুঃসাহসিকতার কাজে তিনি কখন পশ্চাৎপদ ছিলেন না। পৌষ মাসে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শীত, শত্রুবেষ্টিত পটমণ্ডপ মধ্যে অবস্থিতি, অপরিমিত শারীরিক ও মানসিক শ্রম, উপযুক্ত আহারের অভাব, ষোড়শবর্ষীয় বালকের পক্ষে কতদূর কষ্টদায়ক ও ভীতিজনক তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে; কিন্তু এ অবস্থাতেও এক দিন, এক মুহূর্ত্তের

জন্য জয়কৃষ্ণ বিচলিত হয়েন নাই। তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতার বিন্দুমাত্র অপচয় হয় নাই। তিনি সমরক্ষেত্রের ক্লেশ গ্রাহ্য না করিয়া আপন অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতাবলে তাহা উপেক্ষায় উড়াইয়া দিতেন। এ অবস্থায় কেহ কখন তাঁহার মুখে বিষাদের ছায়া দেখিতে পান নাই।

লর্ড আমহার্ষ্ট আপন পুত্রকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইবার জন্য এই সময় মেজর জেনেরল সার গ্যাস্পার নিকোলশের নিকট মিরাটে রাখিয়া দিয়াছিলেন। সার গ্যাস্পার জয়কৃষ্ণকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি আপনার অধীন কর্ম্মচারীদিগকে যে সকল গোপনীয় পত্র লিখিতেন সে সমস্তই জয়কৃষ্ণকে দিয়া লেখাইতেন *। বালক আমহার্ষ্টেরও বয়স তখন ষোল বৎসর মাত্র; সুতরাং তিনি জয়কৃষ্ণের সমবয়স্ক, এজন্য উভয়ে বড়ই সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে এক সঙ্গে কাজ করিতেন, অবকাশ কালে একত্র বসিয়া নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদের কথাবার্ত্তা ও কৌতুক পরিহাসাদি করিতেন। একদিন সন্ধ্যাকালে দুই জনে বসিয়া আছেন এমন সময় এক জন দেশীয় পত্রবাহক এক খানি পত্র আনিয়া বালক আমহার্ষ্টকে অর্পণ করিলে তিনি তাহা পাঠ করিয়া প্রত্যুত্তর লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে বসিতে বলিলেন। পত্রবাহক তাঁহার পটমণ্ডপের ভিতর কার্পেটের উপর দেশীয় প্রথানুসারে উপবিষ্ট হইল। আমহার্ষ্ট তাহাতে বিরক্ত হইয়া জয়কৃষ্ণকে বলিলেন,—"দেখ্‌ছেন আপনার দেশের লোক কতদূর নির্ব্বোধ।" নির্ভীক জয়কৃষ্ণ উত্তর করিলেন,—"দোষ আপনার—বলা উচিত ছিল, বাহিরে অপেক্ষা কর।" সে অশিক্ষিত লোক, দেশীয় প্রথানুসারে আপনার সমক্ষে উপবেশনে অপরাধ হইতে পারে তাহার ততটা বোধ থাকা সম্ভবপর নহে।

ভরতপুরের প্রাচীন গৌরবরবি অস্তাচলশায়ী হইলে ইংরেজ সেনা আপনাপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাগত হইবার আজ্ঞা পাইল। প্রত্যাগমনের

---

* সার গ্যাস্পার নিকোলশের দত্ত কোন সার্টিফিকেট এ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই, কিন্তু জয়কৃষ্ণ যে একজন অতি বিশ্বস্ত কেরাণী ছিলেন তাহা মার্টিন ডার্টনালের উক্তিতেই প্রতিপন্ন হইতেছে,—Baboo Joykissen Mookerjee was employed for upwards of three years as Head and Confidential Clerk and Cash-keeper with office of the Pay-Master of the king's depot at Chinsurah, during a great part of which period I had an opportunity of witnessing the universal satisfaction he afforded not only to Capt. Squire, the Pay-Master, but to any person who had business to transact in the office, &c., &c., &c.

পূর্ব্বে দীঘের দুর্গসমীপে সমবেত সৈন্যগণের মধ্যে একটি যুদ্ধপ্রদর্শনী হয়; এই প্রদর্শনী সুসম্পন্ন করিয়া কতকগুলি ইংরেজ সৈন্য দুর্জ্জনশালের মিত্র আলওয়ার রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে, তাঁহার অপরাধ এই যে তিনি ভরতপুরের যুদ্ধকালে আপন বন্ধুর সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংরেজ সৈন্য আলওয়ার পঁহুছিবামাত্র সেখানকার রাজা ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করেন। তদুপলক্ষে জয়কৃষ্ণকেও আলওয়ার যাইতে হইয়াছিল। আলওয়ারে থাকিতে থাকিতেই মেজর আণ্ডারসন্ আগরা যাইবার অনুমতি পাইলেন। সুতরাং জয়কৃষ্ণকেও তাঁহার সহিত আগ্রা যাইতে হইল। আগরায় পঁহুছিয়া তিনি তত্রত্য দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে আগরায় থাকিয়া এই সময়ে জয়কৃষ্ণ তাজমহলের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যরাশি সন্দর্শন করিয়া অশেষ আনন্দলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যতদিন সেখানে ছিলেন ততদিন নগরভ্রমণে বাহির হইয়া মোগল সম্রাট্‌দিগের অন্যান্য কীর্ত্তি-কলাপ দর্শনে কৌতুহল পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। একমাস কাল আগরায় থাকিবার পর জয়কৃষ্ণ পিতার পত্র পাইলেন যে, সত্বর তাঁহারা স্বদেশে যাত্রা করিবেন। পিতৃভক্ত জয়কৃষ্ণ আর অণুমাত্র বিলম্ব করিতে পারিলেন না; আপন প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া আগরা হইতে মিরাট যাত্রা করিলেন। মিরাটে আসিয়া কয়েক মাস অবস্থিতির পর পিতা-পুত্রে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পরিত্যাগ করিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে ভারতের নগরে নগরে এখনকার মত রেলওয়ে প্রস্তুত হয় নাই, বা ঘোড়ার গাড়ীরও এরূপ বহুলত ছিল না। দূরদেশে গতায়াতের বড়ই অসুবিধা ছিল। জলপথে নৌকা, এবং স্থলপথে “ডাক পাল্কী” ব্যতাত উপায়ন্তর ছিল না। কিন্তু এই দুই উপায়ই বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য ছিল। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের পক্ষে তাহা ঘটিয়া উঠিত না। সে কালের পোষ্ট মাষ্টারেরাই ডাকপাল্কীর বন্দোবস্ত করিতেন। তজ্জন্য প্রত্যেক পাল্কীর জন্য ৮ জন বেহারা, ও ২ জন আলোকধারী লোক থাকিত। আড্ডায় আড্ডায় এই সকল লোক পরিবর্ত্তিত হইত। এইরূপ গমনে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মাইল প্রতি ॥০ আনা দিতে হইত।

কোথাও নৌকারোহণে, কোথাও বা ডাকপাল্কীর সাহায্যে জগমোহন ও জয়কৃষ্ণ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ায় আসিয়া পঁহুছিলেন। ইহার পর আর তাঁহারা চাকরী উপলক্ষে উত্তর পশ্চিম গমন করেন নাই। অনেকে

জয়কৃষ্ণ বাবুর ধনবান হইবার প্রকৃত উপায় অবগত আছেন, কেহ কেহ তাহা জানেন না বলিয়া মনে করিয়া থাকেন যে উত্তর পশ্চিমের উপার্জ্জিত অর্থেই বুঝি তিনি শ্রী ও সৌভাগ্যশালী হইয়াছিলেন। বস্তুগত্যা তাহা নহে। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ-বর্ণিত পামর কোম্পানী দেউলিয়া হইলে জয়কৃষ্ণ বাবুর প্রভূত অর্থনাশ ঘটে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে তাঁহারা পিতাপুত্রে যে বিপুল অর্থ আনিয়াছিলেন তাহা প্রায় সমস্তই উক্ত কোম্পানীর ফারমে গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল। চতুর ব্যক্তি ঠকিলে, সে কথা কাহাকেও প্রকাশ করেন না, জয়কৃষ্ণও তাহাই করিলেন—পিতাপুত্র এবং বিশেষরূপে ঘনিষ্ঠ দুই একজন আত্মীয় ব্যতীত আর কেহ একথা জানিলেন না। কালেক্টরীতে চাকরী করিতে করিতে জয়কৃষ্ণ বাবু যে জমিদারী কিনিতে আরম্ভ করেন, সে কেবল "সাহসে ভর" করিয়া। এ সময়ে তিনি একরূপ নিঃসম্বল ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিতা জগন্মোহন পুত্রকে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কেরাণীগিরির শেষ ও জমিদারীর আরম্ভ।

খৃষ্টীয় ১৮২৫ অব্দে ওলন্দাজেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে আপনাদিগের অধিকৃত চুঁচুড়ার স্বত্ব অর্পণ করিলে ইংরেজেরা তথায় একটি সেনানিবাস প্রস্তুত জন্য, কাপ্তেন বেল সাহেব এঞ্জিনিয়ারকে তাহার নির্ম্মাণভার অর্পণ করেন। তিনি ওলন্দাজদিগের দুই শত বৎসরের প্রাচীন দুর্গ ভগ্ন ও সমভূম করিয়া তাহার উপর ইংরেজ সেনার বাস ও অন্যান্য প্রয়োজনসাধনোপযোগী গৃহশ্রেণী গঠন করেন। তাহাতে চিকিৎসালয়, অস্ত্রাগার প্রহরীগৃহ প্রভৃতি সমস্তই প্রস্তুত হয়। যে সকল সৈন্য ইংলণ্ড হইতে সর্ব্ব প্রথম এদেশে আসিত, এবং যাহারা এদেশের কার্য্য সমাপনান্তে ইংলণ্ড যাত্রার আজ্ঞা পাইত, অথবা যাহারা স্বাস্থ্যভঙ্গপ্রযুক্ত কার্য্যসম্পাদনে অক্ষম হইত, তদ্রূপ অবস্থাপন্ন ইংরেজ সৈনিকেরাই এই অভিনব সেনানিবাসে অবস্থিতি করিত। ইহাই চুঁচুড়ার "গোরাবারিক" নামে সাধারণ্যে পরিচিত।

ভরতপুরের দুর্গজয়ের পর চতুর্দ্দশসংখ্যক সৈন্য ইংলণ্ড প্রত্যাগমনের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, চুঁচুড়ায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে থাকে। দেশে আসিয়া জয়কৃষ্ণ উপরিউক্ত সৈন্য সম্প্রদায়ের চুঁচুড়ায় অবস্থিতির কথা শুনিয়া পুনরায় তথায় তাঁহাদিগের সহিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। চতুর্দ্দশ সংখ্যক সৈন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিল, তথাপি জয়কৃষ্ণের চুঁচুড়ার কার্য্য শেষ হইল না। তিনি পে-মাষ্টার অফিসের প্রধান কেরাণী হইয়া কিয়দ্দিন সেখানে কাজ করেন। সৌভাগ্যক্রমে এখানেও কয়েক জন ইংরেজ কর্ম্মচারী তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহযত্ন করিতেন।

এই সকল ইংরেজ সৈনিক পুরুষের মধ্যে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী সিপাহীসৈন্যের করালকবল হইতে লক্ষ্ণৌ-নগরে-অবরুদ্ধ ইংরেজ সৈন্যের উদ্ধারকর্ত্তা সার্ হেন্‌রি হাবেলক সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিনি জয়কৃষ্ণকে যারপর নাই ভাল বাসিতেন, অতিশয় যত্নের সহিত তাঁহাকে সেক্সপিয়রের নাটকগুলি পড়াইতেন, এবং সমস্ত সপ্তাহে যাহা অধ্যাপনা করিতেন, তাহার পরীক্ষা গ্রহণ

করিতেন। জয়কৃষ্ণ অধীত অংশ মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। ইহাতে হাবেলক আপনার শিক্ষাদানের ফল সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইতেন, এবং তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য অধিকতর যত্ন লইতেন। জয়কৃষ্ণ হাবেলকের নিকট সেক্সপিয়র ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের গ্রন্থ পাঠ ও ইংরেজী রচনাপ্রণালী সুন্দররূপে অভ্যাস করিতেন। এই সময়ে লর্ড বায়রণের "ডন্‌জুয়েন্‌" নামক সুপ্রসিদ্ধ কাব্য খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয়। এই ইংরেজী কাব্য এরূপ সুললিত ও সুরসাল যে উহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইলে ইংলণ্ডের আবাল-বৃদ্ধবনিতা উহার অবশিষ্টাংশ পাঠের জন্য এতাধিক উৎসুক হইয়া উঠেন যে পুস্তক বিক্রেতাগণের বিপণি পুস্তক বাহির হইবার দিনে জনস্রোতে প্লাবিত হইত। এদেশেও বিলাতী ডাক আসিবার দিনে ডাকঘর সমূহ "ডন্‌জুয়েন" পাঠপিপাসু সাহেব বিবিতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত।

বিলাতী ডাক আসিবার দিনে হাবেলক "ডন্‌জুয়েন" পাইয়া আপনি পাঠ করিতেন; পাঠ করিয়াই তাহা জয়কৃষ্ণকে পড়িতে দিতেন, জয়কৃষ্ণ আগ্রহসহকারে এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরেজ কবির কাব্য পাঠ করিতেন, পাঠ সমাপন করিয়া যে দিন হাবেলককে তাহা ফিরাইয়া দিতেন, হাবেলক সেই দিনই তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। জয়কৃষ্ণও উক্ত কাব্যের প্রত্যেক পংক্তির আবৃত্তি ও বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপকের প্রীতি সম্বর্দ্ধন করিতেন। এইরূপে পণ্ডিত হাবেলকের সহবাসে তিনি মনের সুখে আত্মোন্নতি লাভ করেন। কালসহকারে পরস্পরে বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। একে প্রভু তাহাতে শিক্ষাদাতা এতদুভয় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া হাবেলক জয়কৃষ্ণের প্রধান সহায় হইয়া উঠিলেন। জয়কৃষ্ণের আনুগত্যের ইয়ত্তা ছিল না। তিনি যেমন হাবেলককে মনের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন, ভালবাসিতেন, এবং একমাত্র আত্মীয় বলিয়া জানিতেন, হাবেলকও তেমনই জয়কৃষ্ণের মঙ্গলে আপনার মঙ্গল, এবং জয়কৃষ্ণের অমঙ্গলে আপনার অমঙ্গল জ্ঞান করিতেন। হাবেলক জয়কৃষ্ণের শিক্ষাদাতা, চরিত্র-স্রষ্টা ও সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। ফলতঃ ইংরেজ ও এদেশীয়ের মধ্যে এরূপ সম্প্রীতি ও সুহৃদ্ভাবের দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। হাবেলক এখানে থাকিতে মাসিক ৮০০৲ টাকা বেতন পাইতেন। বেতনের টাকার চতুর্থাংশ তিনি অনাথ দীন দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। প্রতি

রবিবারে এই টাকা বিতরণ করা হইত। বিতরণকার্য্যে তিনি জয়কৃষ্ণের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। একদিন জয়কৃষ্ণ হাবেলককে বলেন,—"আপনি যে বেতন পান, খরচ হইয়া তাহার কিছুই বাঁচে না। মনুষ্য চিরদিন সমান শ্রম করিতে পারে না, এজন্য শেষাবস্থায় উপার্জ্জনের লাঘব হয়, সেই সময়ের জন্য সকলেরই কিছু কিছু সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য, না করিলে প্রায়ই অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হয়।" হাবেলক উত্তর করেন,—"ইহসংসারে আমার পর্য্যাপ্ত হইয়া যাহা থাকিবে, তাহা আমার নহে,—যাহাদিগের অভাব আছে তাহাদের। পৃথিবীতে সকলেই আপনাপন কাজ করিবার জন্য আসিয়াছে, যখন যেমন তখন তেমন কাজ করিবে,—পরে কি হইবে তাহা কাহার ভাবিবার প্রয়োজন নাই। যিনি ভাবিবার তিনি ভাবিবেন।" এই উত্তরে জয়কৃষ্ণ কিছু সঙ্কুচিত হইলেন, মনে মনে স্থির করিলেন, হাবেলক যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। ইহা দ্বারাই জয়কৃষ্ণের সুপ্ত-উপচিকীর্ষাবৃত্তি জাগ্রত হইল।

চুঁচুড়ায় কাজ করিবার সময় জয়কৃষ্ণ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার বন্দীপুর নামক গ্রামে ৺গঙ্গাচরণ ঘটকের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইনিই তাঁহার একমাত্র সহধর্ম্মিণী ছিলেন। সাধারণ কুলীনের ন্যায় তিনি বহুবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না।

এই সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ এ দেশের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণর জেনেরলদিগের সময় হইতে সৈনিকদিগের ভাতা লইয়া ইংলণ্ডের ডিরেক্টর সভায় বাদানুবাদ চলিতেছিল। এতদিনে তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইল। এখন হইতে তাঁহারা অর্দ্ধেক ভাতা পাইতে লাগিলেন। বেণ্টিঙ্কের স্কন্ধেই কলঙ্কের ভার পতিত হইল। তিনি সৈনিকদিগের বড়ই অপ্রীতিভাজন হইলেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে বেণ্টিক্ ব্যয়সঙ্কোচের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ এবং চাণকে একটি সেনানিবাস থাকিতে চুঁচুড়ায় গোরাবারিক রাখা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। সুতরাং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বারিকটি উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা প্রকাশ করেন। লর্ড ডালহৌসীর পিতা তৎকালে এ দেশের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি চুঁচুড়ার গোরাবারিক উঠাইবার নিতান্ত বিরোধী হইয়া উঠেন। তজ্জন্য গবর্ণর জেনেরলের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ মনোমালিন্য জন্মে। কম্যাণ্ডার-ইন্-চিফ ইংলণ্ডীয় ডিরেক্টর সভার নিকট পর্য্যন্ত তাহার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু গবর্ণর জেনেরলের আজ্ঞাই প্রবল থাকিল। সুতরাং

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে চুঁচুড়ার বারিক শূন্য করিয়া সৈন্যগণ কলিকাতার দুর্গে চলিয়া যায়। তদবধি আর চুঁচুড়ার মাঠে সকালে সন্ধ্যায় বিউগল্ বাজে না, পথে ঘাটে যখন তখন গোরা দেখিতে পাওয়া যায় না; চুঁচুড়ার বাজারের দোকানদারদিগের জিনিষপত্রের অপচয় হয় না, কুলবধূগণের গঙ্গাস্নানে গোরাভীতি জন্মে না।

চুঁচুড়ার গোরাবারিক হইতে গোরা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই জয়কৃষ্ণের সৈনিকবিভাগের চাকরী ফুরাইল, এই সময় তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। এত অল্প বয়সে প্রায়ই তাঁহার হাতে রাশি রাশি সরকারী টাকা থাকিত, প্রতি মাসে তাঁহাকে দশ কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করিতে ও তাহার হিসাব রাখিতে হইত। দীর্ঘকাল মধ্যে এক দিনের জন্য তাঁহার কাজে কেহ কখন ভ্রমপ্রমাদ দেখিতে পান নাই *। ইহা অল্প সুখ্যাতির কথা নহে। কমিশেরিয়েটের চাকরী শেষ হইলে তাঁহার অপর চাকরীর ততটা প্রয়োজন ছিল না। তাঁহারা পিতাপুত্রে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, চাকরী না করিয়া কোন ব্যবসায় বাণিজ্যে তাহা খাটাইলে সুখে সাচ্ছন্দ্যে দিনপাত হইতে পারিত, কিন্তু উচ্চাভিলাষ বাল্যকাল হইতে যাঁহার মনোমাতঙ্গশিরে অবিরাম অঙ্কুশাঘাত দ্বারা উত্তেজিত করিতেছিল, সৌভাগ্যলক্ষ্মী যাঁহাকে জননীর স্নেহে স্বীয় ক্রোড়ে গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেছিলেন, যাঁহার সুপ্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্রের পথ বিঘ্নবিপত্তি

* I recommend the Baboo Joykissen Mookerjee to any person wishing to employ one who is intelligent, honest, good tempered, willing, very clever, and indefatigable; his father and himself have been in my service nine years. The young man has had through his hands all my pay and allowance (upwards of 20,000 Rs.) for the last sixteen months; in neither father nor son did I detect any error. In short any favor or protection offered to this young man, I shall always acknowledge as to myself debtor to those from whom he receives any. Lieutt. Colonel. J. S. Tidy

I have in all cases found his conduct marked by the highest integrity, he has always had charge of the Public money, and in my opinion exact to a pice, I should not hesitate trusting to his good principles to any amount. Capt. James Clarke, Pay-Master, Chinsurah.

Baboo Joykissen Mookerjee has faithfully, honestly, and correctly served me as Head Clerk and Cash-keeper for the space of two years, during which period many lacs of rupees have passed through his hands and it affords me much pleasure to say he has not committed a mistake or error in the distribution of this great sum. Capt. G. C. Squire.

বিহীন ও সুগম হইয়া আসিতেছিল, বঙ্গদেশ সতৃষ্ণনয়নে যাঁহার ন্যায় জমিদারের অভ্যুদয় প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাঁহার যৎসামান্য গার্হস্থ্য বৃত্তি অবলম্বনে সন্তুষ্ট থাকা নিতান্ত অস্বাভাবিক।

জগমোহন পুত্রকে জমিদারী ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী করিবার একান্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন। জমিদারী কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে ব্যবহার শাস্ত্র শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক তাহা তিনি বুঝিতেন, এজন্য জয়কৃষ্ণ কিরূপে উহাতে সুশিক্ষিত হইতে পারেন তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি পুত্রকে যখন যে পথে পরিচালিত করিবার ইচ্ছা করিতেন, কিসে পুত্র তাহাতে সাধারণের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইবেন, তাহারই জন্য অশেষ বিশেষ চেষ্টা করিতেন, পুত্রও মনপ্রাণ সমর্পণে পিতার ইচ্ছা ফলবতী করিবার প্রয়াস পাইতেন। সুতরাং জয়কৃষ্ণ এখন আইন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন, এবং গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের কার্য্যজ্ঞানলাভের জন্য হুগলীর তদানীন্তন জজ ও মাজিষ্ট্রেট মিঃ ডিঃ, বিঃ, স্মিথ * সাহেবের আপিসে বক্সীগিরি কার্য্য গ্রহণ করিলেন। এক বৎসরমাত্র এই কাজ করিয়া তিনি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলী কালেক্টরী আদালতের মহাফেজের পদে উন্নীত হয়েন। এই কাজে হুগলী জেলার প্রত্যেক গ্রামের রাজস্বের অবস্থা, সকর ও নিষ্কর ভূমির স্বত্ববিষয়ক জ্ঞান, এবং সাধারণতঃ জমিদার ও প্রজাসম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইবার সুবিধা ঘটিল। এই বৎসরেই তিনি হুগলী জেলার হরিপাল থানার অধীন "জোত হারানন্দবাটি" ও "কৃষ্ণরামবাটি" নামক দুইটি মহলের এক চতুর্থাংশ ক্রয় করেন। জমিদারী ক্রয় আরম্ভ করিয়া জয়কৃষ্ণ ক্ষান্ত হইলেন না, কালেক্টরী লাটবন্দীর সময় হইলেই নিলামে মহল কিনিবার জন্য প্রস্তুত হইতেন। তিনি যতদিন মহাফেজের কাজ করিয়াছিলেন, ততদিন স্মিথ ও বেলি সাহেব পর্য্যায়ক্রমে হুগলীর কালেক্টরের কাজ করেন। তাঁহারা উভয়েই জয়কৃষ্ণকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, এবং জয়কৃষ্ণ যাহাতে একজন বড় জমিদার হইতে পারেন, তাহার জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিতেন।

এই সময় হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার প্রতি লাটবন্দীতেই

* হুগলী কাছারীর নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে স্মিথ সাহেবের ঘাট এখন তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

বহুল জমীদারী নিলামে উঠিত। তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল জেলায় শিলাই ও দামোদর নদের বন্যায় অনেক মহলই হাজিয়া যাইত, কোন কোন বৎসর অনাবৃষ্টি জন্য অজন্মাও হইত। আজিকালি যাঁহারা অশীতিপর তাঁহাদিগের সকলেই বলিয়া থাকেন ১১৭৬ শালের মন্বন্তরে যে বঙ্গদেশের নানা স্থানে টাকায় ছয় শের হইতে বার শের দরে চাউল বিকাইয়াছিল, তাহার পর ১২৭৩ শালের দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে আর কখন টাকায় এক মণ অপেক্ষা কম মূল্যে চাউল বিক্রয় হইতে দেখা বা শুনা যায় নাই। অন্যত্র সুজন্মা ছিল। কেবল দামোদর ও শিলাই নদীর প্লাবনপীড়নে যে সকল স্থানে শস্যহানি হইত তাহাতে সমগ্র জেলার দরের হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই হইত না। সুতরাং ঐ সকল স্থানে ভাল ফসল জন্মিত না, অথচ শস্যের দরও উচ্চ ছিল না। প্রজা খাটিয়া খাইলে তাহার দিনপাত হইত; কিন্তু চাসে খাটিয়া জমিদারের খাজনা জুটাইয়া উঠিতে পারিত না। জমিদার আপনা হইতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিয়া কত দিন জমিদারী রক্ষা করিবেন, কাজেকাজেই মহল নিলামে বিকাইয়া যাইত। বিশেষতঃ এতদঞ্চলে সে সময় ধনী লোকদিগের মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়াছিল।

চঞ্চলা বলিয়া লক্ষ্মীর একটা চিরকালের কলঙ্ক আছে সেকথা বড় কাল্পনিক নহে। পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এক দিন হস্তিনায় কৌরবকুল একছত্রী, অমর বিভবে বিভোর, তাহার পরেই কুরুক্ষেত্রের সপ্তদশ দিবসব্যাপী সংগ্রামে সেই কুরুকুল নির্ম্মূল; পাণ্ডব তাঁহাদিগের স্থলাভিষিক্ত হইয়া জগতে জোর ডঙ্কা বাজাইলেন; যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয়াশ্ব আসমুদ্র ভারত, গান্ধার, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া আসিল, তাঁহার রাজচক্রবর্ত্তিত্ব প্রতিপন্ন হইল। বিপদে সম্পদে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ যুক্তিদাতা, রথাশ্বরজ্জুগ্রহণে সারথ্যকার্য্যে ব্রতী, সে সৌভাগ্যও দীর্ঘকাল ভোগে আসিল না। মগধের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির কথা কাহারও অবিদিত নাই, সেই মগধ, সেই পাটলীপুত্র আজি কোথায়! এক দিন মাসিডনের প্রাসাদে কিশোর রাজকুমার রাজৈশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া ভুবনবিজয় বাসনায় মানসে বদ্ধ হইলেন—সে একদিন, আর যেদিন দুর্জ্জয় যুদ্ধের পারে বাবিলনের প্রাচীন প্রাসাদে তাঁহাকে মৃত্যুর করালাস্য দর্শনে কম্পিত হইতে হইল, সে এক দিন। তাহার পরেই টাইবার তীরে সৌভাগ্যের হাট বসিল,—ইন্দ্রের অমরাবতী মর্ত্ত্যে আবির্ভূত হইল, রোমীয় বীরের পদভরে

বিদেশীয় রাজন্যবর্গ আত্মবিক্রয় করিলেন, কেহ কেহ তাঁহাদিগের শকটচক্র-নিবদ্ধ হইয়া সেই ভূলোকস্বর্গ নগরীর রাজপথে পরিভ্রামিত হইলেন, প্রাচীন ফিনিশিয়া এবং কার্থেজের অদৃষ্টকাহিনীও উল্লেখযোগ্য! কিন্তু হস্তিনার কৌরব, মগধের অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, মাসিডনের সেকেন্দর, রোমের সিজর আজি কোথায়! তাহাদিগের সেই অমিতবীর্য্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রভূত পরাক্রম কাল-স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। সেই সকল ভুবনবিজয়কামী জেতৃবৃন্দের কলেবর বিজিতগণের সহিত সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে। সুখৈশ্বর্য্য চিরদিন কাহাকেও আশ্রয় করিয়া থাকিবার নহে। ধনশালিত্বে যাহাদিগের আখ্যা ছিল "ইংরেজ বণিকভূষণ"—'Prince of British merchants' * কলিকাতার সেই অসাধারণ ঋদ্ধিমান বণিক "পামর কোম্পানী" এই চির নিয়মবশে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে দেউলিয়া হইলেন। যে সকল এদেশীয় জমীদার ও মহাজনদিগের সহিত তাঁহাদিগের আর্থিক সংস্রব ছিল, তাঁহারা এক বারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। জমিদারের জমিদারী নিলামে বিকাইল, মহাজনের মূলধন মারা গেল, ব্যবসায় বাণিজ্য অচল হইল। শুধু পামর কোম্পানীর সংস্রবদোষে নয়, অন্যান্য কারণেও হুগলী জেলার সিঙ্গুরের "নবাব বাবুর" বহু বিস্তৃত জমিদারীরও এই দশা ঘটে। জয়কৃষ্ণ জমিদারী

* Mr. Barber also bequeathed a certain share in the firm, and here Mr. Palmer continued to act till its interests merged into other and more extensive association, prior to joining which he entered into a partnership with Mr. Henry St. George Tucker, (the late Chairman of the Court of Directors,) in the retail line, and at length renewed his co-partnership with the old house which had, at this time, taken deeper root as the well-known firm of Cockerell, Traille & Co. with whom he continued the prosecution of his business till the retirement of Mr. Paxton and the above named gentleman left him the uncontrolled management of it, and which under his able direction became one of the leading mercantile houses of the world, and acquired for its head the proud title of "Prince of British merchants" as proudly assigned to him by universal suffrage in the very seats of imperial legislation. It were trite to relate how disastrously the house failed in 1830, and in its fall, drew down with it within a few years, all the long established Agencies of this place, which cannot withstand the universal shock to credit and confidence, that the demolition of such a concern and the influence of such a name at the head of it, had for so long a series of years produced and established. Bengal Obituary, page 267.

ক্রয় করিবেন এইরূপ ইচ্ছা, কিন্তু টাকা কোথায়—পিতাকে বলিলে তিনি হাসিতেন, আকাশকুসুমবৎ অসম্ভব মনে করিতেন, এবং দুঃসাহসিকতা দ্বারা পরিণামে বিপন্ন হইতে না হয় তজ্জন্য তাঁহাকে সতর্ক করিতেন। জয়কৃষ্ণ দেখিলেন জমিদারেরা নিশ্চেষ্ট, অজন্মার জন্যই প্রজায় খাজনা দিতে পারিতেছে না, বাকীদার হইয়া চাস ছাড়িয়া দিতেছে। জমিদারেরা তাহার প্রতীকার চিন্তা করেন না, হাজাশুকাকে অপ্রতিকার্য্য ভাবিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, সকলেরই মহল নিলামে বিকাইতেছে, ক্ষতির ভয়ে গ্রাহক জুটিতেছে না, নামমাত্র মূল্যে ভাল ভাল মহল ক্রয় করিতে পাওয়া যাইতেছে, অতএব ছাড়া হইতে পারে না—জমিদারী কিনিতেই হইবে। জয়কৃষ্ণ কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বঙ্গভূমি স্বর্ণপ্রসূতি,—এদেশের মৃত্তিকার উর্ব্বরা শক্তি এত অধিক যে সামান্য শ্রমে বহুল লাভের সম্ভাবনা। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে উপযুক্ত যত্ন ও চেষ্টার অভাবেই এই সকল মহলের হীনাবস্থা। একটু শ্রম ও বিবেচনার সহিত কাজ করিতে পারিলে ঠকিতে হইবে না। এজন্য তিনি অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে লাগিলেন, এবং এইরূপ করিয়াই জমিদারীর পর জমিদারী ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে জয়কৃষ্ণ বাবুর পিতা জগন্মোহন যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

সকল দেশে সকল সময়েই পরশুভদ্বেষীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। জয়কৃষ্ণ আপনার বুদ্ধি, বিবেচনাশক্তি ও দূরদর্শিতার উপর নির্ভর করিয়া অল্প বেতনে মহাফেজের কাজ করিতে করিতে প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী হইলেন ইহা অনেকের সহ্য হইল না। তাহারা উপরিতন কর্ম্মচারীগণের কর্ণে নানা কথা তুলিতে লাগিল। এইরূপে কালেক্টরীর অনেক আমলার বিরুদ্ধেই ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সকল অভিযোগের তদন্ত হইল না। কমিশনার মিঃ ই, গর্ডন হুগলী কালেক্টরীর সকল আমলাকেই ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। এই সঙ্গে জয়কৃষ্ণেরও চাকরী গেল। নিজামত আদালত গর্ডনের ক্ষিপ্রকারিতা দর্শনে বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অধঃকৃত করিয়া দিলেন। জয়কৃষ্ণ যে উপস্থিত ঘটনায় নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন তাহা পরবর্ত্তী কমিশনরদিগের মন্তব্য পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় *। ইহার পর তিনি কলিকাতা রেভিনিউ বোর্ডের ডেপুটি

---

* ক চিহ্নিত পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

রেজিষ্ট্রারের পদে মনোনীত হয়েন। এই পদের মাসিক বেতন পাঁচ শত টাকা, কিন্তু তাঁহার নবোপার্জ্জিত সম্পত্তিগুলির উন্নতিসাধন ও সুবন্দোবস্ত করা এতাধিক আবশ্যক হইয়াছিল যে তজ্জন্য তাঁহাকে উচ্চপদ গ্রহণে নিবৃত্ত হইতে হইল।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দেই হুগলীতে বর্দ্ধমানের জাল রাজার মোকর্দ্দমা উপলক্ষে এ অঞ্চলে মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়, তখন জয়কৃষ্ণ হুগলী কালেক্টরীতে মহাফেজের কার্য্য করেন। প্রায় বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার অধিকাংশই বর্দ্ধমানের রাজার অধিকারভুক্ত। জালরাজার মোকর্দ্দমা উপলক্ষেও খাজনা আদায়ের পক্ষে রাজষ্টেটে অনেক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল।

দেশের তৎকালিক অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে সর্ব্বাংশে যুগান্তর বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক তাহাই বটে, তখন জেলার মধ্যে পথঘাট ভাল ছিল না, পথিমধ্যে দস্যুতস্করাদির বড়ই অত্যাচার ছিল, দেশের জমিদার মণ্ডল গমস্তাদি প্রধান পক্ষীয়েরা তাহাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সকালে সন্ধ্যায় ও দিবা দ্বিপ্রহরে পথিক একাকী পথে চলিতে সাহস করিত না, রাত্রিকালের তো কথাই নাই। তজ্জন্য বাণিজ্য ব্যবসায়েরও সুবিধা ছিল না। ধান্যাদি শস্য সুলভ ছিল, চাউলই সকলের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন। সকলেই চাস করিত। চাসের ধানে অন্নসংস্থান হইত, এখনকার মত বিলাসিতা ছিল না,—ছাতা ছড়ি জুতা জামার ব্যবহারবাহুল্য দেখা যাইত না, টাকা পয়সা এত সুলভও ছিল না, দোকানে ধান চাউল বিনিময়েই তৈল লবণাদি পাওয়া যাইত। জমিতে কার্পাস জন্মিত, অধিকাংশ গৃহস্থ তাহা হইতেই সূতা প্রস্তুত করিয়া তন্তুবায়কে দিয়া কাপড় বুনাইয়া পরিত। দেশে যে অল্প পরিমিত টাকা ছিল তাহাতেই চলিয়া যাইত। অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাবিষ্ট লোকের সংখ্যাই বেশী ছিল। বাসগ্রামের দশ পনর ঊর্দ্ধসংখ্যা বিংশতি ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে অনেকেরই গতিবিধি ছিল না। বালকদিগের শিক্ষার জন্য সকল গ্রামে পাঠশালা খুজিয়া মিলিত না। সাধারণ লোকের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার প্রচলন এরূপ ছিল না। দেশ ঘোরতর অজ্ঞান তমসে আচ্ছন্ন—সবলে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিত—দুর্ব্বল নীরবে তাহা সহ্য করিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জমিদারীর অবস্থা ও মণ্ডলপ্রাধান্য।

জয়কৃষ্ণ চাকরী ত্যাগ করিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে জমিদারী কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ সমধিক স্মরণীয়। ভারতসাম্রাজ্ঞী শ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই বৎসর আপন পিতৃব্যের লোকান্তর গমনে বিশাল রাজ্যাধিকার লাভ করেন। আমাদিগের ভারতেশ্বরীর রাজ্যপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জয়কৃষ্ণ বাবুর জমিদারী কার্য্যের আরম্ভ। জমিদারীর উৎকর্ষসাধন ও প্রজার সুখসচ্ছন্দতার উপায় বিধান করিয়া জমিদারকে লাভবান হইতে হইলে যে যে অনুষ্ঠানের আবশ্যক, তাহাদের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিচার শাসন ও পূর্ত্তাদি বিভাগের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সুতরাং তাঁহাকে সকল বিষয়েই অগ্রপশ্চাৎ অল্পাধিক সংস্রব রক্ষা করিতে হইয়াছিল। আমরা ক্রমশঃ তাহাদের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া জয়কৃষ্ণের কর্ম্মক্ষেত্রের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের পরিচয় প্রদান করিব। উহাই জয়কৃষ্ণচরিতের অস্থি মজ্জা-মাংস-ধমনী শিরা পেশী যাহা কিছু বলেন, তাহাই। উহা দ্বারাই জয়কৃষ্ণ-চরিতের পূর্ণ বিকাশ। জয়কৃষ্ণকে দেখিতে হইলে, দেখাইতে হইলে, বা চিনিতে হইলে, চিনাইতে হইলে তাঁহার কার্য্য-ক্ষেত্র কিরূপ ছিল, ঘটনাচক্রের আবর্ত্তে পতিত হইয়া মনস্বিতা ও আত্ম-সংযমবলে কি প্রকারে তিনি গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়া আপন উদ্দেশ্যের সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। তিনি জমিদারী আরম্ভ করিয়াই সাধারণের হিতকর বহুতর কার্য্য সম্পাদন এবং তদ্রূপ নানা কার্য্যের আলোচনা ও আন্দোলনেই সমস্ত জীবন পাত করিয়া-ছিলেন। অধিকাংশ স্থলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল।

কার্য্যারম্ভেই জয়কৃষ্ণ আপন জমিদারীগুলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বহির্গত হয়েন; এবং প্রতি গ্রামেই দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া প্রজাদিগের ও জমির অবস্থা, গ্রামের মণ্ডল গমস্তা ও প্রধান পল্লীয়দিগের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার অবগত হইতে থাকেন। যেখানেই যান সেইখানেই দেখেন জমি-

দারে প্রজায়, প্রজায় প্রজায়, এবং প্রজায় মহাজনে ঘোরতর বিরোধ। সর্ব্বত্রই দলাদলির প্রবল স্রোত প্রবহমান। একে জমির অবস্থা ভাল নয়, ফসল ভাল জন্মে না, চাসীর স্ত্রীপুত্র পরিজনবর্গের ভরণপোষণ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না; মহাজনের ঋণে তাহাদিগের দেহ পর্য্যন্ত বিকাইয়া আছে। মহাজন এতই শোষক যে কর্জের খাতায় একবার মাত্র অধমর্ণের নাম উঠিলে তাহার আর নিস্তার নাই; সুদের সুদ, তস্য সুদ দিয়া তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, তথাপি দেনা মিটিতেছে না। সে ঋণ যেন মাতৃঋণ অপেক্ষাও অনির্মোচ্য; মাতৃঋণ কোন প্রকারে পরিশোধনীয় হইলেও মহাজনের ঋণ কিছুতেই যেন পরিশোধ হইবার নহে। মাতৃঋণ পুত্রেরই পরিশোধযোগ্য কিন্তু মহাজনের নিকট ঋণ করিলে তাহা পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকে, অধমর্ণের বংশ পরম্পরায় কাহার নিষ্কৃতি নাই।

গ্রামের মধ্যে যে জমিগুলি ভাল সেগুলি মণ্ডল ও মহাজনেরা কম খাজনায় ভোগ করিয়া থাকে, যত মন্দ জমি সমস্তই বেশী জমায় প্রজার শিরে চাপান আছে। ভাল জমিরই চাস হয়, মন্দ জমিগুলির চাস হয় না, এইরূপে ক্রমশঃ সেগুলি পতিত হইয়া যায়। মণ্ডল গমস্তা বা মহাজনের অপ্রতিহত প্রভাব। গ্রামে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই অধিক, যাহারা একটু লেখাপড়া জানে তাহারাই কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকারী। তাহারা আপনাপন স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিলক্ষণ অর্থবান হয়, মনে করিলেই মালের জমিকে লাখরাজ করিয়া লয়। অনেক মহলেরই হস্তবুদ জরিপ জমাবন্দীর কাগজপত্র কিছুই নাই। মণ্ডল ও মহাজনেরা জমিজমার যতদূর হিসাব রাখে, জমিদারের তাহা নাই। ঘন ঘন জমিদার-পরিবর্ত্তনই তাহার প্রধান কারণ। প্রাকৃত লোকেরা মণ্ডল মহাজনের কেনাবেচার মধ্যে। তাঁহাদিগের কথার উপর কথা কহিবার কাহার ক্ষমতা নাই। গ্রামের মধ্যে তাহারা যাহা করিবে তাহা অপ্রতিবিধেয়। ভূমিদান হিন্দুশাস্ত্রমতে মহাপুণ্যজনক। গ্রাম্যমণ্ডল গমস্তা মহাজন বা প্রধানপক্ষীয় কাহার পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে তদুপলক্ষে তাহাদিগের গুরুপুরোহিতকে ভূমিদান প্রযুক্ত গ্রামস্থ মালের জমির পরিমাণ-হ্রাস নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কথায় কথায় মাথট,—জমিদারের বাড়ী দুর্গোৎসব, পুত্র কন্যার বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি উপস্থিত হইলে মাথটের ফর্দ্দ প্রস্তুত হয়, প্রজার স্কন্ধে জমার হিসাবে টাকায় এক আনা আধ আনা করিয়া চাঁদা পড়ে, তাহাতে যাহা আদায় হয়, তাহার

কিঞ্চিন্মাত্র জমিদার প্রাপ্ত হয়েন, অবশিষ্ট প্রধান পক্ষীয়গণের উদরসাৎ হয়। হিন্দুর ঘরে বার মাসে তের পর্ব্ব, এইরূপে প্রজাকে বার্ষিক খাজানা অপেক্ষা মাথটের হিসাবে অধিক দিতে হয়। মাথট বাকি থাকিতে, জমির খাজনার হিসাবে আদায় টাকা মুসমা পড়িবার নহে। মাথট সর্ব্বাগ্রে দেয়। পশ্চাৎ জমির খাজানা। এই সকলের উপর বৎসরে দুই বারে গোমস্তার পার্ব্বনী, বৎসরের শেষে হিসাবানা, তাহাও জমার হিসাবে প্রত্যেক টাকায় এক আনা, আধ আনা। গোমস্তা মাসে আড়াই টাকা তিন টাকার হিসাবে বেতন পাইয়া থাকে, এই সামান্য টাকার উভর নির্ভর করিয়া পরিবার প্রতিপালন দূরে থাকুক, তাহার আপন অশনবসনব্যয় সংকুলান করা কষ্ট-সাধ্য। কাজে কাজেই তাহাকে নানাপ্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিতে হয়; হয় জমিদারের তহবিল তছরূপ, না হয় প্রজার উস্‌লসাট, * করিতে বাধ্য হইতে হয়; সৎপথে থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। কোন কোন স্থলে গোমস্তা নিজে পতিত জমির আবাদ করিয়া, কোথাও বা এইমত জমি কাল্পনিক প্রজার নামে বিলি করিয়া আপনি তাহার চাস করে, উৎপন্ন শস্য আত্মসাৎ করে, খাজনার হিসাবে কখন কিছু জমা দেয়; কখন বা সমস্ত বাকী ফেলিয়া দুই চারি বৎসর পরে কাল্পনিক প্রজাকে ফৌত ফেরার দেখাইয়া অন্য নামে নূতন জমার পত্তন করে। এই সকল পাপস্রোতে গ্রাম্যমণ্ডল মহাজনগণের সাহায্য থাকে, অগত্যা গোমস্তাকেও তাহাদের এইরূপ ও অন্যরূপ যাবতীয় দুষ্কার্য্যে নীরব থাকিতে হয়। এই প্রকারে জমিদারের গোমস্তা মণ্ডল মহাজন প্রধানপক্ষীয় ব্যক্তিগণ স্বার্থ সূত্রে পরস্পর মিলিত। জমি জমা সম্বন্ধে মণ্ডল মহাজন প্রভৃতির যে কথা গোমস্তার মুখে তাহারই প্রতিধ্বনি। সাধারণ প্রজা তাহাদিগের ভয়ে সর্ব্বদা জড়সড়। জমিদারের কাছে আপনাদিগের দুঃখকাহিনী কহিতে হইলে মণ্ডল গোমস্তার বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইবে, তাহাতে কয় জনের সাহস সংকুলান সম্ভবে। ন্যায্য কথায় নিগ্রহের পরিসীমা থাকিবে না। একটা না একটা দায়ে ফেলিয়া অর্থনাশ কারাবাসাদি যাবতীয় অভ্যাপাতই তাহারা ঘটাইতে সক্ষম। পুলিশ অর্থলোভে তাহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী। তাহারাই

* উস্‌লসাট,—রসীদে প্রজার দত্ত খাজনার পরিমাণ লিখিয়া সেহা বহিতে কম জমা করা।

গ্রাম্যবিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করে, অপরাধীর, স্থল বিশেষে বাদী প্রতিবাদী, উভয় পক্ষেরই অর্থদণ্ড করিয়া আপনারা আত্মসাৎ করে। আদালতের বিচারে আপীল আছে, তাহাদিগের বিচারের প্রতিবাদ নাই। সুতরাং জমিদার অপেক্ষা প্রজাসাধারণ মণ্ডল গোমস্তাকে অধিক ভয় করে। মণ্ডল মহাজনের এপ্রকার অপ্রতিহত প্রাধান্যস্বত্বে রাজস্বের উন্নতি কামনা বিড়ম্বনা মাত্র। শ্রমশীল কৃষকের গৃহে অন্ন নাই, তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিজন অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে, অর্থাভাবে উদরের অন্ন, অঙ্গের বসন জুটিয়া উঠে না, সমস্ত দিন খাটিয়া চারিটি, উর্দ্ধসংখ্যা ছয়টি পয়সা,—তাহাতেই তাহাদিগকে অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতে হইতেছে, আর মণ্ডল মহাজনেরা ধানের হামারে বাড়ী পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। প্রজামাত্রেই প্রায় মহাজনের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া বসিয়াছে। খাজনা দিবার সময় মহাজন মালের কাছারীতে গিয়া তাহাদের খাজনা দেয়, প্রজাকে তাহা দেখিতে শুনিতে দেয় না, ফসল কাটিবার সময় মহাজন ধান কাটায়, আপন খামারে তোলে, ধান ঝাড়াইয়া, জমিদারের খাজনা, মাথট, গোমস্তার পার্ব্বনা, হিসাবানা, আপনার সুদের সুদ, সহস্র প্রকার আবওয়াব ধরিয়া যাহা পাওনা হয়, উপস্থিত ফসলের মূল্যে তাহার কুলান হয় না, হিসাবের খাতায় পূর্ব্ববর্ষের দেনার জের চলে, কৃষককে দয়া করিয়া হাততোলা যাহা কিছু দেয়, সে তাহাই পায়, কিন্তু পরবৎসর সুদসহ তাহার হিসাব ধরা হয়। যেহেতু পূর্ব্ববর্ষের উৎপন্ন শস্যের মূল্যে বাকী শোধ হয় নাই। এইরূপে তাহাকে মহাজনের অনুগ্রহের উপর তাহার ধন মান প্রাণ সকলই নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। সে যে বৈশাখের রৌদ্রে লাঙ্গলের পশ্চাৎ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পরিভ্রমণ করে, শ্রাবণের বারিধারায় ভিজিয়া ধান্য রোপণ করে, হেমন্তের শিশিরে রাত্রিকাল মাঠে কাটাইয়া শস্যোৎপাদন করে তাহা মহাজনের খামারে তুলিয়া দেয়, শ্রমের ফল চক্ষে দেখে, ভোগ করিতে পায় না। অনেকে এই দুঃখে চাস ছাড়িয়া মজুরি করিয়া কষ্টেশ্রষ্টে দিনপাত করে। চাসের কাজ মণ্ডল মহাজনদিগের প্রায় একচেটিয়া। প্রজামাত্রেরই এইরূপ শোচনীয় অবস্থা! যে গোমস্তা গ্রামে খাজনা আদায় করে, প্রজার বাড়ী বাড়ী খবর দিতে হয় না, গ্রাম মধ্যে তিন চারিজন, স্থল বিশেষে চারি পাঁচজন বা ততোধিক মহাজনকে সংবাদ পাঠাইলেই হয়, তাহারা কাছারীতে আসিয়া আপনাপন খাতকের খাজনা দিয়া রসীদ লয়। আপনাদিগের খাজানা দেওয়া বস্ত

হউক না হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কেন না, তাহা বৎসরান্তেই দিবার রীতি, প্রধানপক্ষীয় দিগের সুদ মহকুব।

কোন কোন গ্রামে বড় বড় জলাশয় আছে, কিন্তু তাহাতে জল নাই। কিঞ্চিন্মাত্র থাকিলেও তাহা পঙ্কিলতা প্রযুক্ত পানযোগ্য নহে, কোথাও বা একবারে তাহার অভাব। অনাবৃষ্টি হইলে ফসল রক্ষার উপায় নাই, গোরু মনুষ্যের পানীয় জলের সংস্থান নাই, তৃষ্ণানিবারণ জন্য গ্রামান্তরের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। স্থান বিশেষে স্বভাবজাত খাল বিলাদি আছে, কিন্তু বর্ষাকালে জলে প্লাবনপীড়া, গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের অভাবে সেখানে মহাকষ্ট। প্রাচীন জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার বা নূতন জলাশয় খাতের কোনই অনুষ্ঠান নাই।

সাধারণতঃ প্রায় সকল স্থানেই বিদ্যাচর্চ্চার অভাব। কোন কোন গ্রামে গ্রাম্যগুরুগণ শুভঙ্কর প্রদর্শিত গণিতপ্রক্রিয়া এবং গঙ্গার বন্দনা, গুরুদক্ষিণা, প্রহ্লাদচরিত্র, কলঙ্কভঞ্জনাদি কবিতা দ্বারাই অতি কদর্য্য প্রণালীতে শিক্ষার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া থাকে। কোথাও বা ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতেরা সংস্কৃত চর্চ্চায় অভিনিবিষ্ট, কিন্তু উৎসাহ অভাবে তাহাতে ঔদাসিন্য জন্মিতেছে। তাঁহারা আপনাদিগের জীবিকা লইয়া বিব্রত, দেশের ভাল মন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। বিষয়কার্য্য বিষয়ী লোকেরই অনুষ্ঠেয়, এই ভাবিয়া তাঁহারা মণ্ডল গোমস্তাগণের কার্য্যের আলোচনা করেন না, প্রবঞ্চনা প্রতারণাদিতে অনভ্যস্ততাপ্রযুক্ত, এমন কি, তাহাদিগকে ভয় করিয়া চলিয়া থাকেন, যিনি সাহস করিয়া প্রতিবাদ করিতে পারেন তাঁহার মুখ বন্ধ করা কষ্টসাধ্য নহে, এইরূপেই অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমির উদ্ভব।

সুশিক্ষার অভাবে সকল লোকেরই মন ঘোর অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন, ভালমন্দ বিবেচনার অসম্ভব, সৎসাহসের সাক্ষাৎ মাত্র নাই, সকল বিষয়েই সংস্কার বিশেষের দাসত্ব, বিবেকের আশ্রয় গ্রহণেও আশঙ্কা, যে দিকে ফিরাইবে সেই দিকে ফিরিবে, যে দিকে রাখিবে সেই দিকেই থাকিবে। সাধারণ লোকে আহারনিদ্রামৈথুনাদি জীবধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া কালাতিপাত করাই যেন জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান করে। উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে অনেকেই পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়া কলাপে অন্ধ বিশ্বাস সংস্থাপন করিয়া চলিয়া থাকেন। দেশের ভাল মন্দ সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের সেই ভাব। তাঁহারা মনে করেন তাহা কোন মতেই পরিবর্ত্তন সহ নহে।

এই সকল লোকের উপর আধিপত্য করিবার জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিশের পুলিশ মফস্বলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি রূপে কাজ করে, গ্রাম্য মণ্ডল গোমস্তাগণের সহিত উহাদিগের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জেলার জজ মাজিষ্ট্রেটদিগকে সাধারণে বড় চিনে না, উহাদিগকেই দেশের সর্ব্বে সর্ব্বা বলিয়া জানে। এরূপ অবস্থায় জমিদারের ভূস্বামিত্বে সকলের বিশ্বাস থাকিলেও মণ্ডল গোমস্তার বাধ্যবাধকতাপাশ ছিন্ন করা কতদূর নিরাপদ? গ্রামে বাস করিয়া ন্যায়সঙ্গত হউক, বা অন্যায়সঙ্গতই হউক, গ্রাম্য প্রধান পক্ষীয়গণের অমতে কার্য্য করা সেই সকল বিবেকবুদ্ধি বিহীন ব্যক্তির পক্ষে কতদূর সঙ্গত! এবং তাহাতে জমিদার কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে জমিদারী কার্য্যে সার্থকতা কোথায়! এই মণ্ডল মহাজনাদি বিভ্রাটে পড়িয়াই অধিকাংশ জমিদারকে হারি মানিয়া, জমিদারী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। এই সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ মণ্ডলের হাতে প্রজার প্রভূত কষ্ট দেখিয়া জয়কৃষ্ণের হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল।

আমরা মনুসংহিতায় পুরাকালের যে গ্রামাধিপের চিত্রদর্শনে তদানীন্তন প্রকৃতিপুঞ্জের সুখশান্তিকে আপনাদিগের কল্পনাচক্ষে আনয়ন করিয়া সে কালের শাসনপ্রণালীর শত শত সুখ্যাতি করিয়া থাকি, আজি মণ্ডল মূর্ত্তিতে সেই গ্রামাধিপের বিকৃতি দেখিয়া যে দুঃখ হইতেছে তদ্বর্ণনার পরিসমাপ্তির স্থল ইহা নহে।

মণ্ডলত্বে জাতিবিচার নাই, যে কোন জাতীয় লোকে মণ্ডল হইতে পারে। উহা প্রায়ই বংশানুগত, সুতরাং সকল স্থলেই যে মণ্ডল বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হইবে এরূপ আশা করা যায় না। মণ্ডল পণ্ডিত হউক, চাই বর্ণজ্ঞান শূন্যই হউক, তাহাকে রাজনীতির কূটার্থজ্ঞানের অধিকার রাখিতে হইবে; মহাভারতের সারাংশ রসনাগ্রে রক্ষা করিতে হইবে; তাহাতে যে সকল সুনীতি আছে, তাহা ছাড়িয়া বিনাযুদ্ধে কৌরবগণের সূচ্যগ্র ভূমি পরিত্যাগ না করিবার প্রতিজ্ঞা, স্বার্থসাধনের জন্য যুধিষ্ঠিরের "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এরূপ ছলেও মিথ্যাকথন, স্বার্থের অনুরোধে অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যু নিধনের কথা, চাণক্যশ্লোকের মধ্যে স্ত্রীচরিত্রে চিরকালের জন্য অবিশ্বাস স্থাপন এবং তদ্রূপ আরও কতকগুলি বিষয় কণ্ঠস্থ রাখিতে হইবে। মণ্ডলের জ্ঞানগম্য এতদূর হইলেও গ্রামে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা, গ্রাম তাহার মুষ্টিগত। মণ্ডল সহস্র অপরাধ করিলেও গ্রামবাসীর পক্ষে তাহা

মার্জ্জনীয়, মণ্ডল যাহা বলিবে, তাহা বেদবাক্য অপেক্ষাও সম্মানের যোগ্য। মনুর সময়ের বিচারবুদ্ধি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠাদি সদ্‌গুণের স্বত্বাধিকার একালের মণ্ডলের না থাকিলেও ক্ষমতা তদপেক্ষা অনেক অধিক।

মহলের সার যাহা তাহাই মণ্ডল মহাজনের উদরস্থ, স্বার্থের বশীভূত হইয়া তাহারা জমিদারের লাভের পথ প্রতিরোধের চেষ্টা করে। নূতন জমিদার মহল লইলেই তিনি যাহাতে তাহাদের স্বার্থপরতা বুঝিতে না পারেন, সর্ব্বাগ্রে তাহারা তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকে, যখন তাহা প্রকাশ পায়, এবং জমিদার তাহার প্রতীকার সাধনে যত্নবান্ হয়েন, তখন নানা উপায়ে তাহা ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে সাধারণ প্রজার মনে জমিদারভীতি উৎপাদন করিয়া জমিদারের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। এইরূপ ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে গ্রামের ছোট বড় সকল প্রজা প্রায়ই কোন দেবালয় বা সাধারণের ব্যবহারযোগ্য স্থানে, অথবা কোন প্রধান পক্ষীয়ের বাড়ীতে সমবেত হইয়া একটি ঘটস্থাপন করিয়া তাহাতে ধর্ম্মের আবির্ভাব কল্পনা করে, তাহার পর সেই ঘট স্পর্শ করিয়া সকলে প্রতিজ্ঞাবাক্য পাঠে একতাসূত্রে আবদ্ধ হয়, ইহাকেই পল্লীগ্রামে "ধর্ম্মঘট" বলে। প্রাকৃত লোকের বিশ্বাস যে এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাহার বিপরীতাচরণ করিলে ঘোর দুরদৃষ্ট ঘটে,—বংশলোপ, দারিদ্র্যদুঃখ, নিরন্নতাদি যাহা কিছু হইবার সকলই হইতে পারে। সুতরাং ধর্ম্মঘটস্পর্শের প্রতিজ্ঞা কোনমতেই ভাঙ্গিবার নহে। গ্রাম এইরূপ ধর্ম্মঘটে একতাবদ্ধ হইলে, জমিদারের পক্ষে বড়ই বিড়ম্বনা। সহজে তাঁহার কিছু করিয়া উঠিবার উপায় থাকে না। এই ধর্ম্মঘটেরও মূল মণ্ডল ও মহাজন। মণ্ডলের কথায় গ্রামস্থ সকলেরই জীবন মরণ। এরূপ অসাধারণ অন্ধবিশ্বাসের দৃষ্টান্ত বিষয়ান্তরে অতীব বিরল।

নিতান্ত গল্প নহে—আজি ত্রিশ বৎসরের কথা,—জাহানাবাদ অঞ্চলের একটি গ্রামে কৃষ্ণযাত্রার অভিনয় হয়, গ্রামের মধ্যে মণ্ডল সর্ব্বেসর্ব্বা, তাহারই সহিত যাত্রার অধিকারীর টাকার চুক্তি হয়; কিন্তু একালে যেমন সেই চুক্তিতেই গায়কের চূড়ান্ত প্রাপ্তি নির্দ্দিষ্ট থাকে তখন সেরূপ ছিল না, গান ভাল লাগিলে শ্রোতৃবৃন্দ সন্তুষ্ট হইয়া যাহা দিতেন, তাহাতেও গায়কের বেশ দশ টাকা লাভ হইত। যাত্রার অধিকারীকে মণ্ডলের সহিত আপনার লাভের অংশ বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। যথাকালে যাত্রা আরম্ভ

হইল, গীত বা অভিনয়ে সম্প্রদায়ের সকলেই বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে লাগিল; কিন্তু যাত্রা জমিল না, আশানুরূপ লাভও হইল না দেখিয়া অধিকারী মণ্ডলকে তাহা জানাইল অনতিবিলম্বেই মণ্ডল লাভের উপায়ান্তর নাই দেখিয়া দরদরিত ধারায় রোদন, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। মণ্ডলের কান্না দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া পরস্পরের মুখ তাকাইতে লাগিল, দুই একজন মণ্ডলের দেখাদেখি চক্ষে জল আনিল। ক্রমে সকলেরই চক্ষে জল, বক্ষে জল, পরিধেয় বস্ত্রে জল, সকলের দীর্ঘশ্বাসে মনে হইল যেন প্রবল ঝড় বহিল, যাত্রার অধিকারীর হাতে সিকি দুয়ানি ধরিল না। তদবধি এখানে প্রবাদ আছে, "যে গানে মোড়ল কেঁদেছে সে অবশ্যই কাঁদিবার গান।" কান্নার শব্দে যাত্রা বন্ধ হইবার উপক্রম, সময় বুঝিয়া অধিকারী একটি সং আনিয়া মণ্ডল হাসাইল, অমনি সভা শুদ্ধ সমস্ত লোক হাসিয়া উঠিল।

যে মণ্ডলের হাসি কান্নায় গ্রামের লোক হাসিত কাঁদিত; সেই মণ্ডল তাহাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইত, সুখের পথে কণ্টকারোপ করিত, কুলস্ত্রীর ধর্ম্মনষ্ট করিত, তাহাদিগকে দাসের ন্যায় ব্যবহার করিত, তথাপি তাহারা মণ্ডলের কথায় মরিত বাঁচিত, ঈশ্বরের সৃষ্টিমধ্যে কেহ কখন এরূপ জীব দেখিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। সৌভাগ্যক্রমে অনেক স্থলে এরূপ মণ্ডল-প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্মঘটে প্রজাসাধারণেরই সর্ব্বনাশ, কোন কোন স্থলে তাহারা এখনও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, মালি মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকেই আদালতে সত্য মিথ্যা বলিতে হয়, সমস্ত খরচ যোগাইতে হয়, প্রতিপক্ষের সহিত যখন রফা নিষ্পত্তি হয় তখন মণ্ডলেরই ষোল আনা স্বার্থরক্ষা পাইয়া থাকে, তাঁহার নিকট মণ্ডলেরই প্রাধান্য প্রতিপন্ন হয়। জমিদার মণ্ডলের স্বার্থের দিকে সরল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে হস্তগত করিতে পারিলেই সমস্ত প্রজা বশীভূত হয়, তদ্দ্বারা জমিদার ইচ্ছামত সকল কাজই করিয়া লইতে পারেন। সুতরাং পল্লীসমাজে মণ্ডলই চতুর, অপর সাধারণে বেকুব। আমরা দেখিয়াছি ধর্ম্মঘটের চক্রে পড়িয়া কত নায়েব গোমস্তা প্রাণ হারাইয়াছে! জমিদারকে বিপন্ন করিবার জন্য প্রজার বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিয়া খুনের দায় জমিদারের উপর ফেলিয়াছে। অপর কেহ সাধারণ হিতকর কাজে ইহার শতাংশের একাংশ পরিমিত একতা থাকিলে বঙ্গীয় প্রজার অবস্থা যে কতদূর বিভিন্ন প্রকার হইত, তাহা বলিয়া শেষ

করা যায় না। এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন মানবমন প্রবৃত্তির লীলাভূমি, কিন্তু বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সৎপথে পরিচালিত না হইলেই বিষম অনর্থের মূল হইয়া উঠে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জমিদারী কার্য্যপ্রণালী।

জয়কৃষ্ণ সাধারণতঃ সকল প্রজার দৈন্যদশা, মহাজনের নিকট তাহাদিগের আত্মবিক্রয়, মণ্ডলের অযথা প্রাধান্য, এবং তজ্জনিত অত্যাচারকাহিনী অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হইলেন। অসিই যেখানে অত্যাচারীর প্রকৃত শাসনাস্ত্র বলিয়া গণ্য, এরূপ সৈনিক বিভাগ যাঁহার শিক্ষাস্থল, পল্লী গ্রামের এই শোচনীয় দৃশ্য তাঁহার মনকে কতদূর উন্মার্গগামী করিতে পারিয়াছিল তাহা হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহাতে চঞ্চল হইলেন না, ধৈর্য্যচ্যুতি জন্মিলে পাছে ইষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে এজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। সর্ব্বাগ্রে গ্রামের প্রধান পক্ষীয়গণের সহিত মিশিয়া তাহাদিগের ভাবভঙ্গি সকলই বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। যে যে গ্রামের লাখেরাজ ভূমির তালিকা তাঁহার সংগ্রহ করা ছিল না, কালেক্টরী হইতে তাহা হস্তগত করিতে আরম্ভ করিলেন। এজন্য তিনি আপনার উকীল মোক্তার বা নায়েব গোমস্তার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, আপনি কালেক্টরের আপিশে উপস্থিত হইয়া নিজ হস্তে তাহা লিখিয়া লইতেন। এই উপায়ে কোন্ গ্রামে কত সিদ্ধ লাখেরাজ তাহা অবধারিত করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইল না। যখন যে মহল ক্রয় করেন সর্ব্বাগ্রে তাহা পয়মাইস করাইয়া গ্রামের মধ্যে কত মাল, কত লাখেরাজ তাহা অবধারিত করেন, বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সমস্ত জমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদিগকে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া খাজনার হার ধার্য্য করেন; তাহার পর রাইয়তদিগকে কাছারীতে আনাইয়া যাহার গৃহস্থে যতগুলি শ্রমিক পুরুষ আছে, অর্থাৎ তাহারা আপনাদিগের কায়িক শ্রমে যত বিঘা

ভূমি আবাদ করিতে পারিবে তাহা বুঝিয়া তদনুসারে গড় পড়তায় সকলেরই সমান হয়, এইরূপ ভাবে সকল প্রকার জমি কিছু কিছু করিয়া চারাইয়া এক একটি জোত পত্তন করেন, এবং গৃহস্থ বিবেচনায় সেই জোত বিলি করেন। ইহাতে কাহার কোন প্রকার অভাব অভিযোগ থাকে না। যেখানে দেখেন প্রজা উক্তবিধ বন্দোবস্ত স্বীকার করিবার পূর্ব্বে মণ্ডল বা মহাজনের মুখাপেক্ষা করিতেছে, সেই খানেই তাহার অর্থাভাব বুঝিয়া তিনি তাহাদিগকে অর্দ্ধসুদে, স্থান বিশেষে বিনাসুদে, টাকা কর্জ্জ দিয়া মূল ধনের সংস্থান করিয়া দেন, কাহাকেও বা আপন হইতে জমি আবাদের জন্য বীজধান, বলদ, লাঙ্গল, কোদাল, কিনিয়া দেন, এবং ফসল পাকিবার সময় পর্য্যন্ত পরিবার পোষণ জন্য তাহাকে খোরাকী ধান দিয়া যাহাতে সে মনের সুখে জমির আবাদ করিয়া প্রচুর শস্য জন্মাইতে পারে তাহার উপায় বিধান করেন। ইহাতে সে মণ্ডল মহাজনের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বতঃ কেন না জমিদারের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। মণ্ডল মহাজন এরূপ প্রজার উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে উদ্যত হইলে তিনি আপন অর্থব্যয়ে তাহার প্রতিবিধান করিতেন। এরূপ করিলে কোথায় না প্রজা বশীভূত হয়!

জয়কৃষ্ণ প্রতিবৎসর শীতকালে আপন জমিদারীতে যাইতেন, প্রজাগণের যে কোন অভাব অভিযোগ থাকিত স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা মিটাইবার উপায় করিতেন। বিলাসভোগের জন্য তিনি মফস্বলে যাইতেন না। যতদিন মফস্বলে থাকিতেন প্রতিদিন প্রভাতসময়ে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিতেন, এবং যে সময়ে বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর শ্রামিকেও শীতার্ত্ততা প্রযুক্ত ললাটস্খলিত গাত্রাবরণ উপরে তুলিয়া তদ্দারা মস্তক আবৃত করে, সেই সময়ে কৃতিমান্ জয়কৃষ্ণ মণ্ডল গোমস্তা চৌকিদার ও রাইয়ত পরিবেষ্টিত হইয়া মার্গশীর্ষের শিশিরসম্পৃক্ত প্রাতঃসমীরণের তীক্ষ্ণতা তুচ্ছ করিয়া মাঠে মাঠে বেড়াইতেন। তাহার পর সৌরকরস্ফূটিত প্রকৃতির মাধুর্য্যদর্শনে মালের কাচারীতে প্রত্যাগমন করিতেন। ইহাতে প্রাতর্ভ্রমণজনিত স্বাস্থ্যের স্ফূর্ত্তিলাভ ও আপন কর্ত্তব্যপালন উভয়ই হইত। কাছারীতে আসিয়া তিনি নিয়মিত অধ্যয়নাদির পর স্নানভোজন করিতেন এবং বৈকালে প্রজাদিগকে লইয়া গ্রামের উন্নতিচিন্তা করিতেন। যখনই জমিজমা বিলিবন্দোবস্ত করিতেন তখনই মণ্ডল মহাজনের মধ্যস্থতা ভাল বাসিতেন না, তবে মণ্ডল বিগড়াইয়া পাছে তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে

এজন্য তাহাদের সম্মান রক্ষার জন্য তাহাদিগকে সঙ্গে লইতেন মাত্র, কিন্তু প্রজাকে তাহার আপন স্বার্থ এরূপে বুঝাইয়া দিতেন যে মণ্ডল সহস্র চেষ্টাতেও তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে পারিত না। মণ্ডলমহাজনের অধীনতাপাশছেদ জন্য যে কোন বিঘ্নবিপত্তির কথা কেহ তাঁহাকে জানাইত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। এত চেষ্টা করিয়াও স্থান বিশেষে তাঁহাকে এতাধিক মণ্ডলমহাজনানুরাগী নির্ব্বোধ প্রজার সংস্রবে আসিতে হইত যে তাহারা কোন মতে সরল কথা বুঝিতে বা সরল পথে চলিতে চেষ্টা করিত না। মণ্ডল মহাজনের স্বার্থ পরতা তাহাদিগের চক্ষে অঙ্গুলি অর্পণে দেখাইয়া দিলেও তাহাদিগের নেত্র উন্মীলিত হইত না। এরূপ স্থলে তাঁহাকে অনেক সময় অনেক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু ন্যায়ের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ধর্ম্মের কি সরল গতি! প্রজা বিদ্রোহী—আত্মীয় স্বজন বিরোধী,—বিচারক বৈরী,—এরূপ অবস্থাতেও শ্রীমন্তপুরুষ হাসিতে হাসিতে কতবার কত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন।

মফস্বলে থাকিবার সময় জয়কৃষ্ণ গ্রামের কুটিরবাসী হইতে অট্টালক-সুখসেবী ছোটবড় সকলেরই বাড়ী বাড়ী বেড়াইতেন, কাহার কি রূপ অবস্থা আপন চক্ষে দেখিতেন, সকলকেই শিষ্টালাপে সন্তুষ্ট করিতেন, যত্নসহকারে সকলেরই পারিবারিক বৃত্তান্ত অবগত হইতেন, যে যেমন ব্যক্তি তাহাকে তদনুরূপ উপদেশ দিতেন, দরিদ্রের দারিদ্র্যদুঃখ বিমোচনের কর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতেন, প্রায় সকল গ্রামেই কৃষিজীবীদিগের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইতেন, এবং তাহাদিগকে রসরক্ত-মজ্জা-শোষক মহাজনের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার অশেষ বিশেষ চেষ্টা করিতেন। এজন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে স্বয়ং ঋণজালে জড়িত হইতে হইত। তাহাতেও তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না, অথচ তাঁহার প্রকৃতি-পুঞ্জ গ্রাম্য মহাজনের করালকবল হইতে রক্ষা পাইয়া আপনাদিগকে লাভ-বান্ মনে করিত। তিনি আপন জমিদারীর রামী বেওয়া, শ্যামী কৈবর্ত্তনী হইতে চৌধুরী মহাশয়, তর্কালঙ্কার ঠাকুর পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর সকলকেই উত্তমরূপ চিনিতেন, তাঁহাদিগের দৈনিক আহারব্যবহারের কথা পর্য্যন্ত জানিতেন, কাহার কয়টি পুত্র, কয়টি কন্যা, তাহারা কত বড়, কাহার বিবাহ হইয়াছে, কে বিবাহের যোগ্য তাহারও খবর রাখিতেন। উত্তর-

পাড়ায় কোন প্রজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি একে একে তাহার পরিজনবর্গের সকলেরই সংবাদ লইতেন। তাঁহার এইরূপ অসাধারণ স্মারকতা শক্তির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।

গোমস্তাগণের বেতন চিরদিনই আড়াই টাকা তিন টার অধিক নহে। এই সামান্য বেতনের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগের পরিবার প্রতিপালন, আপনাদিগের পদোচিত সম্মানরক্ষা, এমন কি দুই সন্ধ্যা উদর পূর্ণ করিয়া কালক্ষেপ করাও অসম্ভব, এইজন্যই তাহাকে প্রজার নিকট উৎকোচ গ্রহণাদি নানা অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের উপায় দেখিতে হয়। গোমস্তাগণকে অসন্মার্গ হইতে ফিরাইবার জন্য তিনি তাহাদিগের বেতনের পরিমাণ ৮ হইতে ১২ টাকা পর্য্যন্ত অবধারিত করিয়া দেন, কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগের উপর এরূপ কঠোর আজ্ঞা প্রচার করেন যে ইহাতেও যদি তাহারা প্রজার নিকট একটি বেগুন, একটি কদলী, এমন কি এক খানি পাতাও লয় জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাকে প্রজার ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। জয়কৃষ্ণ মাথটের প্রথা একবারেই উঠাইয়া দেন, কেবল বারইয়ারি পূজা ও গ্রাম্য পার্ব্বণাদি উপলক্ষে প্রজারা চাঁদা করিয়া যে যাত্রা মহোৎসবাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকে তাহাই রাখিয়া জমিদার বা তাঁহার আমলা সম্বন্ধে যে কোন আবওয়াব সকলই বন্ধ করিয়া দেন।

যে সকল মহলে মণ্ডল গোমস্তার স্বার্থসাধনের সুবিধার জন্য রীতিমত সেরেস্তার কাগজ পত্র রাখা হইত না, জরিপ জমাবন্দীর পর যথারীতি তাহা রাখিবার ব্যবস্থা করা হইতে লাগিল। সেই সকল কাগজ পত্রের একটু টুকরা পর্য্যন্ত চাকরী ছাড়িবার সময় গোমস্তার নিকট বুঝিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইল। ক্রমে তিনি কি মফঃস্বলের জমি জায়গা, কি সেরেস্তার কাগজ পত্র সকলই দর্পণের ন্যায় করিয়া লইলেন। শিকস্তিপয়োস্তির * মহলে প্রতি বৎসর অনেক জমির অবস্থা মন্দ হয়, তজ্জন্য প্রায় অস্থায়ী রূপে তাহাদের খাজনা কমাইতে হয়, ইহাকে রসদকমি বলে; আবার ঐ প্রকারে অনেক পতিত জমি চাসের যোগ্য হয়। তদ্ভিন্ন প্রায় সকল গ্রামেই খামার †

* বন্যানিবন্ধন যে সকল মহলে ধানের চায়া হাজিয়া যায় এবং বন্যা না হইলে জমি উত্থিত হয়।

† খামার—জমিদারের খাস, উহা পতিত ও উত্থিত দুইই হইতে পারে। জমির অবস্থা ও বৃষ্টির সুবিধা ও অসুবিধানুসারে কখন উত্থিত হয়, এবং কখন পতিত থাকে।

নামে এক প্রকার জমি থাকে, তন্মধ্যে পতিত থামার কাটিয়া ক্রমোত্থিত করিবারও প্রথা আছে, গোমস্তা দুশ্চরিত্র হইলে এই সকল আবাদী জমিকে সেরেস্তার কাগজে পতিত লিখিয়া অনায়াসে তাহা হইতে দশ টাকা লাভ করিতে পারে, তাহাতে জমিদারের প্রভূত ক্ষতি,—এজন্য আবাদ আরম্ভ হইলে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে সমস্ত জমি তদন্ত করিয়া সেই বৎসরে মহলে কোন প্রকারের কত জমি আবাদ হইবে, তদ্দ্বারা নাতান প্রজার বাকী আদায় প্রভৃতির কতদূর সম্ভাবনা এবং শিকস্তি পয়োস্তির মহলে পতিত ও উত্থিত জমির পরিমাণ স্থির করিয়া কত টাকা আদায় হইতে পারিবে জয়কৃষ্ণ তাহার একটী হিসাব প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি প্রচলিত করেন। এই হিসাবের নাম রাখা হয় "আটসাট্টা"। আটসাট্টা দ্বারা বৎসরের শেষে কত টাকা মহলে আদায় হইতে পারিবে, আবাদের আরম্ভেই তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়। আটসাট্টানুযায়ী টাকা আদায় না হইলে গোমস্তার কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটীর সন্দেহ করিতে হয়। এই আটসাট্টা প্রস্তুতের সময় প্রায়ই একজন সদর আমলা মফস্বলে উপস্থিত থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। বুঝিয়া দেখিলে আটসাট্টা অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ। তাঁহার দেখাদেখি অন্যান্য অনেক জমিদারই আপনাপন সেরেস্তায় এই আটসাট্টার প্রচলন করিয়াছেন।

এই সকলের উপর জয়কৃষ্ণ আর একটী বড় সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রজাবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। কি সদরে, কি মফস্বলে, তিনি যখন যেখানে থাকিতেন যে কেহ মনে করিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার আবশ্যক বিষয় তাঁহাকে জানাইতে পারিত। এতদ্দ্বারা আমলার চালাকী চাতুরী, অত্যাচার উৎপীড়নাদি একবারে উঠিয়া গিয়াছিল। বঙ্গের প্রজা সাধারণতঃ প্রায়ই নিরীহ, বহু শতাব্দী হইতে তাহারা জমিদারকেই ভূস্বামী বলিয়া জানে, এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। জমিদারের সহিত তাহাদিগের যে একটা নিত্য সম্বন্ধ আছে তাহা তাহারা পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছে। জমিদার আপদের আশ্রয়, সম্পদের সহায়ভাবক *। এইরূপ পরমাত্মীয় জমিদারকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনা-

* এ কথা আমাদিগের আপনাদের নহে:—Sunads for the office of Zemindari were granted to the children of the deceased Zemindar, and no other

দের দুঃখকাহিনী জ্ঞাপন করিয়া যদি তাহারা সম্যক্ প্রতিকার লাভে সমর্থ নাও হয় তথাপি দুঃখের ভার অনেকটা লঘু বোধ করে।

যে সকল জমিদার মনে করেন প্রজা তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার দুঃখের কথায় তাঁহার মনের শান্তিভঙ্গ করিবে, বা সাধ্যযত্নে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করা অসম্ভব; তাঁহাদিগের পক্ষে সহস্র সহস্র লোকের সুখদুঃখের ভার গ্রহণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। অনেকে এরূপ সিদ্ধান্তও করিয়া থাকেন যে, জমিদার হইয়া যদি আপনিই সমস্ত কাজ দেখিব শুনিব, তবে জমিদারকুলে জন্মগ্রহণের সার্থকতা কোথায় রহিল! তাঁহারা বড়ই ভ্রান্ত! তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত ইহ সংসারে সকলকেই আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে; ইহা এক প্রকার ঐশ্বরিক নিয়মের মধ্যে গণ্য। ঈশ্বর বিনা শ্রমে কাহাকেও সুখভোগের অধিকারী করেন নাই। অর্থনৈতিকেরাও বলিয়া থাকেন যাঁহারা বিনা শ্রমে অর্থোপার্জ্জন করেন তাঁহারা সমাজকে প্রতারিত করিয়া থাকেন। শ্রম ব্যতিরেকে ইহলোকে কাহার কোন ধনে অধিকার নাই। আরও একটী কথা এই যে আপনার কাজ আপনি করিলে যেরূপ সুন্দর হয় অন্যের দ্বারা কদাচ তাহা হইবার নহে। জমিদারগণ যদি আপনাদিগের কর্ম্ম আপনারা দেখিয়া

---

person was accepted, because the inhabitants could never feel for any stranger the attachment and affection which they naturally entertain for the family of the Zemindar, and would have been afflicted if any other had been put over them. Mr. Rouse's Dissertation Concerning Landed Property in Bengal 1791.

জমিদার দ্বেষী ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ পর্য্যন্ত একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই :—
From a long continuance of the lands in their families, it is to be concluded they have rivetted an authority in the districts, acquired an ascendancy over the minds of the ryots and ingratiated thier affections.

When it can be done with propriety, the entrusting the collections of the districts to the Hereditary Zemendars, wonld be a measure we should be very willing to adoft, as we believe that the people would be treated with more tenderness, the rents more improved &c. Bengal in 1772. Portrayed by Warren Hastings কিন্তু আইন কানুনের যতই আঁটা আঁটি হইতেছে ততই জমিদার প্রজার এই ভাব শিথিল হইয়া আসিতেছে। জয়কৃষ্ণ Observation On Sale Law নামক প্রবন্ধে তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন।

শুনিয়া করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হয়, প্রজার দুঃখ দূর হয়, এবং আপনাদিগের কর্ত্তব্যপালনও হয়।

জয়কৃষ্ণ অনলস ও উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন, তিনি সকল কাজ স্বচক্ষে দেখিতেন, স্বহস্তে করিতেন, আপনার কর্ম্ম অন্যের উপর নির্ভর করিবার অভ্যাস তাঁহার প্রায়ই ছিল না। তজ্জন্যই আজিকালি বঙ্গীয় জমিদারের কথা কোথাও উঠিলে সেখানে সর্ব্বাগ্রে জয়কৃষ্ণের নাম উঠিবেই উঠিবে। ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের জমিদারগণের অবস্থা সাধারণতঃ দিন দিন অবনত হইয়া আসিতেছে। এদেশের উত্তরাধিকার প্রথানুসারে বড় বড় জমিদারের জমিদারী বহুসংখ্যক অংশে বিভক্তি হইয়া সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে, জমিদারগণের আলস্যের আশ্রয় গ্রহণ এবং ধনবৃদ্ধির উপায় চিন্তায় ঔদাসিন্য হেতু তাঁহারা ক্রমে নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছেন *। এ বিষয় অনেকেই চিন্তা করিয়া দেখেন না। যদি দেশের সমস্ত জমিদারেরই বংশবৃদ্ধি হয়, এবং তাঁহাদিগের বংশধরগণ ধনাগমের উপায়চিন্তা না করেন তবে দুই তিন পুরুষেই যে তাঁহাদিগের দৈন্যদশা উপস্থিত হইবে সে পক্ষে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। এই বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত আমাদিগের চক্ষের উপর জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। প্রায় সকলেই তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না, বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না।

অনেক সময় জয়কৃষ্ণের হস্তে এরূপ মহল আসিত, যে তাহাতে উত্থিত জমির পরিমাণ অত্যল্প মাত্র। তৃণাবৃত বড় বড় ময়দানই বেশী; গ্রামের মধ্যে আগাছার বন, প্রজার সংখ্যা এত অল্প যে তাহাদিগের দ্বারা সমস্ত জমির আবাদ হওয়া সুকঠিন। এরূপও অনেক গ্রাম ছিল যে বৎসরের মধ্যে সাত মাস বন্যার জলে ডুবিয়া থাকিত, সামান্য মাত্র রবি ফসলের দ্বারা যাহা কিছু টাকা উঠিত তাহাতেই অতি কষ্টে প্রজায় রাজকর দিত, কাহার কাহার অদৃষ্টে তাহাও ঘটিয়া উঠিত না, তাহাদিগকে বাকী খাজানার দায়ে গ্রামান্তরে

* But it is also to be remembered that though many Zemindars wealthy, still the Land-holder class, as a whole, is far from being rich, and by many authorities, is believed to be for the most parts really poor. They have numerous relations, retainers, wholly dependent on them. The joint undivided family system, and many social usages, compel them to incur heavy expenses not obvious to ordinary European observers—Administration Report of Bengal. 1874—75.

পলাইতে হইত। এই সকল স্থলে জয়কৃষ্ণ ভিন্ন নীতির অনুসরণ করিতেন। প্রথমোক্ত স্থলে তিনি অন্য গ্রাম হইতে প্রজা আনিয়া সেই গ্রামে বাস করাইতেন; তাহাদিগের বসবাসের জন্য ভূমি, ও গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য অগ্রিম টাকা দিতেন, তাহার পর গৃহস্থ বিবেচনায় উত্থিত ও পতিত জমি উপযুক্তরূপে বিলি করিতেন, বড় বড় ময়দান ভাঙ্গিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য ধাঙ্গড় কুলি নিযুক্ত করিতেন, তাহাদের বেতন আপনি দিতেন, সেই সকল জমির চাসের জন্য যে কিছু খরচ হইত সমস্ত যোগাইতেন, প্রজার কোন অভাব রাখিতেন না। তিনি বুঝিতেন পয়স্বিনী গাভী যেমন প্রচুর খাদ্য না পাইলে দুগ্ধধারা দান করিতে পারে না, জমিদারী ক্রয় করিয়া পতিত জমি উত্থিত করিতে অর্থ ব্যয় না করিলে লাভ হয় না। এরূপ সুবিধা পাইয়া কোন্ শ্রমজীবী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? জয়কৃষ্ণের সকল প্রজাই প্রাণপণে পতিত জমির উদ্ধারসাধনের চেষ্টা করিত। কৃষকদিগের মধ্যে সকলেই অবগত আছে যে পড়া পতিত ভাঙ্গিয়া চাসেব জমি করিলে তাহাতে উপর্য্যুপরি তিন চারি বৎসর প্রচুব শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৃষিতত্ত্ববিদেরা তাহার গূঢ়ার্থ বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এইরূপ তিন চারি বৎসর মধ্যে জয়কৃষ্ণ নিরন্ন প্রজাকে সান্ন করিয়া আপনার যাবতীয় খরচ তুলিয়া লইতেন, ভবিষ্যতে তদ্দ্বারা প্রচুর লাভের পথ প্রশস্ত হইত। শেষোক্তবিধ মহলে তিনি বাঁধ বাঁধাইয়া গ্রাম মধ্যে বন্যার জল প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়া দিতেন, যেখানে তাহা অসঙ্গত ব্যয়সাধ্য বিবেচনা করিতেন সেখানে সমস্ত জমিতেই, জমির শক্তি বুঝিয়া, নানা জাতীয় রবিশস্যের চাস করাইতেন। নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময় জমিতে যে সকল ফসল প্রভূত পরিমাণে জন্মিতে পারে সেই সকল জমিতে তাহাদের চাস করিবার পরামর্শ দিতেন। জমিদার কৃষিতত্ত্বে বৃহস্পতি তুল্য ছিলেন; জমির শক্তি পরীক্ষা করিয়া ফসলের উপযোগিতা বুঝিয়া লইতেন এবং প্রজাকে দিয়া উপযুক্তরূপ চাস করাইতেন। যে সকল শস্যের চাস করিবার প্রয়োজন হইত, যদি তাহার বীজ সে স্থানে না মিলিত তবে স্থানান্তর হইতে আপনি তাহা আনাইয়া দিতেন, এবং তাহার চাস করিবার যে যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা প্রজাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপে তিনি আপন জমিদারীর অনেক স্থানেই শাল সেগুণ শিশু মেহেগ্নি প্রভৃতি মূল্যবান্ বৃক্ষ জন্মাইয়া প্রজার প্রচুর লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে যে কোন প্রকারেরই হীনাবস্থ মহল হউক, জয়কৃষ্ণ তাহা পাইলে তাহার অবস্থা ফিরাইয়া লইতে পারিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার এতদূর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি আপনার লিখিত "Observations on the Proposed Sale Law Bill" নামক প্রবন্ধে নির্ব্বন্ধ সহকারে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "যে কোন লোকসানী মহল হউক যদি দুই বৎসরকাল তাহার বন্দোবস্ত করিতে পাইয়া তাহার সদর জমাও আদায় করিতে না পারি, তাহা হইলে তাহাতে একবারে জলাঞ্জলি দিই।"*

একদা কোন মহলের একজন প্রজা খাজনা বাকী ফেলিয়া জয়কৃষ্ণ বাবুর নিকট অনেক টাকা ঋণী হয়। যখন তিনি বার্ষিক পরিদর্শনোপলক্ষে সেই গ্রামে উপস্থিত হয়েন, তখন তাহাকে কাছারীতে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলে প্রজা ঋণ পরিশোধে আপনার অসমর্থতা বুঝিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইতে বড়ই কুণ্ঠিত হয়। এই কথা শুনিয়া তিনি তাহাকে অভয় দিয়া বলিয়া পাঠান যে সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সুবিধা মতে বন্দোবস্ত করিয়া লইবেন। প্রজা তখন ভীতচিত্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল তাহার এমন কিছু নাই যে, তাহাতে তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। জয়কৃষ্ণ তাহাকে এত দীর্ঘকাল খাজনা বাকী রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসায় সে উত্তর করিল, "হুজুর জমি অতি মন্দ, তাহাতে কোন ফসলই জন্মে না।" তখন তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বাপু জমি কখন মন্দ নহে,—মন্দ তুমি আপনি। যদি তুমি ঐ জমি ফেলিয়া না রাখিয়া উহাতে কতকগুলি বাবলা বীজ ছড়াইয়া রাখিতে, তাহা হইলে তুমি আমার খাজনা দিয়াও দশটাকা লাভ করিতে পারিতে।" এই কথায় প্রজা নিরুত্তর হইল। তখন তিনি তাহাকে প্রসন্নভাবে আপন উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেন—"এদেশে যে সকল পতিত জমি উত্থিত হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত কম সেই জমির হার বার্ষিক ১৲ টাকা। বাবলা বীজের মূল্য কিছুই নাই। পাঁচ হাত অন্তর এক একটী গাছ জন্মিলে প্রত্যেক বিঘায় ২৫৩ গাছ ৫ বৎসরে এত বড় হইতে পারে যে তুমি এক একটা গাছ ॥০ আনা হিসাবে বিক্রয়

* However to guard against any possible loss I would keep each defaulting estate under management only two years, and on finding their assets reduced below the sudder jumma put them to the hammer at the end of that period.

করিলেও ১২৮ টাকা পাইতে পারিতে। বার্ষিক ১৲ টাকা হিসাবে খাজনা দিয়াও তোমার বিনা শ্রমে প্রতি বিঘায় বৎসরে প্রায় ২৪৷৷৹ টাকা লাভ হইত। বাবলা গাছ গোরু বাছুরে নষ্ট করিতে পারে না; বাবলার বাঁকা ডালে লাঙ্গলের "মুড়া" হয়, এক একটা মুড়ার দাম ৷৷৹ আনা, সুবিধা মতে বিক্রয় করিতে পারিলে আরও অধিক লাভের সম্ভাবনা। তুমি নিজে অলস— আমার জমির দোষ কি?" প্রজা বিলক্ষণ অপ্রতিভ হইল। জয়কৃষ্ণ দেখিলেন যে সেই প্রজা কোন মতে তাঁহার ঋণ পরিশোধে সমর্থ নহে। আদালতের আশ্রয় লইয়া তাহাকে কারাবদ্ধ করিলে আপনারই ক্ষতি। তাহা হইলে, কারা-মুক্ত হইয়া সে আর তাঁহার জমিদারীতে থাকিবে না, অন্যত্র পলায়ন করিবে; অপর দশজন প্রজা অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অতিকষ্টেও একজন চাষী প্রজা পাওয়া যায় না। তাহাকে কষ্ট দিয়া কোন ফল নাই, এই ভাবিয়া তাহার সমস্ত খাজনা মাপ করিলেন; এবং পরে যাহাতে সে আপন অবস্থা শুধরাইয়া লইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রবীণ ইংরেজ কবির উক্তি * তাঁহার জমিদারী-নীতির মূলমন্ত্র হইয়াছিল। এই রূপে জয়কৃষ্ণ কখন প্রজা তাড়াইতেন না, অথবা কখন জমি ফেলিয়া রাখিতে দিতেন না।

অনেক স্থলে এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন জমিদার নূতন মহল লইলে প্রজারা অনেকটা স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়া থাকে, সহজে জমি-দারের বাধ্যতায় আসিতে চাহে না, গ্রাম্যমণ্ডলেরাই এরূপ অবাধ্যতার প্রধান কারণ। তাহারা নানা রূপে জমিদারের ক্ষতি করিয়া আত্মপোষণ করিয়া থাকে, জমিদার প্রজায় সদ্ভাব জন্মিলে তাহাদিগের গুপ্ত রহস্য সমস্তই প্রকাশ পাইবে ভাবিয়া সাধারণ প্রজাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করে, বেশী বাড়া-বাড়ি হইলে তাহাদিগকে ধর্ম্মঘটে আবদ্ধ করিয়া আপনাদিগের ইষ্টসিদ্ধি করিয়া থাকে। এই সকল স্থলে জয়কৃষ্ণ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করি-তেন, কিছুতেই বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না, আপোষে মিটাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু যখন কিছুতেই মিটিত না, বিবাদ না করিলে চলিতেছে না

---

* But a bold peasantry their country's pride,
When once destroyed can never be supplied.
Goldsmith's Deserted Village.

দেখিতেন, তখন তাহাতে পশ্চাৎপদ না হইয়া যতদিন মহল সুচারুরূপে শাসিত না হইত সে পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইতেন না।

অনেক দিনের কথা একবার তিনি একখানি মহল ক্রয় করিয়া তাহার অবস্থা বুঝিবার জন্য তথায় একজন আমলা প্রেরণ করেন্। আমলা মহলে গিয়া থাকিবার স্থান পাইলেন না। পূর্ব্ববর্ত্তী জমিদারের যে কাছারী বাড়ী ছিল একজন মণ্ডল তাহাকে গোশালা করিয়া লইয়াছে। জয়কৃষ্ণ আমলার উপর আমলা পাঠাইলেন, কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, দুই এক বৎসর কাল কাটিয়া গেল, কিছুই হইল না। পরিশেষে তিনি স্বয়ং সেই মহলে যাত্রা করিলেন; গ্রাম নিকটবর্ত্তী হইলে পাল্কী হইতে নামিয়া পদব্রজে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জমিদারী কার্য্যে জয়কৃষ্ণ বাবুর নাম ডাক যথেষ্টই ছিল, তাঁহাকে গ্রাম মধ্যে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া সকলেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিল, ব্রাহ্মণ জমিদারকে যেরূপ অভ্যর্থনা করা কর্ত্তব্য তাহার কিছুমাত্র ত্রুটী না করিয়া মহাসমাদর সহকারে তাঁহার বাসস্থান ও আহারীয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিল। যথাকালে গ্রামের যাবতীয় ভদ্রাভদ্র, ছোট বড় সকলে তাঁহার নিকটস্থ হইলে তিনি আপনার মহলে আসিবার উদ্দেশ্য তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। গ্রাম্য প্রধান পঞ্চায়েরা দ্বিরুক্তি না করিয়া দুই বৎসরের বাকী খাজনা আদায় করিয়া জমিদারের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং সপ্তাহকাল মধ্যে সমস্ত মহলে সাত শত টাকা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। জমিদার প্রজায় সদ্ভাব সংস্থাপিত হইল। জমিদারও প্রজার কল্যাণার্থ গ্রামের পথ ঘাট প্রস্তুত, বালকবালিকাগণের বিদ্যা শিক্ষার উপায়, এবং জলাশয় খননাদি যাহা কিছু কর্ত্তব্য সমস্তই করিয়া দিলেন।

চন্দ্রকোণার নিকটবর্ত্তী জিরাট মুণ্ডমালা প্রভৃতি কতকগুলি মহল ক্রয় করিবার পর জয়কৃষ্ণ যথারীতি জরিপ করাইলেন। জরিপের পর তিনি স্বয়ং বন্দোবস্ত করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। জমিদার জয়কৃষ্ণ বাবু মহল বন্দোবস্ত করিবার জন্য আপনি আসিয়াছেন শুনিয়া সকলেই ভীত হইল। তাঁহার নিকট মিথ্যা প্রবঞ্চনা, চতুরতা চলিবে না বুঝিয়া সকলেই প্রমাদ গণনা করিল। জমিদার সকলের বাড়ী বাড়ী লোক পাঠাইয়া প্রজাদিগকে আপন কাছারীতে আহ্বান করিলেন। দুই চারিদিন এই-রূপে গেল, কেহই কাছারীতে আসিল না। একদিন তিনি প্রজার

অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য গ্রামে বাহির হইলেন, নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি কোন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইলেন না। তাহার উদ্দেশ্য এই যে যদি তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকে, বলিতে সঙ্কোচ করিবে।

জিরাট মুণ্ডমালার ন্যায় সুদীর্ঘ গ্রামের রাজপথে তাঁহাকে পদব্রজে বেড়াইতে দেখিয়া ছোট বড় সকলেই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া অভিবাদন করিলেন, এবং আপনাদিগের দুঃখের কথা জানাইয়া জমির অবস্থা দেখিবার জন্য তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাঁহাদিগেব সঙ্গে মাঠে গিয়া দেখেন প্রায় সমস্ত জমিই পতিত। ইহার কারণ জিজ্ঞাসায় জানিলেন, বকেয়া বাকীর ভয়ে প্রজা জমিতে লাঙ্গল লইয়া যায় না। বঙ্গদেশ দেবমাতৃক, দেবতার অনুগ্রহনিগ্রহে সুজন্মা অজন্মা প্রায়ই হইয়া থাকে। অজন্মার বৎসরে খাজনা বাকী পড়িলে সুদের উপর সুদে সামান্য দেনাও অল্প দিনেই রাশীকৃত হইয়া দাঁড়ায়। চাসে যাহা কিছু জন্মে সমস্ত দিলেও বকেয়া বাকী শোধ হয় না, এজন্য প্রায় সকল চাসীই চাস ছাড়িয়া মজুরি ধরিয়াছে। এই সকল কথা শুনিয়া জয়কৃষ্ণ সকলকেই সঙ্গে করিয়া কাছারীতে আসিলেন, ডিহির নায়েবকে সর্ব্বদা প্রচুর টাকা মজুত রাখিবার আদেশ দিলেন, এবং প্রজাগণের মধ্যে লাঙ্গল, গরু, বীজ ও খোরাকী ধানের জন্য যাহার যখন যত টাকার প্রয়োজন হইবে, তখনই তাহাকে দিবার কথা বলিয়া দিলেন। এরূপ বন্দোবস্ত দেখিয়া যে কখন চাস করে নাই, সেও দুই পাঁচ বিঘা জমি লইয়া, মজুরি ছাড়িয়া, চাসে মন দিল। জমিতে প্রচুর ফসল ফলিতে লাগিল। প্রথম বৎসরে প্রজারা জমিদারের পূরা রাজস্ব আদায় দিয়া অর্দ্ধেক রকম ঋণ পরিশোধ করিল, পর বৎসর কিছুই বাকী রহিল না। সকল প্রজাই অল্প দিনে সান্ন হইয়া উঠিল, তখন তাহারা আপনারাই পরামর্শ করিয়া জমিদারের পূর্ব্ব ঋণের কুশীদ স্বরূপ সাধ্যমত কিছু ধরিয়া দিল, এবং নিরীখ মত খাজনা বৃদ্ধি স্বীকার করিল। মুণ্ডমালার চাসী আজি পর্য্যন্ত কেহ নিঃস্ব নহে। সিকস্তি মহলকে দেশকালপাত্র ভেদে কিরূপে তাজা করিতে হয় জয়কৃষ্ণ তাহা উত্তমরূপ বুঝিতেন। তিনি কখন টুক্‌রামাত্র জমি ফেলিয়া রাখিতেন না, হয় খাজনায়, না হয় ভাগ জোতে যে কোন উপায়ে হউক বিলি না করিয়া ছাড়িতেন না। দেশ কাল পাত্র এবং অবস্থা বিশেষে সকল প্রজাই যে তাঁহার সকল সময় বাধ্য ছিল এমন

নহে, কেহ কখন অবাধ্য হইলে তাহাকে সর্ব্বাগ্রে উপদেশ দ্বারা বাধ্য করিবার চেষ্টা করিতেন, তাঁহার সহিত মালি মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলে ক্ষতি ভিন্ন লাভের সম্ভাবনা নাই তাহা উত্তমরূপে তাহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেন। প্রজা তাহাতেও না বুঝিলে আদালতের আশ্রয় লইয়া তাহাকে স্ববশে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেন। যত দিন সে বাধ্য না হইত তিনি উচ্চ হইতেও উচ্চ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। জলস্রোতের ন্যায় অর্থ ব্যয় হইয়া যাইত, এ অবস্থায় প্রজা বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিলে অর্থের দিকে দৃক্‌পাত করিতেন না; যে স্বার্থ লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ তাহার আংশিক হানি করিয়াও পুত্রবৎ তাহাকে আশ্রয় দিতেন, পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইতেন, তাহার উন্নতি কল্পে অশেষ সাহায্য করিতেন, সংসার প্রতিপালনের উপায় না থাকিলে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, তাহার পরিবার মধ্যে কেহ কার্য্যক্ষম থাকিলে তাহার চাকরী করিয়া দিতেন। এরূপ মহত্বের শত শত দৃষ্টান্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, আজিও এ প্রকার কত লোক নানা স্থানে চাকরী করিয়া সুখে সাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত।

তুষার স্তূপে মসী চিহ্নের ন্যায় জয়কৃষ্ণ-চরিতে লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির একটা কলঙ্কের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

বহুকাল হইতে এদেশে ভূমিদানের প্রথা প্রচলিত আছে। দানলব্ধ ভূমির জন্য রাজকর দিতে হয় না, এজন্য আমাদিগের দেশীয় ভাষায় উহাদিগকে নিষ্কর ভূমি বলে, আর পারস্য ভাষায় উহাদের নাম "লাখেরাজ" *। মুসলমানেরা বহুদিন ভারত শাসন করিয়াছিলেন, লাখেরাজ পারস্য ভাষার শব্দ। এজন্য "নিষ্কর" অপেক্ষা এদেশে লাখেরাজ শব্দ সাধারণ লোকের মধ্যে অধিক প্রচলিত। যাহার হস্তে দেশের সর্ব্বতোমুখী শাসনশক্তি থাকিত তিনিই ভূমি দান করিতে পারিতেন। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমান রাজগণ ধর্ম্মকর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সাধারণ হিতকর কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সময়ে সময়ে ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। জমিদারগণও সময়ে সময়ে এরূপ দানে মুক্তহস্ততা প্রদর্শন করিতেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পূর্ব্বে কেবল মাত্র জমিদারেরা নহে, রাজস্ব সংগ্রহের তত্ত্বাবধান জন্য যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও অনেক ভূমি নিষ্কর করিয়া দিয়াছিলেন †। দেওয়ানী প্রাপ্তির পর গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে এরূপ ঘোষণাপত্র প্রচার করেন যে অতঃপর আর কেহ কোন ভূমি নিষ্কর করিয়া দিতে পারিবেন না। যদি কেহ দেন, তবে তাহা অসিদ্ধ

---

* লা=নাই ; খেরাজ=রাজকর। যে জমির রাজকর নাই তাহাই লাখেরাজ।

† But no complete register of these exempted lands having been formed upon the Company's accession to the Dewanny, nor subsequent to that period, many Zemindars, as well as the temporary farmers of the public revenue and the officers of Government to whom the collection of revenue in different districts has been occasionally committed in consequence of the Zemindars refused to pay the revenue demanded of them, have avoided themselves of the above-mentioned rules of limitation, to make grants of extensive tracts of lands to others or in the name of their relations or dependent for their own use, dating

জ্ঞান করিতে হইবে। এরূপ আজ্ঞা প্রচার করা হইলে কি হয়, এপর্য্যন্ত তদনুসারে নিষ্কর জমির কোন তালিকা প্রস্তুত করা হয় নাই। এই সুবিধা পাইয়া জমিদার ও গবর্ণমেণ্টের রাজস্বকর্ম্মচারিগণ যিনি যখন যেরূপ সুবিধা পাইয়াছিলেন, তিনি তখনই সেইরূপে আপনাদিগের আত্মীয়, অন্তরঙ্গ ও অনুগত ব্যক্তিগণের নামে কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পূর্ব্বের তারিখ বসাইয়া বহুল নিষ্কর ভূমির সনন্দ করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে অসিদ্ধ লাখেরাজ ভূমির পরিমাণ অসঙ্গত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতীকার জন্য নানা প্রকার আইন কানুনের সৃষ্টি করেন। লাখেরাজ ভূমিসম্বন্ধে অনুসন্ধান ও প্রমাণাদি গ্রহণ সময়ে গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন "বাদসাহী" ও "বাজেলাখেরাজ"। বাদসাহ যে সকল ভূমি স্বয়ং দান করিয়া গিয়াছেন তাহাই বাদসাহী লাখেরাজ; তদ্ভিন্ন জমিদার বা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব কর্ম্মচারিগণ যে সকল ভূমি নিষ্কর করিয়া দিয়াছিলেন সেগুলি বাজে লাখেরাজ। বাজে লাখেরাজ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্টের পূর্ব্বে যে সকল নিষ্কর ভূমির স্বত্ব সৃষ্ট হইয়াছে; (২) ঐ তারিখ হইতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঐরূপে যে সকল স্বত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং (৩) ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বরের পর যে সকল নিষ্কর স্বত্ব সৃষ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই ত্রিবিধ ভূমির মধ্যে প্রথমোক্ত গুলিকে সিদ্ধ বোধে নিষ্কৃতি দান করেন, দ্বিতীয়োক্তবিধ ভূমি আপনারা বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়েন, এবং শেষোক্ত প্রকার ভূমি জমিদারদিগের হস্তে প্রদান করেন। যেহেতু জমিদারেরাই প্রকৃত প্রস্তাবে উহার স্বত্বাধিকারী বলিয়া অবধারিত হইলেন, এবং ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে আদালতের সাহায্য না লইয়া তাঁহারা আপনারাই তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে পারিবেন। উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাই এ দেশের নিষ্কর ভূমির প্রকৃত ইতিবৃত্ত।

এখন দেখা যাইতেছে যে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বরের পর হইতে আর নিষ্কর স্বত্বের সৃষ্টি হইতে পারিল না। যদি কেহ করিয়া থাকেন

---

the deeds for these alienations previous to the Company's accession to the Dewanny, or procuring them to be registered in the Zemindari records as having been alienated prior to that period.

Preamble of Reg. XIX of 1793.

তবে তাহা অসিদ্ধ। আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইবার পরেও অনেক জমিদার, * গ্রাম্য মণ্ডল, ও প্রধান পক্ষীয়েরা মনে করিলেই মালের জমি লাখেরাজ করিয়া দিতেন। এইরূপে লাখেরাজ জমির পরিমাণ প্রত্যেক গ্রামেই অতিশয় অধিক হইয়া উঠে। একেই দশশালা বন্দোবস্তের সময় প্রত্যেক মহলের উৎপন্ন রাজস্বের কেবল $\frac{১}{১১}$ ভাগ মাত্র জমিদারদিগের এবং $\frac{১০}{১১}$ ভাগ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য নির্দ্দিষ্ট হয় †। এইরূপে জমিদারের যৎসামান্য মাত্র লাভ থাকিল। তবে সে সময়ে গ্রাম মধ্যে জলা জঙ্গলাদিতে পতিত জমির পরিমাণ প্রায় $\frac{১}{৩}$ অংশ ছিল, তাহা জমিদারদিগকেই ছাড়িয়া দেওয়া হয় ‡, এবং সেই সকল ভূমির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে তাঁহারাই তাহার স্বত্বভোগী হইবেন ইহাও অবধারিত হয়। §

সে সময়ে যে সকল বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন জমিদার ছিলেন তাঁহারা অবশ্যই শেষোক্ত প্রকারের ভূমি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী জমিদারদিগের উপেক্ষা ও অনবধানতায় অথবা তাঁহাদিগের ইচ্ছা সত্ত্বেও

---

* কস্মিনকালে জমিদারের এই ক্ষমতা ছিল না;—A Zemindar had no power before the permanent settlement to grant a rent free tenure or a tenure at a less rent than the share of the produce.

Sec. X of Reg. XIX of 1793.

† With respect to the public demand upon each estate, it was liable to annual or frequent variation at the discretion of Government. The amount of it was fixed upon an estimate formed by the public officers of the aggregate of the rents payable by the ryots to tenants for each Beegha of land in cultivation, of which, after deducting the expenses of collection, ten-elevenths were usually considered as the right of the public, and the remainder, the share of the landholder.

Sec. I. Reg. II of 1793.

‡ I may safely assert that one-third of the Company's territory in Hindostan is now a jungle, inhabited only by wild beasts.

Minute of Lord Cornwallis, dated 18th. April 1789.

§ The Governor General in Council trusts that the proprietors of land, sensible of the benefits conferred on them by the public assessment being fixed for ever, will exert themselves in the cultivation of their lands, under the certainty that they will enjoy exclusively the fruits of their own good management and industry &c. See 7 article VI Reg. I of 1793.

মণ্ডল গমস্তাগণের সম্মতিক্রমে প্রায় সকল মহলেই অনেক ভূমির নিষ্কর স্বত্ব সৃষ্ট হইয়াছিল, আজি কালিও যে হইতেছে না, তাহাই বা কিরূপে বলা যাইবে। কোন জমিদার আপনার পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ বা অপর কোন কর্ম্মোপলক্ষে আপন মহলে তাঁহার পুরোহিত বা ভৃত্যভাবাপন্ন* কাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি নিষ্কর করিয়া দিলেন, তদনুসারে আপনার জরিপের চিঠা এবং জমাবন্দীর কাগজে উহা নিষ্কর বলিয়া লিখিয়া রাখিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিন গত হইলেই উহা প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত হইল, আইনের সিদ্ধ লাখেরাজ হইয়া দাঁড়াইল। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে দশশালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে অথবা পরে যখন জমিদারদিগের কাহার ভূমি নিষ্কর করিয়া দিবার অধিকার ছিল না, তখন উপরোক্ত ভূস্বত্ব গুলিকে কোন মতে সিদ্ধ নিষ্কর বলা যাইতে পারে না। দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে গবর্ণমেণ্ট যে সকল ভূমি নিষ্কর বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন তদতিরিক্ত যাবতীয় নিষ্কর স্বত্ব সমস্তই অসিদ্ধ, অর্থাৎ সেই সকল নিষ্কর নামে খ্যাত ভূসম্পত্তি হয় জমিদারদিগের বাজেয়াপ্ত যোগ্য, না হয় যে সকল জলা জঙ্গলাদি পতিত জমির স্বত্ব গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগের জন্য রাখিয়াছিলেন তাহার অন্তর্গত। সুতরাং ঐ রূপে সৃষ্ট যাবতীয় নিষ্কর স্বত্ব জমিদারদিগের স্বত্ব হইতে উপরোক্ত প্রকারে অপহৃত অথবা প্রতারণা ক্রমে গৃহীত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ব্যবহার শাস্ত্রে এরূপ ব্যবস্থাও আছে যে কোন মহল বাকী খাজনার দায়ে নিলাম হইলে যিনি তাহা ক্রয় করেন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জমিদার যদি অসিদ্ধ লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিয়া না লইয়া থাকেন তবে তিনি দ্বাদশবর্ষ মধ্যে তাহা বাজেয়াপ্ত করিরা লইতে পারেন। উপরোক্ত বিধ হৃতস্বত্ব ভূসম্পত্তির ব্যবহার-শাস্ত্রসঙ্গত উদ্ধারসাধন জন্য জয়কৃষ্ণের লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির কুখ্যাতি। যে খ্যাতি আপামর সাধারণের বাগিন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তিনী, লোকমুখে যাহার প্রচার ও প্রসারতা, তাহার অপনোদন জন্য লেখনীর সকল উদ্যম, সকল যত্ন ও সকল কৌশলই যে ব্যর্থ হইবে তাহাতে

---

* The purchaser of a revenue sale, purchases the Zemindari, free of all encumbrances created since the time of the permanent settlement, therefore he can resume invalid lakheraj lands, which his predecessor has neglected to resume but if he allows twelve years to pass without taking up any action, his claim is also barred by limitation.

I. W. R. 248, 1, W. R. 249 and 1. W. R. 297.

সন্দেহ মাত্র নাই! নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক সীতাচরিতে অমূলক লোকাপবাদ স্পর্শ করিল, প্রজাপ্রাণ রামচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রজারঞ্জকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। যে দেশে সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক লোকাপবাদের ঈদৃশ প্রাধান্য, যে সসাগরা পৃথ্বীর অধীশ্বরকেও প্রাণেশ্বরী সহধর্ম্মিণী-ত্যাগে বাধ্য করিতে পারে, সে দেশে জমিদার জয়কৃষ্ণকে লোকাপবাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে কথা এই যে তৎসম্বন্ধীয় কয়েকটী অত্যাবশ্যক বিষয়ের উল্লেখ না করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়, এজন্য আমরা জয়কৃষ্ণ বাবুর লাখেরাজ বাজেয়াপ্তি বিষয়ে গুটিকতক কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম।

নূতন মহল বন্দোবস্ত করিবার সময়ে জয়কৃষ্ণ সকল লাখেরাজই পরীক্ষা করিতেন, যে গুলি আইনানুসারে সিদ্ধ বলিয়া বুঝিতেন সে গুলি ছাড়িয়া দিতেন, আর যে গুলি অসিদ্ধ প্রতিপন্ন হইত সে গুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতেন। এইরূপে নানা শ্রেণীর লোকের লাখেরাজ এবং অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত হইতে লাগিল। ঐ সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দলে দলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া জয়কৃষ্ণ বাবুর লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির কথা তাঁহাকে জানাইলে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন ব্যবহার-শাস্ত্রে সরস্বতী তুল্য ৺দ্বারকানাথ মিত্রের নিকট তাঁহাদিগকে অনুরোধ পত্র দিয়া পাঠাইয়া দেন। এই বিষয় সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ১৩০০ সালের ৩০শে ভাদ্র তারিখের কাগজে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"উত্তরপাড়ার পরলোকগত জমিদার ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম শুনেন না এমন লোক বঙ্গে অতি বিরল। ইনি একজন বিদ্যোৎসাহী, স্বাধীনচেতা নির্ভীক জমিদার ছিলেন। পরস্বাপহারী, দুর্দান্ত ও প্রজাপীড়ক বলিয়া ইঁহার বিশেষ অখ্যাতি আছে, ইনি অনেক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজ মুখে আমরা যে কথা শুনিয়াছি তাহা এস্থলে বিবৃত করিতেছি। একদা কথা-প্রসঙ্গে জয়কৃষ্ণ বাবুর অত্যাচার ও ভূমিহরণ সম্বন্ধে কথা উঠে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন 'পূর্ব্বে আমারও এই রূপ সংস্কার ছিল বটে, কিন্তু কার্য্যগতিকে আমি অন্যরূপ বুঝিয়াছি।

জয়কৃষ্ণ অনেক ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছেন, কিন্তু কোথাও অন্যায় পূর্ব্বক এ কার্য্য করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না। তখন অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট তাড়া খাইয়া প্রায়ই আমার নিকট কাঁদিয়া পড়িত। আমি তাঁহাদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম। যে গুলি নিজে বুঝিতাম, করিতাম। দেখিয়াছি—যে কিছুমাত্র স্বত্ব সপ্রমাণ করিতে পারিত, সে তখনই আপন সম্পত্তি ফেরত পাইত। নিজে যে গুলি না পারিতাম, দ্বারকানাথ মিত্রের (৺ দ্বারকানাথ মিত্র তখন ওকালতী করিতেন) কাছে পাঠাইতাম। তিনি নিখরচায় তাহাদের মোকদ্দমা লইতে স্বীকৃত হইতেন। এক দিন তিনি নিজে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, পাছে আপনি মনে করেন টাকা পাইব না বলিয়া ইহাদের মোকদ্দমা ফেরত দিলাম, তাই আপনার নিকট বুঝাইয়া বলিতে আসিয়াছি। ইহাদের কোন স্বত্বই নাই। যদি তিল মাত্র প্রমাণ পাইতাম, প্রাণপণ লড়িতাম। এরূপ অবস্থায় জয়কৃষ্ণকে দোষই বা দিই কি করিয়া। যাহার কোন স্বত্বই নাই, সেই বা ফাঁকি দিয়া জমি ভোগ করিবে কেন? জয়কৃষ্ণ সাহেবী ধরণের জমিদার। রাস্তা, ঘাট, স্কুল ইত্যাদি প্রজার মঙ্গলকর কার্য্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণতঃ লোকে যাহাকে সদ্ব্যয় বলে, জয়কৃষ্ণ সে দিকে যাইতেন না। স্থায়ী উন্নতির দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল।' আমাদের বিশ্বাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণনাই জয়কৃষ্ণ-চরিতের প্রকৃত অনুলিপি, ইহার নির্ভীকতা ও প্রজাবৎসলতা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প শুনা যায়। স্থানাভাবে আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম না। পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই রেবারেণ্ড লালবিহারী দে কৃত "গোবিন্দ সামন্ত" ও বেঙ্গল পেজেণ্ট লাইফ্ পড়িয়া থাকিবেন। কথিত আছে বঙ্গীয় নিম্ন শ্রেণীর প্রজাপুঞ্জের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ, তাহারা কিরূপ ভাবে কাল যাপন করিতেছে তাহারই পরিজ্ঞানের নিমিত্ত ইনি "দে" মহাশয়কে বঙ্গীয় কৃষক-জীবনী লিখিতে অনুরোধ করেন *। নানা প্রকার শাস্ত্রানুশীলনে তিনি অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন। যে সময়ে বঙ্গের অনেক বিলাসী জমিদার বিলাস লইয়া বিহ্বল এবং প্রমোদে মাতোয়ারা, সে সময়ে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্বাধ্যায় লইয়া ব্যস্ত। এই অধ্যয়নশীলতাতেই তিনি শেষে অন্ধ হইয়া যান।

* "দে" মহাশয়কে অনুরোধ করা হয় নাই। প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠত্ব হেতু উক্ত প্রবন্ধের তিনি পুরস্কৃত হইয়াছিলেন।

অন্ধাবস্থায় ভাল ভাল গ্রন্থ ও দেশের সমস্ত ইংরাজী, বাঙ্গালা, ও হিন্দী সংবাদ-পত্র তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইবার জন্য পাঠক নিযুক্ত ছিল। পাঠক কাছে বসিয়া পড়িতেন, ইনি শুনিতেন, এরূপ বিদ্যোৎসাহী জমিদার বঙ্গে কয় জন আছেন?' যাহাতে দেশে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার হয়, যাহাতে বঙ্গীয় কৃষককুল উন্নত হয়, যাহাতে বঙ্গদেশ হইতে দুঃখ দারিদ্র্য চলিয়া যায়, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হইয়া বাসগৃহ হইতে কুসংস্কার অন্তর্হিত হয়, সে বিষয়ে স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সমধিক যত্ন ও উৎসাহ ছিল। জয়কৃষ্ণ সাধারণ হিতকর কার্য্যে প্রাণের সহিত যোগ দিতেন। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার একজন প্রধান নেতা ছিলেন। যখন প্রথম বার কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন অশীতিপর অন্ধ জয়কৃষ্ণ যুবজনোচিত উৎসাহে মঞ্চে উপস্থিত থাকিয়া তাহার কার্য্যে যোগ দান করিয়াছিলেন।"

যে সকল লাখেরাজভোগীর উত্তম দলিল দস্তাবেজ থাকিত, জয়কৃষ্ণ তাহা দেখিবামাত্র তাঁহাদিগের জমি ছাড়িয়া দিতেন। একদা তিনি খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট রাধানগর গ্রামের রায়পরিবারদিগের কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি * ঐ জমির দলিল দস্তাবেজ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তদ্দর্শনে তাঁহাকে একবারে নিষ্কৃতিদান করিয়াছিলেন। এ প্রকার বহুল দৃষ্টান্ত অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

যাঁহারা বাজেয়াপ্ত জমির উৎকৃষ্ট দলিল দেখাইতে না পারিতেন, অথচ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রসিদ্ধ জমিদারের নিষ্কৃতি পত্র রাখিতেন, তাঁহাদিগকে যে তিনি একেবারে বঞ্চিত করিতেন তাহা নহে, জমির অবস্থানুসারে কিছু কিছু অর্থ লইয়া ছাড়িয়া দিতেন, কাহাকেও বা ভূমির উপযুক্ত মূল্য দিয়া আপনি ক্রয় করিয়া লইতেন। তাঁহার নিকট দলিলহীন লাখেরাজ জমির প্রায়ই অব্যাহতি ছিল না। মহলমধ্যে অন্যের মালিকী-স্বত্ব যতই অল্প থাকে তিনি তাহাকে জমিদারের পক্ষে ততই মঙ্গলজনক বোধ করিতেন; এই জন্যই করিতেন। জমিদারীর মধ্যে মালিকী-স্বত্বের পরিমাণ যথাসাধ্য হ্রাস করিবার চেষ্টা তদ্দারা জমিদারীর উন্নতি ও কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষসাধন দ্বারা প্রজাসাধারণের অবস্থা সংশোধন পক্ষে কোন অন্তরায় উপস্থিত হইত না।

---

* ইঁনি পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের পিতৃব্য।

যে সকল স্থলে তিনি দেখিতেন যে দলিলদস্তাবেজ-বিহীন লাখেরাজভোগী-গণ একেবারে পরিবার পরিপোষণের উপায় হারাইতেছেন, লাখেরাজ ভূমির স্বত্বলোপ হইলে তাঁহাদিগের দারিদ্র্যদুঃখ উপস্থিত হইবে, সে সকল স্থলে অত্যল্পমাত্র কর ধার্য্য করিয়া বাজেয়াপ্ত ভূমি তাঁহাদিগকেই প্রত্যর্পণ করিতেন।

জয়কৃষ্ণের লাখেরাজ বাজেয়াপ্তি সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কোন সময়ে তিনি এক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর রাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ জয়কৃষ্ণ বাবুর অসাধারণ মাতৃভক্তির কথা অবগত হইয়া উত্তরপাড়ায় আইসেন এবং কোন্ সময় জয়কৃষ্ণজননী গঙ্গাস্নানে আইসেন তাহারই অপেক্ষা করেন, যথাসময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন "মা আপনি রত্নগর্ভা,—রত্নের জ্যোতি স্নিগ্ধ ও রমণীয়, তাহার দাহিকাশক্তি থাকে না, তবে কেন মা! তদ্দ্বারা আমার দাহপীড়া জন্মিতেছে?" ইহার পর তিনি আপনার দুঃখের কথা সমস্তই বিস্তারিত জানাইলেন। রত্নপ্রসূতি দেবী বাড়ীতে আসিয়া জয়কৃষ্ণকে সে কথা বলিলেন। জয়কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে আনাইয়া তাঁহার সমস্ত জমি ছাড়িয়া দিলেন। জয়কৃষ্ণ বাবুর মাতৃভক্তির পরিসীমা ছিল না। মাতা তাঁহাকে যখন যাহা বলিয়াছেন, তিনি তখনই তাহা করিয়াছেন। মাতার অনুরোধে তিনি অনেক অসিদ্ধ লাখেরাজও ছাড়িয়া দিয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

কৃষি-হিত-ব্রত।

জমিদারী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জয়কৃষ্ণ বিষয়ামোদে মত্ত হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েন নাই। প্রজাহিতকামনায় তিনি নানা প্রকার সদ্বিষয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। দামোদর, শিলাই ও দারুকেশ্বর নদের প্লাবনপীড়নে তত্তত্তীরবর্ত্তী গ্রামগুলি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতি বৎসর বন্যার জলে গ্রাম সকল ভ'সিয়া যাইত, বহুল গো মনুষ্যাদির জীবন-হানি হইত, এক বৎসর যে স্থানে ধনধান্য-পূর্ণ কৃষককুলের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কুটীরপুঞ্জ অথবা নানা জাতীয় শ্যামল-শস্যক্ষেত্র দর্শন করিয়া চক্ষু জুড়াইত, যেস্থান একদিন হাস্য পরিহাস, আমোদ আহ্লাদ ও উৎসাহ-কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল, রাখালের গ্রাম্য গীতি ও যুবকের প্রণয় সঙ্গীত, এবং কৃষককামিনীর কলহ-কলরব যেখানে মুহূর্ত্তের জন্য বিরাম পাইত না, দৈনিক শ্রমান্তে কৃষকগণ নিজ নিজ নিকেতনে প্রত্যাগত হইলে তাহাদিগের পুত্রকন্যাগণের পিতৃ-সম্ভাষের আনন্দোচ্ছ্বাসে প্রতিদিন সায়ং সময়ে যে স্থান শব্দিত হইত, কৃষককন্যাগণের সান্ধ্য প্রদীপে দূর হইতে তারকাখচিত নভোমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইত, যে স্থান এক সময়ে আশা উৎসাহ সুখদুঃখাদির বিহারক্ষেত্র ছিল, পর বর্ষে হয় ত সে স্থান জনসমাগম-শূন্য ও বালুকা-রাশি-পরিপূর্ণ হইয়া ধূ ধূ করিত; অথবা কাশাদি তৃণরাশি সমাচ্ছন্ন অরণ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইত, না হয়, বহুদূর ব্যাপী জলাশয়ে পরিণত হইত।

সেকালে দামোদর নদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পূর্ব্বদিকে হুগলী, শ্রীরামপুর প্রভৃতি নগরের নিকটবর্ত্তী বহুসংখ্যক স্থান জলমগ্ন করিত। ইতিপূর্ব্বে ঐ জলরাশি বৈদ্য-বাটী ও বালীর খাল দিয়া গঙ্গায় পড়িত, কিন্তু ক্রমে শেষোক্ত খাল দুইটী ভরাট হইয়া আসিলে প্লাবনবারি নানা স্থানে সঞ্চিত থাকিয়া কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ হানি জন্মাইত। বর্ষা চারি মাস, এমন কি, তাহার পরেও দুই তিন মাস ঐ জল শুকাইত না, তজ্জন্য তথায় শস্য জন্মিতে পারিত না, লোকজনের গতায়াতের সুবিধাও ঘটিত না। বড় বেশী দিনের কথা নয়, বৈদ্যবাটীর নিকটে "ডানকুনির" জলা, এবং হাওড়া জেলার অভ্যন্তরবর্ত্তী ডোমজুড় ও

জগৎবল্লভপুর থানায় প্রসিদ্ধ "বাদাভূমি" পাঠকবর্গের অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঐ সকল স্থানের কি ভয়ানক অবস্থাই ছিল!

দশশালা বন্দোবস্তের সময় হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ বর্দ্ধমানাধিপের জমিদারী ভুক্ত ছিল। ঐ সময়ে মহারাজার সহিত গবর্ণমেণ্টের যে রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয় তাহা হইতে বার্ষিক ৭০ হাজার টাকা দামোদর, দারুকেশ্বর ও শিলাই নদীর বাঁধের জন্য বাদ দেওয়া হয়। তদনুসারে মহারাজা আপন ব্যয়ে উক্ত নদ নদীগুলির বাঁধ প্রস্তুত ও মেরামতাদি করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপেই চলে, কিন্তু তাহার পর মহারাজার দ্বারা কাজ ভাল হইতেছে না, এই অজুহতে গবর্ণমেণ্ট বাঁধ রক্ষার ভার আপন হাতে লইলেন, মহারাজাকে পূর্ব্বোক্ত ৭০ হাজার টাকা দিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে মহারাজার জমিদারী হইতে মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া ও মণ্ডলঘাট পরগণা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল বলিয়া বার্ষিক ৫৩ হাজার টাকা তাঁহার অংশে পড়িল। সেই অবধি গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকা বৎসর বৎসর মহারাজার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অদ্যাপি সেই সকল স্থানে বন্যা নিবারণের কোন্ উপায়ই করা হয় নাই। প্রতি বৎসরই দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিতেছে দেখিয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে উহার উভয় পার্শ্বে, দেবখাত হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা দূরে বড় আকারের বাঁধ প্রস্তুত করা হয়। তাহাতেও বন্যা নিবৃত্তি পাইল না,—বাঁধ পূর্ব্ববৎ ভাঙ্গিতে লাগিল।

উপরোক্ত নদনদীগুলির বন্যা নিবারণের জন্য মনোনিবেশ করিয়া ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি জয়কৃষ্ণ মেদিনীপুর জেলার কল্‌মিজোল বাঁধের এক্সিকিউটিভ্ এঞ্জিনিয়ার "কাপ্তেন পট্স্" সাহেবের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে শিলাই নদীর বন্যায় মথুরাপুরের দক্ষিণ ও পশ্চিম যাবতীয় মহলের প্রভূত ক্ষতির উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতীকার প্রার্থনা থাকে। গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণের দীর্ঘসূত্রিতা হেতু তাহার উত্তর না পাইয়া তিনি পর বৎসর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি পুনরায় মেদিনীপুরের এঞ্জিনিয়ার কাপ্তেন স্পেলকে লিখিয়া তাহাতে পূর্ণকাম হইতে পারিলেন না। পরিশেষে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার মেং কর্ণেল গুডউইন্ সাহেবকে সমস্ত ব্যাপার অবগত করিলেন। তাহাতেও কিছু হইল না দেখিয়া জয়কৃষ্ণ আপন ব্যয়ে অনেকটা বাঁধ বাঁধাইয়া

লিখিতেও লাগিলেন। এইরূপ অবচ্ছিন্ন ও অবিভিন্ন চেষ্টাবলে দীর্ঘকালের পর তিনি আপন উদ্দেশ্য সাধন করিয়া উক্ত অঞ্চলের কৃষকগণের চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল দামোদরের বন্যার জলে হুগলী, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী প্রভৃতি স্থানের শস্যহানি ও প্রজাকষ্ট দূর করিবার জন্য বালী ও বৈদ্যবাটীর খালের মুখ একত্র করিয়া যাহাতে বন্যাজলের সহিত একাধারে উক্ত দুই নদীর সমস্ত জল হাওড়ার দক্ষিণবর্ত্তী কোন স্থানে হুগলী নদীতে নিক্ষিপ্ত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য তিনি হাওড়ার ফেরিফণ্ড কমিটীর তদানীন্তন সেক্রেটরী ই, জেঙ্কিন্স সাহেবের নিকট এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই ডানকুনি ও রাজাপুর কেনালের সূত্রপাত। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে গবর্ণমেণ্ট-সমীপে কোন ব্যয়সাধ্য বিষয়ের প্রস্তাব করিলে প্রথমে কর্ত্তাদিগের তাহাতে কর্ণপাত হয় না। ইহা বুঝিয়াই জয়কৃষ্ণ যখনই ঐরূপ কোন কর্ম্মের প্রস্তাব করিতেন, তখনই আপনি কতদূর সাহায্য করিতে পারিবেন তাহা প্রস্তাবনা পত্রে উল্লেখ করিতেন, উপস্থিত ক্ষেত্রেও তাহাই করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি ব্যাপার বড় গুরুতর দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট কিছুকাল নীরব রহিলেন, কিন্তু জয়কৃষ্ণ কিছুতেই নীরব থাকিবার লোক ছিলেন না। তিনি উপর্য্যুপরি লিখিতে লাগিলেন, এবং সংবাদপত্রে উহার উপকারিতা সম্বন্ধে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ডানকুনি কেনাল এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজাপুর কেনাল সম্পূর্ণ হইল। তদবধি আর জগৎবল্লভপুরের বাদায় বা ডানকুনির জলায় আষাঢ় হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ডোঙ্গা সাল্‌তি চলে না; মাছ ধরিবার জন্য লোকে জলের উপর মাচা বাঁধিয়া বাস করে না, কুম্ভীরাদির ভয়ে আর বাদাভূমিতে কাহাকেও পাদার্পণে সঙ্কোচ করিতে হয় না। সেই জলময় বাদা আজি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষক এখন মনের উল্লাসে বহুদিনের ক্ষতি পূরণ করিয়া লইতেছে, বহুদিন জলমগ্ন থাকিয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি প্রভূত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাতে নানা জাতীয় শস্য উৎপন্ন হইতেছে। বাদা জয়কৃষ্ণ বাবুর কল্যাণেই স্বর্ণভূমি হইয়াছে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে যখন ইষ্টইণ্ডিয়া রেল পথের পত্তন হয় তখন হইতে দামোদরের পশ্চিম অপেক্ষা পূর্ব্বদিগের বাঁধের উপর গবর্ণমেণ্টের অধিক

দৃষ্টি পড়িল, ঐ বাঁধটাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য অধিকতর চেষ্টা হইতে লাগিল, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল, প্রতি বৎসর বর্ষাকালে দামোদরের বন্যায় উভয় পার্শ্বেরই বাঁধ ভাঙ্গিতে লাগিল। পূর্ব্বদিকের বাঁধ ভাঙ্গিয়া রেলপথ প্লাবিত করিত, তদ্দ্বারা গাড়ী যাতায়াতের বিঘ্ন জন্মিত, কখন বা উহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। উহার কোন প্রতীকার করিতে না পারিয়া গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত-বিভাগের কর্ম্মচারীগণ একবারে তাহাতে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন এবং পূর্ব্বদিকের বাঁধের বিঘ্নবিপত্তি খণ্ডনজন্য গবর্ণমেণ্টকে পশ্চিমদিকের বাঁধ একবারে ভাঙ্গিয়া দিবার যুক্তি দিলেন। গবর্ণমেণ্টও দামোদরের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীবাসীগণের দুঃখ না ভাবিয়া তাহাতে সম্মতি দিয়া বসিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাদিপুরের কিছু দক্ষিণে কৃষ্ণ-পুরের বাঁধ ভাঙ্গিল; গবর্ণমেণ্ট তাহা মেরামত করিবার কোন ব্যবস্থাই করিলেন না দেখিয়া জয়কৃষ্ণ বাবু তজ্জন্য ঘোরতর আপত্তি উত্থাপিত করি-লেন। তিনি ঐ বৎসর ১৭ই জুলাই লেঃ গবর্ণরের নিকট যে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দেন যে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের সহিত বাঁধ সম্বন্ধে বর্দ্ধমানের মহারাজার যে মীমাংসা হয় তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কেবল মাত্র তাঁহার অধিকারের মধ্যে যে পুরাতন বাঁধ গুলির রক্ষা ও সংস্কার করিবেন তাহা নহে, আবশ্যক হইলে নূতন বাঁধ প্রস্তুত করিয়া বন্যা নিবারণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি পালন জন্য গবর্ণ-মেণ্ট যে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য, তাহা অকাতরে লিখিয়াছিলেন *। জয়কৃষ্ণ যত দিন জীবিত ছিলেন তজ্জন্য তত দিন যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই, কিন্তু পরিশেষে গবর্ণমেণ্ট উহাতে বধিরতা অবলম্বন করিলেন। সুতরাং আজিও দামোদরের পশ্চিমতীরবর্ত্তী বহুল গ্রামবাসী বর্ষাকালে আপনা-দিগের ধন প্রাণ লইয়া সশঙ্কচিত্তে কাল যাপন করিতেছে।

প্রায় ইহারই সমসময়ে জয়কৃষ্ণ আর কতকগুলি সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া-ছিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতে বর্দ্ধমান জেলার সেলিমাবাদ নামক স্থানে দামোদর হইতে একটি শাখা নদী প্রবাহিত হইয়া হুগলী ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়া ৪০ মাইল পথ পরিভ্রমণান্তে নসরাই নামক স্থানে হুগলী নদীতে মিলিত হইয়াছে। এরূপও শুনিতে পাওয়া যায় যে উহাই আদিম দামোদর কালক্রমে

* "খ" চিহ্নিত পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

ভরাট হইলে দামোদরের বেগ বর্ত্তমান পথে প্রবাহিত হইতেছে। এরূপ হইলেও কাণা দামোদরের জলে তত্তীরবর্ত্তী সহস্র সহস্র লোকের জলকষ্ট দূর হইত, সুদূরপ্রসারিত শস্যক্ষেত্র ধান্যধনে পরিপূর্ণ হইত, সামান্যতঃ তদ্দ্বারা তাহাদিগের অন্নজলের সংস্থান হইত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারীগণ দামোদরের পূর্ব্ব পারের বন্যা নিবারণ উপলক্ষে মহান্ অনিষ্ট সংঘটন করিয়াছিলেন, কাণা দামোদরের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দামোদরের সহিত একেবারে উহার সকল সংস্রব ঘুচাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে কাণার জলস্রোত একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, উহাতে যে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হইত নানা জাতীয় জলজ উদ্ভিদে তাহাও পানের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল, বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতুতে উহা একবারে শুকাইয়া যাইত, এজন্য কৃষিকার্য্যের কোন উপকারই হইত না। অধিকন্তু তদুদ্গত বাষ্পরাশি বায়ুমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইয়া তীরবাসীদিগের স্বাস্থ্যহানি জন্মাইত। হুগলী জেলায়-সঞ্চারী জ্বরে যে লক্ষ লক্ষ লোকের অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে কাণা দামোদরের গতিরোধ এবং পূর্ব্বোক্ত দুইটী "বাদা ভূমির" আর্দ্রতাই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

জয়কৃষ্ণ হুগলী ও হাওড়া জেলার মফস্বলবাসীদিগের এই মহান্ অভাব ও অপকারিতা দূর করিবার জন্য ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন উক্ত নদীর মোহনা খুলিয়া দিবার জন্য দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল গুডউইনের নিকট আবেদন প্রেরণ করেন। আমাদিগের দেশের রাজকীয় কার্য্যকারকগণের দীর্ঘসূত্রিতা চিরপ্রসিদ্ধ। আজি কালি করিয়া কত কাল কাটিয়া গেল। কিন্তু জয়কৃষ্ণ যাহা ধরিতেন তাহা ছাড়িবার লোক ছিলেন না; সুতরাং তিনি সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার হইতে রেবিনিউ বোর্ড, রেবিনিউ বোর্ড হইতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। চল্লিশ মাইল প্রসারিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড হইতে ম্যালেরিয়া দূর হইল, গো মনুষ্যের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের সুবিধা ঘটিল। সকলে দুই হাত তুলিয়া জয়কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

জয়কৃষ্ণের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার যে সকল প্রাচীন খাল বিল অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে সে সকলেরই সংস্কার দ্বারা তত্তৎ স্থানে কৃষিকার্য্য ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন করেন,

এবং তজ্জন্য তিনি যাবজ্জীবন অকাতরে শ্রম ও অর্থ ব্যয়ও করিয়া গিয়াছেন। প্রায় সকল স্থলেই তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে হুগলী জেলার তৎকালিক কালেক্টর মিঃ এ, ভি, পামর সাহেব কোন্ কোন্ নদীতে বার মাস নৌকাদি জলযান যাতায়াত করিতে পারে, এবং যদি সেরূপ কোন নদী না থাকে, তবে কি উপায়ে অন্যান্য নদীগুলিকে তদুপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহা জানিবার জন্য জয়কৃষ্ণকে এক পত্র লিখিয়া পাঠান। তদুত্তরে তিনি যে সারবান প্রত্যুত্তর প্রদান করেন তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল *। দামোদর, দারুকেশ্বর এবং রূপনারায়ণই হুগলী জেলার মধ্যে সমধিক বৃহৎ এবং স্রোতস্বান্। উহাদিগকে কৃত্রিম উপায়ে বারমাস জলযান বহনোপযোগী করিতে হইলে বহুল অর্থব্যয় স্বীকার করিতে হইবে, তাহা করিলেও এই সকল নদ দীর্ঘকাল সেরূপ অবস্থায় থাকিবে না, কারণ উহাদিগের জল পললময়, অচিরকাল মধ্যেই তদ্দারা তাহাদের খাত ভরাট হইয়া যাইবে। অধিকন্তু কাণা দারুকেশ্বর, সরস্বতী, ঘিয়া, অন্নদা প্রভৃতি কয়েকটি নদীর সংস্কার দ্বারা যে পানীয় জলের এবং কৃষিকার্য্যের প্রভূত উপকার সাধন হইবে তিনি তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন।

তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, অবিশ্রান্ত উদ্যোগ, এবং অসামান্য শ্রমশীলতার জন্য গবর্ণমেণ্ট কখন কোন প্রস্তাব করিলে তিনি তাহাতে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইডেন কেনাল খাত জন্য জয়কৃষ্ণ গবর্ণমেণ্টের হস্তে দশ হাজার টাকা দান করেন। ইডেন কেনাল তাঁহার সকল মনোবাঞ্ছা প্রায় পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তদ্দারা সরস্বতী, ঘিয়া, অন্নদা, কুন্তী প্রভৃতি হুগলী জেলার শীর্ণকায়া সরিৎগুলি সুবিমল সলিলশালিনী হইয়াছে †। জাহানাবাদের পশ্চিম আমোদর এবং তারাজুলি নামে দুইটি ক্ষুদ্র নদী ভরাট হওয়ায় তৎপ্রদেশে কৃষিকার্য্যের বড়ই অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সংস্কার জন্য জয়কৃষ্ণ মেদিনীপুরের কালেক্টরকে লিখিয়া পাঠান। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই।

* "গ" চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ।

† এই কৃত্রিম সরিৎ বৰ্দ্ধমানের উত্তর জুজুটী নামক স্থানে দামোদর হইতে নির্গত হইয়া বৰ্দ্ধমান জেলার কয়েকটি নদী এবং হুগলী জেলার সরস্বতী, ঘিয়া, অন্নদা প্রভৃতি নদীগুলিকে জলপূর্ণ করত প্রবাহিত হইতেছে।

তিনি কৃষিকার্য্যের অভাব ও অসুবিধার বিষয় অবগত হইবামাত্র তাহার প্রতীকারের জন্য কোন একটা উপায় অবলম্বন না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না।

কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন জন্য জয়কৃষ্ণ কত যে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহা লিখিতে লেখনীর ক্লান্তি জন্মে। তিনি এদেশে নানা জাতীয় নূতন শস্য ফল মূলাদির চাস করিবার পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়া কৃষকগণের লাভের পথ প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন। এককালে গোল আলুর মত জিনিষের চাস এদেশে অতি অল্পই ছিল। অশীতিপর বৃদ্ধের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যাটি সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এদেশে কেহ উহার নাম মাত্র জানিতেন না। প্রথমতঃ দুই এক স্থলে উহার চাস আরব্ধ হয়, তাহার পর জয়কৃষ্ণ উহা বিশেষ লাভজনক বিবেচনা করিয়া আপনার জমিদারীর যে যে স্থানে আলু উৎপাদনের উপযুক্ত জমি দেখিতেন, সেই সেই স্থানেই প্রজাদিগকে উহার চাস করিবার উপদেশ দিতেন ; কিছুদিন অনেকেই উহাতে অনাস্থা প্রদর্শন করে, তাহাতে তিনি ক্ষতির দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করেন এবং যেরূপ উপায়ে প্রচুর আলু উৎপাদন করা যাইতে পারে, তাহার উপযুক্ত উপদেশ দিয়া নায়েব গমস্তাগণকে সতর্ক করিয়া দেন তাঁহারা যেন উহাদিগের কার্য্য প্রণালীর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। এইরূপে আলুর চাসে তাঁহার প্রজাগণকে প্রভূত লাভবান্ হইতে দেখিয়া অন্যান্য স্থানের কৃষকেরাও তাহাতে মনোনিবেশ করে। এখন এদেশের যেখানে সেখানে আলুর চাস হইতেছে। এই প্রকারে তিনিই প্রথম এদেশে শামসাড়া আক, পাট, বিলাতী কুমড়া, শিশু, শাল, সেগুণ প্রভৃতি বৃক্ষের চাস শিক্ষা দিয়া কৃষকদিগের নূতন নূতন আয়ের পথ বাহির করিয়া গিয়াছেন।

নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময় ভুমিতে কোন ফসলই ফলিতে পারে না বলিয়া এদেশের কৃষকদিগের একটা ধারণা ছিল, কিন্তু সেই সকল জমিতে আজি কালি যে, সমস্ত ফসলই জন্মিতেছে সে কেবল জয়কৃষ্ণ বাবুর উদ্যোগের ফল। তিনি এইরূপে অনেক পতিত জমির উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। জয়কৃষ্ণ বড়ই অধ্যয়নশীল ছিলেন। সাংসারিক ও বৈষয়িক নানা কাজের মধ্যে নূতন নূতন গ্রন্থ এবং দেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদ পত্র পাঠ তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তিনি ইংরেজী ভাষার কৃষিবিষয়ক নানাবিধ পুস্তক হইতে ভূমির প্রকৃতি, বীজের অবস্থা, জলসেচন ও ভুমিকর্ষণ প্রণালী, সার প্রদান

পদ্ধতি প্রভৃতি তত্ত্ব অবগত হইয়া তদনুসারে আপনার উত্তরপাড়ার উদ্যান বাটিকায় অগ্রে বিদেশীয় দ্রব্যের চাস করিতেন, তাহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিলে মহলে মহলে প্রজাগণ যাহাতে সেই সকল জিনিষের চাষ করে, গমস্তাদিগের দ্বারা তাহার চেষ্টা করিতেন, তজ্জন্য বীজ ও উপদেশ পত্র জমিদারীর প্রত্যেক স্থানে পাঠাইয়া দিতেন, আবশ্যক বিবেচনা করিলে প্রধান চাষীদিগকে কখন কখন উত্তরপাড়ায় আনাইয়া অথবা আপনি যখন মফস্বলে যাইতেন, তখন স্বয়ং কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে সেই সকল বিষয়ে উপদেশ দিতেন, এবং চাসের সময় হইলে স্বহস্তে তাহা দেখাইয়া দিতেও ত্রুটি করিতেন না। তিনি মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগে কৃষিতত্ত্ব বিষয়ক Agriculture of Bengal নামে একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করেন, তাহাতে দেশীয় কৃষিপদ্ধতি অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।

জয়কৃষ্ণ বাবুর জমিদার-দুর্লভ উদ্যোগ ও অনুষ্ঠানের বিষয় অবগত হইয়া কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জানিতে বা কোন বিষয় পরীক্ষা করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। তিনিও সকল অবস্থায় এবং সকল সময়েই প্রাণপণে তাহা সমাধা করিয়া দিতেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে হুগলীর মাজিষ্ট্রেট এ, উইকস্ সাহেব এ দেশের কোন্ কোন্ জিনিস হইতে কি কি প্রকারে রং প্রস্তুত হইতে পারে তাহা লিখিয়া পাঠাইবার জন্য জয়কৃষ্ণ বাবুকে অনুরোধ করেন। তিনি এদেশের প্রচলিত যাবতীয় রঞ্জক দ্রব্যের বর্ণনা করিয়া পরিশেষে ফণিমনসা সম্বন্ধে অনেকগুলি নূতন কথার উল্লেখ করেন; সে সকল কথা ইতিপূর্ব্বে কখন লেখাপড়ার মধ্যে আইসে নাই। এই জাতীয় উদ্ভিদে একপ্রকার কীট থাকে তাহাদের "লালা" হইতে এই রং প্রস্তুত হয়। ইহা দেখিতে গোলাপী এবং পুরাতন শাল রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্ট যখন যেখানে কোন কৃষিপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিতেন, তখন তথায় জয়কৃষ্ণ বাবুকে সাদরে আহ্বান করিতেন এবং তিনিও প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাহার সকল কার্য্য উদ্ধার করিয়া দিতেন এবং কি স্বদেশ, কি বিদেশ সর্ব্বত্র আপন কৃতিত্ব প্রদর্শনে প্রচুর সুখ্যাতি লাভে সমর্থ হইতেন।

* Cactus Indica is a very valuable coloring matter is got by the juice of the insects found in this plant,—The dye is of a rosy hue, and is used for coloring old shawls.

ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং ভারতের নানা স্থানে যে সকল কৃষি-প্রদর্শনী হইয়াছিল জয়কৃষ্ণ তাহাদের সকল গুলিতেই গবর্ণমেণ্টের প্রভূত ধন্যবাদ লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান কৃষি-প্রদর্শনীতে বঙ্গের তদানীন্তন গবর্ণর সার্ সেসিল বিডন সাহেবের বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জয়কৃষ্ণ প্রতিবৎসর মফস্বলের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে বঙ্গীয় কৃষকের দারিদ্র্য দুঃখ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া পশ্চাৎ তৎপ্রতীকার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। তাহাদিগের দুর্দ্দশা-কাহিনী দুঃখকাতর ইংরেজজাতির আবালবৃদ্ধ বনিতার গোচর করিবার জন্য তিনি বঙ্গীয় কৃষকজীবন অতি প্রাঞ্জল ও সুললিত ইংরেজিতে বর্ণনা করিবার জন্য ৫০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইবে তাঁহাকেই উক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। তখন এ দেশে ইংরেজী ভাষায় কৃতবিদ্য ব্যক্তির অভাব ছিল না। অনেকেই তজ্জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। প্রথিতনামা রেবঃ লালবিহারী দের প্রবন্ধই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হয়। ইহার নায়ক গোবিন্দ সামন্ত নামে এক জন কৃষক, তদনুসারে প্রথমতঃ উহার নামকরণ হইয়াছিল "গোবিন্দ সামন্ত"। বঙ্গবাসীর মধ্যে উহা ঐ নামেই সমধিক সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে উহার নাম Bengal Peasant Life বঙ্গীয় কৃষক জীবন রাখা হইয়াছে। উপরোক্ত পুরস্কার ব্যতীত এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের জন্য জয়কৃষ্ণ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সাধারণ হিতানুষ্ঠান।

জয়কৃষ্ণের সাধারণ হিতজনক কার্য্যের উল্লেখ করিয়া শেষ করা যায় না। পাশ্চত্য শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপাড়ার অনেকেই সুশিক্ষা লাভ করিয়া আপনাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গঙ্গাতীরবর্ত্তী এবং রাজধানীর অনতিদূরবর্ত্তী বলিয়া অনেক অবস্থাপন্ন লোক আসিয়া এখানে বাস করিতে থাকেন, এইরূপে গ্রামের আয়তন ও অবস্থা উত্তরোত্তর সমধিক উন্নত হইতেছে দেখিয়া জয়কৃষ্ণ অতুল আনন্দ লাভ করেন। তাঁহার আবাল্যপোষিত আকাঙ্ক্ষা এতদিনে পূর্ণ হইতে লাগিল। গ্রামের যেখানে সেখানে ইষ্টকালয়, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, এবং শ্রীসমৃদ্ধি দেখিয়া কোন্ স্বদেশহিতৈষীর অন্তঃকরণ আহ্লাদে উৎফুল্ল না হয়। উত্তরপাড়ার অবস্থার উন্নতি সহকারে তথায় উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, রাস্তা ঘাট, ডাকঘর প্রভৃতি সংস্থাপিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ আমরা যথাস্থানে তাহাদের বিস্তৃত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জয়কৃষ্ণ বালীখালের উপর একটি সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মাণের অনুষ্ঠান করিয়া তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে দশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বালী হইতে শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী আছে তাহার উপর দিয়া যাহাতে গাড়ী ঘোড়া চলিতে পারে এরূপ ভাবে তাহার সংস্কারের চেষ্টা করেন এবং অনতিকাল বিলম্বে উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে। তদ্ব্যতীত উত্তর-পাড়ার অন্যান্য অনেকগুলি ছোট বড় রাস্তা প্রস্তুত হয় ও উহাদিগকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়, এবং গ্রাম্য জলাশয় গুলির অস্বাস্থ্যকারিতা নিবারণ ও সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতির অনুষ্ঠান হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর তিনি শ্রীরামপুরের তদানীন্তন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সি, টি, বাক্‌লণ্ড সাহেবের নিকট ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬ আইন জারি করিয়া উত্তর-পাড়া পল্লীকে সহরের স্বত্বাধিকার প্রদানের প্রার্থনা করেন। এজন্য তাঁহাকে কয়েক জন আত্মীয় অন্তরঙ্গের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া জন্মভূমির অঙ্গসৌষ্ঠব ও অভাব বিমোচনের

জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন। উত্তরপাড়ার উন্নতিকল্পে তাঁহার জীবনকাল মধ্যে যে কোন সদনুষ্ঠান হইয়াছে প্রায় সে সকলেরই মূলে জয়কৃষ্ণ ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক উদ্যোগ ব্যতীত কোন কার্য্যই সমাধা পায় নাই। এই সকল হিতকর কার্য্যে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহার অধিকাংশই তিনি স্বয়ং বহন করিয়াছেন, অবস্থা বিশেষে সাধারণ সাহায্যও গৃহীত হইয়াছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি উত্তরপাড়ার বাজারটিকে ইষ্টকরচিত করিবার জন্য ইচ্ছা করেন। অচিরকাল মধ্যেই কার্য্যে পরিণত হয়। উহাতে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহার সমুদায়ই তিনি আপনি দিয়াছিলেন।

হুগলী জেলার মধ্যে আজি পর্য্যন্ত যতগুলি নূতন রথ নির্ম্মিত হইয়াছে, যত গুলি পুরাতন রাস্তার সংস্কার হইয়াছে, এবং বর্দ্ধমান জেলার যে কয়েকটি রাস্তা নির্ম্মাণ ও পুরাতন রাস্তার সংস্কার হইয়াছে জয়কৃষ্ণ সেই সকলেই বহুল অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এই সমস্ত সদনুষ্ঠানের উদ্ভাবন কর্ত্তা ও প্রধান উদ্যোগী জয়কৃষ্ণ বাবু। হাওড়া হইতে শ্রীরামপুর; শ্রীরামপুর হইতে চণ্ডীতলা অধিকার করে; নরাই হইতে নিত্যানন্দপুর; হুগলী হইতে বারবাসিনী, ধন্যাখালী; বালী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে জনাই, এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তা জয়কৃষ্ণের ঐকান্তিক যত্ন ও অসাধারণ উদ্যোগের নিদর্শন। তদ্ব্যতীত বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া, মেদিনীপুর এবং মহারাষ্ট্র-মহিলা অহল্যা বাইয়ের কীর্ত্তি প্রাচীন বারাণসী পথের সংস্কার জন্য জয়কৃষ্ণ সাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট বহু দিন হইতে শেষোক্ত রাস্তাটি সংস্কার কার্য্যে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এ দেশের মফস্বলের সকল গ্রামে সুবিধা মত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয় না; এজন্য পল্লিবাসীগণকে সকল সময়েই নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কৃষিজীবীরা আপনাদিগের কৃষিজাত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় ও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য বহু দূরবর্ত্তী স্থানে গমনাগমন করিবার কষ্ট ভোগ করে, তাহাদের শারীরিক শ্রমের অতিরিক্ত সময়ের ক্ষতি নিতান্ত অসহ্য দেখিয়া জয়কৃষ্ণ আপন জমিদারীর নানা স্থানে হাট ও বাজারের পত্তন করেন। হাট বাজার স্থাপনে বহুল অর্থক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। দোকানী পসারীদিগকে পণ্য দ্রব্য ক্রয়ের জন্য মূলধন সরবরাহ করিতে; তাহাদিগের ক্রয় বিক্রয়ের জন্য রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য ক্রেতা বিক্রেতার আশ্রয় স্থান প্রস্তুত করিতে যে অগ্রিম অর্থ

ব্যয়ের প্রয়োজন, সে সমস্তই তিনি অকাতরে নির্ব্বাহ করিতেন। হাট বাজার স্থায়ী হইলে অবশ্য লাভের সম্ভাবনা বটে, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে ক্ষতির ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া মুক্তহস্ততা প্রদর্শন করিতে হয়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জয়কৃষ্ণ আপন জন্মভূমি উত্তরপাড়া ও তন্নিকটবর্ত্তী জনসাধারণের হিতার্থে বার্ষিক তিন হাজার টাকা উপস্বত্বের জমিদারী গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিয়া তথায় একটি অতি উৎকৃষ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তাহাতে সে কালের এক জন সব্ আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও কয়েক জন কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত হয়েন। তদ্দ্বারা নিত্য শত শত রোগীর চিকিৎসা চলিতেছে, এবং অনাথ আশ্রয়হীন ১৪টি রোগী অশন, বসন ও পথ্যৌষধ পাইয়া চিকিৎসালয়ে অবস্থিতি করিতেছে। চিকিৎসালয়ের জন্য যে একটি অট্টালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। উপরে ডিস্পেন্সারীর ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে সপরিবারে অবস্থিতি করিবার উপযুক্ত পরম রমণীয় আবাস, নিম্নে রোগী-দিগের আশ্রম। তাহাদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য যত দূর সুবন্দোবস্ত হইতে পারে তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই।

হুগলী জেলায় সংক্রামক জ্বর সর্ব্বব্যাপীরূপে প্রাদুর্ভূত হইবার পূর্ব্বে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি জয়কৃষ্ণ উহার নানা স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন জন্য একটি সভা সংস্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন, এবং স্বয়ং গবর্ণমেণ্টের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার অত্যাবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। এ দেশের লোক অধিকাংশই নির্ধন, অতি কষ্টে আপনাদিগের উদরান্নের সংস্থান দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; তাহার উপর পীড়িতাবস্থায় পথ্যৌষধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া চিকিৎসকের বেতন দিতে নিতান্ত অসমর্থ। এদেশে যাঁহারা মধ্যশ্রেণীর লোক বলিয়া পরিগণিত তাঁহাদিগের অনেকেরই এই দশা। এই উভয় শ্রেণীস্থ লোকের জীবনরক্ষার উপায়াবলম্বনে উদাসীন থাকিলে মধ্যবর্ত্তী ও দীনদরিদ্রের প্রতি ধনীর কর্ত্তব্যপালনের ত্রুটি করা হয় বুঝিয়া তিনি অকাতরে কতকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিবার জন্য প্রচুর অর্থ দান অঙ্গীকার করেন। তাঁহার পরদুঃখ-কাতরতা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার প্রার্থনা মত হুগলী জেলার বঁইচি, দ্বারবাসিনী, ভদ্রেশ্বর, ধন্যাখালী, হরিপাল ও

চন্দ্রকোণা এই ছয়টী স্থানে ছয়টী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিলেন।

ইং ১৮৬৪ বাঙ্গালা ১২৭১ সালের ২০শে আশ্বিন শুক্লপঞ্চমীর দিন নিম্ন বঙ্গে যে চারিঘণ্টা কালস্থায়ী ঝটিকায় তৎপ্রদেশ রসাতল গত করিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। তাহাতে অতি অল্প লোকেরই ঘর বাড়ী রক্ষা পাইয়াছিল; বৃক্ষবল্লী সমুদায় সমভূম হইয়াছিল—কত জনক জননী পুত্রকন্যা-বিয়োগে হাহাকার করিয়াছিলেন,—কত বালক বালিকা পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ-জনিত সকরুণ রোদন ধ্বনিতে পাষাণ হৃদয়েও দয়ার উদ্রেক করিয়াছিল, কত স্বামীশোকবিধুরা বরাঙ্গনার মর্ম্মভেদী হৃদয়োচ্ছ্বাসে বনের পশু, বৃক্ষের বিহঙ্গও কাঁদিয়াছিল। ধরিত্রী-গাত্রে, এবং নদনদীবক্ষে গতাসু নরদেহ দর্শনে দুঃসাহসিকেরও আতঙ্ক উৎপাদন করিয়াছিল, কত লোক সর্ব্বস্বান্ত ও পথের ভিখারী হইয়াছিল। এই বিষম বিপৎপাতে হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি কয়েকটি জেলার লক্ষাধিক লোকের জীবনহানি হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে প্রজাদুঃখকাতর জয়কৃষ্ণ আপন্ন জনের আশ্রয় হইয়া তাহাদিগের গৃহাদি প্রস্তুত জন্য অকাতরে অর্থদান দ্বারা প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিলেন এবং কত প্রজার খাজনা মাপ করিয়া দিয়াছিলেন।

উপরোক্ত অত্যাপাতে প্রভূত সঞ্চিত শস্য নষ্ট হইয়াছিল, ক্ষেত্রস্থ আশু ও হৈমন্তিক ধান্যের ধ্বংসাবশিষ্ট চারাগুলি উত্তমরূপ শস্য প্রসব করিতে পারিল না, তাহার উপর পরবৎসর ১২৭২ সালে অনাবৃষ্টি হইল, ভাদ্র আশ্বিন দুই মাস বৃষ্টি হইল না, সমস্ত ধানের চারা শুকাইয়া গেল। কাজে কাজেই বাঙ্গালা ১২৭৩ সালে বিকটমূর্ত্তিতে দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। নিম্ন শ্রেণীর লোকে সিদ্ধ পাটশাক কচুপাতা খাইয়া যত দিন পারিল জীবন ধারণ করিল; ক্রমে তাহাও যখন ফুরাইল, তখন চতুর্দ্দিকে আবাল বৃদ্ধ বনিতার আর্ত্তনাদে আকাশমণ্ডল কাঁপিয়া উঠিল। পথে ঘাটে মাঠে যেখানে সেখানে অন্নক্লিষ্টের আকৃতি দেখিয়া আতঙ্ক জন্মিতে লাগিল, তাহাদের শরীর শীর্ণ, চর্ম্মাবৃত কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট,—চক্ষু কোটরগত;—দন্ত বহির্গত, জঠরাগ্নির জ্বালায় পকাশয়াদি যন্ত্র পর্য্যন্ত যেন সমস্তই জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; বর্ণ মলিন, মুখশ্রী ভীতিব্যঞ্জক, দৃষ্টি যেন কিছুই চিনে না। কুলকামিনীরা স্বজাতিসুলভ লজ্জায় জলাঞ্জলি দিলেন; স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা দলবদ্ধ

হইয়া গ্রামে গ্রামে বেড়াইতে লাগিল। কত বড় বড় গৃহস্থ নিরন্ন হইয়া পড়িল, সোনা রূপা কেহ কিনিতে চাহিল না, চাহিলেও তাহার উপযুক্ত মূল্য হইল না, মুষ্টিমেয় অন্ন মহামূল্য সামগ্রীর সম্মান পাইল। কত লোক আত্মহত্যা করিল, কত পিতা মাতা পুত্র কন্যা বেচিল। কি ভয়ানক দুঃসময়—এই সময়ে বঙ্গের ধনবানেরা অনেকেই যথাসাধ্য সাহায্য দানে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে জয়কৃষ্ণ একজন অগ্রগণ্য পুরুষ। তিনি দুর্ভিক্ষের সূচনা বুঝিয়া আপন জমিদারীর নানা স্থানে শস্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে প্রতিদিন সকল গৃহস্থের সংবাদ লইবার জন্য গ্রামের নায়েব গোমস্তার উপর বিশেষ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, পাত্র বিশেষে অর্থদান, ঋণদান, এবং তণ্ডুল বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কোন কোন স্থানে অন্নসত্রও উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। তিনি এই সকল অন্নসত্রের তত্ত্বাবধানভার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীগণের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন; যে যে স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রবল প্রকোপ হইয়াছিল সেই সেই স্থানে সদর হইতে আমলা পাঠাইয়া প্রজারক্ষার উপায় বিধান করিয়াছিলেন; এবং নিজের জমিদারী ব্যতীত অন্যান্য স্থানের অন্নকষ্ট নিবারণ জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে জয়কৃষ্ণ অনেক প্রজাকেই খাজানার দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজা হইয়া কেহই দুর্ভিক্ষের প্রবল পীড়ন সহ্য করে নাই। তাঁহার প্রজা-দুঃখ-কাতরতা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট শতমুখে সুখ্যাতি করিয়াছিলেন :—

From

S. C. BALLEY Esq.

Offg. Secretary to the Government of Bengal, Fort William.

The 20th March 1867.

Revenue

To

Baboo Joy Kissen Mookerjee

Wootterparah.

Sir,

I have the honor to inform you that His Honor the Lieutenant Governor has learned with much pleasure from a report of the Commissioner of Burdwan, that you have rendered yourself conspicous during the recent scarcity of the Hooghly

District by your careful attention to the wants of the poor on your estates, as also by your general liberality in relieving all who have been compelled by distress to have recourse to your charity.

2. By such conduct you have earned the gratitude not only of those who have more immediately benefited by your generosity, but also of the Government to whom it is a source of the highest satisfaction to see, in seasons of dearth and scarcity, such noble and well-timed liberality to-wards their dependants on the part of landholders and others holding positions of wealth and influence.

3. I am, therefore, directed by His Honor to convey to you his best acknowledgments of your kindness and generosity and express a hope that should a season of like calamity recur, our example may inspire others to follow in your footsteps.

I have the honor to be
Sir,
Your Most Obedient Servant
Sd. S. C. Balley,
Offg. Secretary to the Government of Bengal.

এই দুর্ভিক্ষের সময় ২৪ পরগণার আর্ত্ত ব্যক্তিগণকে সাহায্য দিবার জন্য সন্তুষ্ট হইয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরীকে ১৮৬৭ অব্দের ৭ই মার্চ্চ তারিখে ৭৯৪ নং পত্রে যে জয়কৃষ্ণের সুখ্যাতির উল্লেখ করেন অতিরিক্ত বোধে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

ইং ১৮৭৩ অব্দে হুগলী জেলায় আর একবার অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, তাহাতেও জয়কৃষ্ণ যেরূপ অসাধারণ আনুকূল্য দ্বারা প্রজারক্ষা করেন তজ্জন্যও গবর্ণমেণ্ট হইতে যথেষ্ট ধন্যবাদ লাভ করেন,—

Extract from Calcutta Gazette.
Dated 25th November 1874.

Babu Joy Kissen Mokerjee and * * * hold large estates in a part of Hooghly which was much distressed. They undertook a considerable number of relief works, they helped their ryots and remitted or suspended rents. They both personally busied themselves in directing relief operation.—The Commissioner writes that, in the Hooghly District,

Baboo Joykissen, as usual, the first and fore-most in his exertions for the good of the people and in support of the officers of Government.

Hooghly, 2nd. December 1874. Sd. F. H. Pellew Collector.

বঙ্গদেশের উপর বিধাতার বিষদৃষ্টি পড়িয়াছিল, মেঘাগমে বলাকার ন্যায় বিপদের উপর বিপদ রাশিতে বঙ্গের অদৃষ্ট গগন আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এবার সর্ব্বসংহারক মূর্ত্তিতে ম্যালেরিয়া জ্বরের আবির্ভাব হইল।

১২৭১ সালের ঝটিকায় যে সকল বৃক্ষপত্র ভূপৃষ্ঠ সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল, ভূমির আর্দ্রতা ও সূর্য্যকর সহযোগে তাহা হইতে দূষিত বাষ্পোদ্গমে ও যে সকল বৃক্ষ জলশায়ী হইয়াছিল তৎকর্ত্তৃক পানীয় জলের অযোগ্যতা, এবং অন্নকষ্ট ও অনাহারে মনুষ্য-দেহের ক্রিয়া বিকৃতি প্রভৃতি কারণে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সঞ্চারী জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়।

পূর্ব্বাবধিই নিম্নবঙ্গে প্রাবৃটাগমকালে অবনিগাত্র জলসিক্ত হইয়া এক প্রকার বিষবৎ দূষিত বাষ্প বিকীর্ণ করিত, তজ্জন্য প্রতিবৎসর হেমন্তের আরম্ভ সময়ে জ্বর জ্বালার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইত। তাহার উপর উপরোক্ত আধিভৌতিক উপদ্রবত্রয় মিলিত হইয়া ম্যালেরিয়া জ্বরের ভীষণাকার গঠন করিল। এই জনপদবিধ্বংসী ব্যাধি সর্ব্বপ্রথম হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, নসরাই, খামারপাড়া, জিরাট, বলাগড়, নাড়িচা ও অন্যান্য স্থানে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রকোপ বিস্তার করিয়া ক্রমে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে প্রবেশ করে, এবং পাঁচ ছয় মাস মধ্যে ৬৯৬১ উপর অধিবাসীর মধ্যে ৫২০০ গুলিকে কৃতান্তের করালকবলে নিক্ষেপ করে। ১৮৬৩।৬৪ খৃষ্টাব্দে এই মহামারীর কারণ অনুসন্ধান জন্য এক কমিশন স্থাপন হয়। মেম্বরেরা স্বচক্ষে দ্বারবাসিনীর শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। দ্বারাবাসিনী হুগলী জেলার মধ্যে একটী গণ্ড গ্রাম। উহাতে অনেক লোকের বাস। খৃঃ ১৮৬৩ অব্দের জুলাই হইতে নবেম্বরের মধ্যে ১৯০০ লোকের মৃত্যু হয়, পূর্ব্বে দ্বারবাসিনীর লোকসংখ্যা ছিল ২৭০০ শত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দ্বারহাটা, হরিপাল এবং পর বৎসর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পাড়াম্ব, সাহাবাজার, তারকেশ্বর, আলা, চকপুর, ধন্যাখালী প্রভৃতি কাণা দামোদরের তীরবর্ত্তী ভূভাগ প্রায় জনশূন্য হইয়া যায়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে দামোদর তীরবর্ত্তী ভাঙ্গা-মোড়া, বৈকুণ্ঠপুর, আকড়ি শ্রীরামপুর, সিংটী শিবপুর, চিত্রসেনপুর, কাণা

দারকেশ্বর পার্শ্ববর্ত্তী থানাকুল, কৃষ্ণনগর, মায়াপুর, হাটবসন্তপুর, এবং দারকেশ্বর তীরস্থ জাহানাবাদ, বালী-দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি জনপদগুলি ধ্বংসপ্রায় হইয়া উঠে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জাহানাবাদের পশ্চিম গোঘাট, কামার পুকুর, বদনগঞ্জ ও উত্তরে ভাদুর ও কুমারগঞ্জ প্রভৃতি যে সকল গ্রামের স্বাস্থ্য সমস্ত জেলার মধ্যে আদর্শ স্বরূপ ছিল, সেই সকল গ্রামে সন্ধ্যার দীপ দিতে লোক রহিল না। এমন গৃহস্থ ছিল না যাহাতে ম্যালেরিয়ার বিকট মূর্ত্তি প্রকটিত না হইল। গৃহস্থলী মধ্যে কাহাকেও সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে হইল না, সকলেই জ্বরের জ্বালায় অস্থির,—কে কাহার শুশ্রূষা করে,—গৃহস্বামী পীড়িত, গৃহিনী পীড়িত, পুত্র কন্যাগণ শয্যাগত। পথ্যৌষধের কথা দূরে থাকুক, ক্ষুধায় খাদ্য, তৃষ্ণায় জল না পাইয়া কত রোগী প্রাণ হারাইল,—কোথাও গতাসু মাতার স্তনে সজীব শিশুর ক্ষীরান্বেষণে হতাশা-জনিত মর্ম্মভেদী চীৎকার, কোথাও পতিপ্রাণা রমণীর পার্শ্বশায়ী মৃতপতি-সম্ভাষণ, কোথাও বা বিগতপ্রাণা প্রণয়িনীকে প্রাণেশের শিশুসান্ত্বনানুরোধ,—কি দুর্দ্দৈব! গৃহস্থ-গৃহে আহারীয় সত্বেও আহারের অনুষ্ঠান নাই, পাকশালায় আগুন জ্বলে না, গৃহে মার্জ্জিনী চলে না, হাটে হাট বসে না, পথে লোক চলে না, মাঠে গোরু চরে না, কৃষাণ কৃষিক্ষেত্রে যায় না, প্রস্তুত ফসল মাঠে শুকাইল, মাঠেই নষ্ট হইল। গ্রাম যেন জনশূন্য,—গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণে, পথে ঘাটে, যেখানে সেখানে শবরাশি, কোথাও গৃধিনীপুঞ্জ, কোথাও শৃগাল-সমারোহ, শবে শ্বাপদের অনাদর; দিবারাত্র শৃগাল সারমেয়ের অশিব শব্দ, লোকালয়ে মনুষ্য কণ্ঠ বিনীরব, বৃক্ষ-শাখায় বিহঙ্গম-নাদ নিবৃত্ত, বায়ু পূতিগন্ধপূর্ণ, সূর্য্যালোক যেন মসি মিশ্রিত, প্রকৃতির সে মূর্ত্তি, সে স্ফূর্ত্তি কিছুই নাই। মনুষ্যের মূর্ত্তি দেখিলে দুঃখ হয়, উদর স্থূল, কণ্ঠ সূক্ষ্ম, হস্তপদাদি কঙ্কালাবশিষ্ট, চক্ষু কোটরগত, মুখমণ্ডল প্রতিভাশূন্য, অকালে যুবার যৌবন বিলুপ্ত হইল, সকলেই যেন জরা মরণের আশ্রিত।

এই দারুণ দুঃসময়ে জয়কৃষ্ণ প্রকৃতিপুঞ্জের কল্যাণ কামনায় গ্রামে গ্রামে এণ্ডেমিক ডিস্পেন্সরী স্থাপন ও পথ্যৌষধ বিতরণ আরম্ভ করেন; উত্তরপাড়া হইতে সাগু মিছরি প্রভৃতি পথ্য মফস্বলের নায়েব গোমস্তাগণের নিকট পাঠাইয়া দেন, বিজাতীয় চিকিৎসায় যাঁহাদিগের শ্রদ্ধা ছিল না তাঁহাদিগের জন্য মফস্বলের স্থানে স্থানে বৈদ্য প্রেরণ করেন, নানা প্রকার ম্যালেরিয়া

নাশক পেটেণ্ট ঔষধ পাঠাইতেও ক্ষান্ত হইলেন না, যে কোন উপায়ে প্রজা রক্ষা হয় তাহারই জন্য ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতেন, প্রাণাধিক পুত্রগণকেও স্থানে স্থানে পাঠাইয়া দিতেন, আহার নিদ্রা ছিল না। এরূপ প্রজাপ্রাণতা প্রত্যক্ষ করিলে মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। দুই এক মাস নয়, তিন চারি বৎসর কাল সমানউদ্যোগ, সমান চেষ্টা! তিনি বিপন্নপরিবারগণকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেন। কৃষিকার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়াছিল, যেখানে সুবিধা ছিল আপনি বিদেশ হইতে কৃষাণ মজুর আনাইয়া চাস করাইতেন, যে সকল জমি পতিত ছিল তাহাদের খাজনা মহকুফ করিয়া দিতেন। এরূপ সাহায্যদান প্রথা যে কেবলমাত্র তাঁহার আপন প্রজাগণেই নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে, অন্য যে কোন স্থানের দুরবস্থা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতেন সেই স্থানেই মুক্তহস্ততা প্রদর্শন করিতেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই অসাধারণ উদ্যোগশীলতা ও পরহিতৈষণা বৃত্তির পরিচয় পাইয়া ভূরি ভূরি সুখ্যাতি করিয়াছেন,—

No. 899.

Burdwan Magistracy,
The 29th. October 1872.

From

The Magistrate of Burdwan

To Baboo

Joy Kissen Mookerjee
Wootterparah.

Sir,

I have the honor to convey the thanks of His Honor the Lieutenant Governor of Bengal to you on account of the aid you have rendered to-wards relieving the fever-stricken patients of Burdwan.

I have the honor to be
Sir,
Your Most Obedient Servant
Sd. E. H. Ruddock
For Magistrate.

No. 8997.

From C. T. Metcalfe Esq.
Commissioner of Burdwan Dn.

To

The Magistrate of Hooghly.

Sir,

With reference to your letter No. 62 dated 21st Instt. reporting the discontinuance of Boboo Joykissen Mookerjee's subscriptions to the Epedemic fund I have the honor to request that you will be so good as to convey to the Baboo my thanks for the excellent public spirit which he has displayed; and for the great liberality of his subscriptions.

I have the honor to be
Sir,
Your Most Obedient Servant
Sd. C. T. Metcalfe
Commissioner.

No. 390.

From F. H. Pellew Esq.
Offg. Magistrate of Hooghly
Dated Hooghly the 2nd. April 1879.

To

Baboo Joykissen Mookerjee
Wootterparah.

Sir,

I have the honor to convey to you the thanks of Government for your kind contribution to the fund in aid of the relief operation of the Fever-stricken Districts of the Burdwan Division.

I have the honor to be
Sir,
Your most Obedient Servant
Sd. F. H. Pellew
Offg. Magistrate.

এই মহামারী সম্বন্ধে জয়কৃষ্ণ এক অপূর্ব্ব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন; তাহা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা গেজেটে মুদ্রিত হয়। উহাতে নিম্নবঙ্গের এই প্রজাক্ষয়কর বিষম অভ্যাপাতের কারণ নির্দ্দেশ এবং এদেশ হইতে এই জনপদবিধ্বংসী মহামারীর মূলোৎপাটন জন্য যে যে উপায় অবলম্বনের কর্ত্তব্যতাবধারণ করিয়াছিলেন প্রায় ২৭ বৎসর পরে তাহাদের অত্যাবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্ট পল্লীগ্রামে পয়ঃপ্রণালী বিষয়ক নূতন আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ম্যালেরিয়া প্রতীকার সম্বন্ধে জয়কৃষ্ণ বাবুর মন্তব্য আমরা কলিকাতা গেজেট হইতে পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। *

এইরূপে জয়কৃষ্ণ যখন যেথানে প্রজা সাধারণের কোন দুঃখের কথা শুনিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকারের জন্য কি অর্থব্যয়, কি শারীরিক শ্রম স্বীকার কিছুতেই কাতর হয়েন নাই। তিনি তজ্জন্য আপনি চেষ্টা করিতেন, দেশের বড় বড় লোকদিগকে ও গবর্ণমেণ্টকে তাহার অত্যাবশ্যকতা বুঝাইয়া স্বমতে আনয়ন করিতেন, এবং এইরূপ সমবেত উদ্যোগ ও অনুষ্ঠান দ্বারা আপন্নগণকে আশ্রয়দান করিয়া গিয়াছেন। ইং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে এদেশে এমন কোন শুভানুষ্ঠান হয় নাই যাহাতে জয়কৃষ্ণের অর্থ ও যত্নের সংস্রব ছিল না।

---

* "ঘ" চিহ্নিত পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অসাধারণ বিদ্যোৎসাহিতা।

প্রতিভা প্রচ্ছন্ন থাকিবার নহে,—প্রচণ্ড মরীচিমালী নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্ন হইলেও তাহার প্রভা একবারে বিলুপ্ত হয় না, প্রতিভাশালী ব্যক্তি রাশি রাশি বিপজ্জাল জড়িত হইলেও সে সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সংসার ক্ষেত্রে আপনার সুন্দর চিত্র প্রকটিত করিতে সমর্থ হয়েন। জগতের ইতিহাসে আমরা যে সকল প্রতিভান্বিত মহাপুরুষের বিবরণ পাঠ করিয়া থাকি, তাঁহারা সকলেই প্রায় তুষারস্তূপসমাচ্ছন্ন আগ্নেয়াদ্রির ন্যায় হৃদয়স্থ আকাঙ্ক্ষার অগ্ন্যুদগম দ্বারা পরিণামে চতুর্দ্দিক্ অগ্নিময় করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে জয়কৃষ্ণের প্রতিভা খদ্যোতিকার ক্ষীণালোকে স্ফূরিত হইতে আরম্ভ করে, আর আট বৎসর পরে তিনি এদেশের একজন উচ্চশ্রেণীর জমিদাররূপে আপনাকে প্রকটিত করিতে সমর্থ হয়েন। হয়ত কেহ কেহ বলিবেন জয়কৃষ্ণের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল, অনুকূল ঘটনাপরম্পরা সম্মিলিত হইতে লাগিল, তজ্জন্যই তিনি সৌভাগ্যের সুপুত্র হইয়া সংসারে পূজা প্রাপ্ত হইলেন। মহাজনে বলেন সংসার লীলাক্ষেত্র—মনুষ্যজীবন লীলাময়,—তাস পাশাদি খেলার ন্যায় সংসার লীলাতেও পড়তা আছে, পড়তার গুণে মন্দ খেলওয়াড় জিতিতে পারেন, এবং পড়তার দোষে ভাল খেলওয়াড়ও হারিয়া থাকেন, সুতরাং অদৃষ্টই সংসার খেলায় মানবের হারিবার জিতিবার প্রধান সহায়; কিন্তু যাঁহারা পুরুষকারের সেবক, তাঁহারা বলেন অদৃষ্ট কামিনীকপোলকল্পিত উড়ুম্বর কুসুমের ন্যায়, উহার নাম আছে, অস্তিত্ব নাই। যাঁহার মনে আকাঙ্ক্ষার অগ্নি অধ্যবসায়রূপ সখাসহযোগে প্রস্ফূরিত হইতে পায়, তাঁহারই নিকট অদৃষ্টকল্পনা একবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। তিনিই বলিতে পারেন—সংসার মানবের লীলাক্ষেত্রই বটে, সংসারলীলা যে খেলা তাহারও সন্দেহ নাই; তবে উহা তাস পাশার ন্যায় বিলাসীর খেলা নহে; ত্রেতাযুগের একজন পুরুষকারের প্রিয় পুরুষের খেলা শতরঞ্জ *।

---

* ইহার অপর নাম "দাবা খেলা," প্রবাদ এইরূপ যে লঙ্কাধিপতি দশানন আপনার সমর-প্রিয়তা হেতু এই খেলার সৃষ্টি করিয়া সামরিক কৌশলের কুটীলতা অভ্যাস জন্য সর্ব্বদা ইহাতে আশক্ত থাকিতেন।

এই খেলার পড়তা নাই,—যাঁহার বুদ্ধিবল এবং জিতিবার অধ্যবসায় আছে, তাঁহারই জয়। এক দিন স্বর্ণাম্বরা লঙ্কাপুরীতে দেবরাজের দাসত্ব ঘটিল, দেব কৃতান্ত লঙ্কেশ্বরের আজ্ঞাধীন হইলেন, লঙ্কার প্রতাপে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল মস্তক অবনত করিল। তাহার পর বিলাসের আদর বাড়িল,—অতি দর্পের অভ্যুদয় হইল,—পুরুষকারের বিজয়াবাদ্য বাজিতে লাগিল,—দণ্ডকারণ্যে রঘুকুলকেতন পিতৃসত্যপালক রামচন্দ্রের সীতা অপহৃতা হইলেন। পক্ষান্তরে অসামান্য পুরুষকারপ্রাধান্যে অসাধ্য সাধন হইল,—সমুদ্র বন্ধন, সীতান্বেষণ, পরিশেষে তাঁহার উদ্ধারসাধনার্থ রাবণবধে শক্তিরূপিণী জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর প্রসন্নতালাভের জন্য রামচন্দ্রের স্বীয় চক্ষুরুৎপাটনে কৃতসঙ্কল্পতা অপেক্ষা অসাধারণ অধ্যবসায় ও পুরুষকারের দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত কোথায় মিলিবে! পুরুষকার প্রভাবেই দশাস্যের সংহার সাধন হইল। জয়কৃষ্ণ ভক্তি সহকারে পুরুষকারের পূজা করিতেন। পুরুষকারই তাঁহাকে সংসারে গণ্য মান্য ও ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছিল।

তিনি জমিদারী কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াই কি উপায়ে বঙ্গের অধঃপতিত কৃষককুলের অবস্থা উন্নত করিবেন, কি প্রকারে তাহারা মহাজনের করাল-কবল হইতে রক্ষা পাইবে, কি উপায়ে তাহাদের পুত্র কন্যাগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের দারিদ্র্যদুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইবে, কি করিলে তাহাদের মণ্ডলভীতি লয় পাইবে, আপনারা স্বাধীন চিন্তায় ও স্বাবলম্বনে সমর্থ হইবে, তাহাদের মন হইতে কুসংস্কার দূরীভূত হইবে, জয়কৃষ্ণ সর্ব্বদাই তাহার চিন্তা করিতেন। বিদ্যা মহত্ত্বের জননী, মানব মনের শোভা সম্পাদনকারিণী, যে সকল সদ্‌গুণে মনুষ্যের মানসমন্দির মণ্ডিত হইতে পারে বিদ্যাই তাহাদের প্রসূতি। এই মহামঙ্গলময়ী বিদ্যার মহিমা এক-কালে আমাদিগের দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া বিদ্যার্জ্জনই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান করিতেন। বিদ্যাবলে প্রাচীন ভারত পৃথিবীর সকল দেশে, সকল জাতির নিকট সম্মান লাভে সমর্থ হইয়া-ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কালধর্ম্মে বিদ্যানুশীলন যেন এদেশ হইতে এক-বারে তিরোহিত হইয়াছিল। জয়কৃষ্ণ বাল্যকালে আশানুযায়ী বিদ্যা শিক্ষার সুবিধা লাভে সমর্থ হয়েন নাই; এজন্য কি উপায়ে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিদ্যা-শিক্ষার প্রশস্ত পথ প্রস্তুত হইতে পারে সর্ব্বদা তাহারই চিন্তা তাঁহার মনো-মন্দির অধিকার করিয়া থাকত।

যখন এদেশে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের কোন উপায় ছিল না, তখন জয়-কৃষ্ণ জমিদারী পরিদর্শনকালে কৃষক সন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য তাহাদিগকে মুদ্রিত রামায়ণ মহাভারতাদি পুস্তক, কাগজ, কলম, শ্লেট, পেন্সিল বিতরণ করিতেন। গবর্ণর জেনেরল লর্ড মিণ্টোর শাসন-সময়ে ইংলণ্ডীয় মহাসভা পার্লেমেণ্ট ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে এদেশীয়দিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ব্যয় করিবার জন্য অনুরোধ করেন, এবং সেই টাকার সদ্ব্যবহার জন্য ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একটী শিক্ষাসমিতি স্থাপন করিবার পরামর্শ দেন। ইহা দ্বারা এদেশের প্রধান প্রধান কয়েকটী নগরে ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপনের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু পল্লীবাসীগণের তাহাতে কোন উপকারের আশা ছিল না। এজন্য জয়কৃষ্ণের জমিদারী মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যাহা কিছু ব্যয় হইত, তাহা তাঁহাকেই বহন করিতে হইত।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড হার্ডিঞ্জ দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য, প্রত্যেক জেলায় তিনটী করিয়া, সমগ্র বঙ্গদেশে ১০১টী বঙ্গ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন। এই আজ্ঞা প্রচারিত না হইতে হইতেই জয়কৃষ্ণ আপন জমিদারী সমৃদ্ধিশালী বঁইচি নামক গ্রামে একটী বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন করিবার জন্য আবেদন করেন। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল, এবং বঁইচিতে বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই জয়কৃষ্ণ উত্তরপাড়ায় একটি ইংরেজী স্কুলসংস্থাপনের জন্য কলিকা-তাস্থ শিক্ষাসমিতি সমীপে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে লিখিত থাকে যে, তিনি উক্ত স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে মাসিক এক শত টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন, গবর্ণমেণ্ট মাসিক এক শত টাকা দিলেই উহার কার্য্য আরম্ভ করা হয়। ডিসেম্বর মাসে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে সর্ব্ব প্রথম একটি সামান্য গৃহে উত্তর-পাড়া স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়*। তজ্জন্য তিনি তৎকালে বার্ষিক দুই

---

* Extract of a letter from Babu Joykissen Mokerjee to H. Alexander Esq. Secretary to the Local Committee of Public Instruction Howrah, Dated 10th. April 1853.

The school opened on the 16th. May 1846 but in consequence of the delay in executing the legal transfer of landed property, the payment of our subscription of Rs. 100 per month commenced from De-

হাজার টাকা উপস্বত্বের জমিদারী গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। এই সময়ে বঙ্গদেশ যে ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিলে বোধ হয় পঁচিশ ত্রিশটী পল্লীর মধ্যে একটীতে একজন মাত্র অধ্যাপককে একমাত্র ব্যাকরণ, ঊর্দ্ধ সংখ্যা স্মৃতিশাস্ত্রের উপক্রমণিকা মাত্র শিক্ষা দিবার জন্য দুই একটী ছাত্র পোষণ করিতে দেখা যাইত। অধিকাংশ লোকেই বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিত না। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এদেশের পল্লীগ্রামে শিক্ষার অবস্থা অনুসন্ধান জন্য আডাম সাহেবকে নিযুক্ত করেন, তিনি বঙ্গদেশের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন পাঠকদিগের অবগতির জন্য তাহা হইতে আমরা কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। বাস্তবিক সে সময়ে এদেশে শিক্ষার শোচনীয় অবস্থাই ছিল, আডাম সাহেবের রিপোর্ট অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তিনি নাটোর হইতে লিখিতেছেন,—

The conclusions to which I have come on the state of ignorance both of the male and female, the adult and the Juvenile population of this district, require only to be distinctly apprehended in order to impress the mind with their importance, no declamation is required for that purpose. We cannot, however, expect that the reading of the report should convey the impressions, which we have recieved from daily witnessing the more animal life to which ignorance consigns its victims, unconscious of any wants or enjoyments beyond those, which they participate with the beasts of the fields unconscious of any of the higher purpose for which existence has been bestowed—Society has been constituted and Government is exercised. We are not acquainted with any facts, which permit us to suppose, that in any other country subject to an enlightened Government and brought into direct and

---

cember 1846. The subscription for intermediate period, that is, from 16th. May to 20th. November 1846. amounting to Rs. 650 was applied with the consent of Mr. J. A. Cockburn, Secretary of the Local Committee for erection of the temporary sheds for holding the school till the pucca building was erected filling up and levelling the ground in front of the house and other sundry charges.

immediate contact with European civilisation, in an equal population there is on equal amount of ignorance with that, which has been shown to exist in this district.—প্রকৃত পক্ষেই এদেশের সাধারণ লোকে লেখা পড়ার কোন ধার ধারিত না, তাহারা অরণ্যচারী পশুর ন্যায় আপনাদিগের উদর পোষণ করাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান করিত। শুধু রাজসাহী কেন, বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেরই এইরূপ অবস্থা ছিল। পুরুষের শিক্ষারই যখন এ প্রকার দুর্দ্দশা তখন স্ত্রীশিক্ষার উল্লেখ করাই বাহুল্য। ভদ্রাভদ্র সকল গৃহস্থেরই ধারণা ছিল যে স্ত্রীশিক্ষায় বৈধব্যদুঃখভোগ অপরিহার্য্য, অধিকন্তু অবলাগণ বিদ্যা-চর্চ্চা করিলে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে স্বেচ্ছাচারিণী হইবেন, স্বামী শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনবর্গের বশবর্ত্তিনী হইবেন না; সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে।

দেশমধ্যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণতঃ যখন এরূপ সংস্কার, তখন জয়কৃষ্ণ তাহার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া যাহাতে বঙ্গের গৃহে গৃহে কুলাঙ্গনা-গণ সুশিক্ষা লাভ করেন, আপনাদিগের পুত্র কন্যাগণকে শৈশবাবধি সৎ-শিক্ষা দানে তাহাদিগের মনকে কদভ্যাস, কুসংস্কার ও কুচর্চ্চাদি বিমুক্ত করিয়া ভবিষ্য জীবন নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা স্ত্রীজাতি সুলভ সঙ্কীর্ণতাত্যাগে অবকাশকাল কলহ কুচিন্তায় ক্ষেপণ না করেন, গুরুজনে ভক্তিমতী হয়েন, সংসারকে সুখশান্তির আশ্রমস্বরূপ করিতে পারেন, পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গী বলিয়া তাহাদিগের যে গৌরবাত্মিকা আখ্যা আছে তাহার সার্থকতা সাধনে সমর্থ হয়েন, তজ্জন্য জয়কৃষ্ণ যে কতদূর উৎসুক ছিলেন, তাহা উত্তরপাড়ার বালিকা বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট-সাহায্য লইবার আবেদন পত্রেই সপ্রমাণ হইতে পারে। স্বদেশের উন্নতিকল্পে তাঁহার কত যত্ন, কত চেষ্টা, কত অনুষ্ঠান ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই মৃতকল্প অধঃপতিত জাতির শরীরে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারের জন্য জয়কৃষ্ণের যেরূপ ঔৎসুক্য ছিল, তাহা একজন পদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীর মন্তব্য পাঠেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। এই সময়ে ইংরেজ জাতির মনে ভারতের ভাবী অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা ছিল, ভারতবাসী পাশ্চাত্য শিক্ষাবলে বলীয়ান্ হইলে তাহাদিগের উন্নতি ও অভ্যুদয়ের পথ কতদূর প্রসারিত হইতে পারিবে, তাহা যেন তিনি ভবিষ্য পুরাণবেত্তার ন্যায় সমস্ত

স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এরূপ লিপি ভারতবাসীর অতি আদরের ধন বলিয়া আমরা পরিশিষ্টে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম *। পাঠকবর্গ দেখিবেন মিঃ মনির ভবিষ্যৎ বাক্য এই অল্প সময় মধ্যেই কতদূর সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যে উত্তরপাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন পত্র প্রেরিত হয়, উহাই তত্রত্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ভিত্তি স্বরূপ। শত সহস্র বালিকা ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া এক্ষণে ধন্য হইতেছেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহারা ক্রমশঃ আপনাপন গৃহস্থলীতে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতেছেন, বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে প্রায় সকলেই আত্মীয় স্বজন ও গুরুজনবর্গের প্রশংসা পাইতেছেন, সংসার সুখে তাঁহাদিগকে সুখী করিতে পারিতেছেন, সেকালে যে সকল লোকের মনে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ঘোরতর কুসংস্কার ছিল এক্ষণে তাঁহারা তাহা বিদূরিত করিয়া সুফল প্রদর্শনে সমর্থা হইয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারে উত্তরপাড়া যে বঙ্গের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে জয়কৃষ্ণই তাহার মূল। এই বিদ্যালয় সংস্থাপন কালে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে এদেশে জনসাধারণের মনের ভাব কিরূপ ছিল, এবং কি অবস্থায় উত্তরপাড়ার বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য যথাস্থানে পূর্ব্বোক্ত আবেদনপত্র খানি উদ্ধৃত করা গেল †। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উত্তরপাড়ার উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী স্কুল ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া তত্রত্য বালক বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার পথ প্রসারিত করিল।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসন সময়ে হুগলী সহরে ইংরেজী শিক্ষার জন্য একটি শিশু বিদ্যালয় Infant school ছিল। গবর্ণমেণ্ট সেই সময় হইতে উহাতে মাসিক কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন। বলা বাহুল্য যে, তৎকালে হুগলীতে আর কোন বিদ্যালয় ছিল না। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট মাসিক সাহায্য বন্ধ করিলে, জয়কৃষ্ণ উহা রক্ষা করিবার জন্য প্রভূত অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না; অগত্যা উহা উঠিয়া গেল।

---

* "ঙ" চিহ্নিত পরিশিষ্ট।

† "চ" চিহ্নিত পরিশিষ্ট।

এইবার জয়কৃষ্ণ আপনার প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে বিদ্যালোক-বিস্তারে তাহাদিগের অজ্ঞানতমঃ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পল্লীগ্রামে শিক্ষাপ্রচারের জন্য গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থাই করেন নাই, কেবল মাত্র লর্ড হার্ডিঞ্জের ১০১টী আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয় প্রত্যেক জেলায় তিনটি করিয়া সংস্থাপিত হইয়াছিল। বহুবিস্তৃত বঙ্গদেশ মধ্যে এই সামান্য সংখ্যক বিদ্যালয় সাহারা-ক্ষেত্রে বারিবিন্দুর ন্যায়,—তাহাতে কি হইতে পারে। এই সময়ে রেভিনিউ বোর্ডের অধীন ও কলিকাতাস্থ শিক্ষা-সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক জেলায় সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কীয় এক একটী স্থানিক সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল সভা যৎসামান্য রূপে পল্লীগ্রামে বাঙ্গালা শিক্ষাবিস্তারে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। জয়কৃষ্ণ এই সুযোগে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলাস্থ আপন জমিদারীর মধ্যে মায়াপুর ও জয়ন্তীপুর (জিরাট, অধুনা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত) এই দুইটী গ্রামে দুইটি বঙ্গ বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। এই সময়েই উত্তরপাড়া বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়, কিন্তু উহার দুই বৎসর পরে তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠে।

সেকালে অনেক গ্রামেই গুরু উপাধিধারী এক শ্রেণীর শিক্ষক পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া অতি কদর্য্য প্রণালীতে বঙ্গভাষার বর্ণমালা এবং শুভঙ্কর দাসের গণিত-প্রক্রিয়া শিক্ষা দিত; কিন্তু তাহাতে শিক্ষার প্রকৃত ফললাভ হইত না। ঐ সকল গুরু মহাশয় নিতান্ত অশিক্ষিত ও হ্রস্ব দীর্ঘ, বা ষত্ব ণত্ব জ্ঞানে একবারে বঞ্চিত ছিল। সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কিছুই করিতেছেন না দেখিয়া জয়কৃষ্ণ বড়ই ক্ষুণ্ণ হইতেন, এবং সমগ্র বঙ্গদেশে আশানুযায়ী শিক্ষাবিস্তারের অনুষ্ঠান বহুব্যয় সাধ্য ভাবিয়া তিনি আপাততঃ গ্রাম্য গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় যাহাতে শিক্ষা-দান প্রণালীর সুবন্দোবস্ত করা যাইতে পারে, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট কলিকাতা শিক্ষাসমিতির অধ্যক্ষ মোয়েট সাহেবের নিকট এই মাত্র প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, হুগলী জেলার মধ্যে তাঁহার যে জমিদারী আছে তাহাতে প্রায় একশত পাঠশালা আছে; আপাততঃ পরীক্ষা স্বরূপ ৮ বৎসরের জন্য ঐ সকল পাঠশালার মধ্যে প্রত্যেক কুড়িটীর তত্ত্বাধান ও ছাত্রগণকে সুশিক্ষা দিবার জন্য পাথেয়

* "ছ" চিহ্নিত পরিশিষ্ট।

মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে এক একটী সুপারিণ্টেণ্ডেট পণ্ডিত নিযুক্ত করা হয়, তাঁহারা সময়ে সময়ে ঐ সকল পাঠশালা পরিদর্শন করিবেন, এবং সাধ্যানুসারে তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট পাঠশালার অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিবেন। নির্ব্বাচিত ৫০টী বালককে বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ করিতে প্রায় বার্ষিক ৪০০ টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। ছাত্রগণের মধ্যে পুস্তক, ভূচিত্র, কাগজ, কলম, দোওয়াত, ছুরি এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক ৪০ টাকার হিসাবে ৪০০ টাকা নগদ পুরস্কার স্বরূপ দিতে হইবে। এই রূপে ব্যয় সমষ্টি যে বার্ষিক ১২০০ টাকা হইবে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ তিনি আপনি দিতে স্বীকার করেন, এবং গবর্ণমেণ্টকে অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট কলিকাতা এডুকেশন কৌন্সিলের সেক্রেটরি মিঃ এফ্, জে, মৌয়েট সাহেবকে নিম্নোক্ত পত্রখানি লিখিয়া পাঠান।—

Sir,—There are nearly one hundred Patsalas or village schools for teaching Bengalee in my estates situated in different parts of Hooghly district—These schools are generally conducted in a very defective plan by ignorant and underpaid Gooroo mohasoys or teachers almost without the assistance of books. In some few of the schools I have now and then distributed works of an elementary nature and which were invariably received and taught as class books, but my individual and occasional gifts go a very little way towards any radical improvement of these schools, I have, therefore, thought it proper to bring the subject to the notice of the Council of Education and to propose that a number of the most flourishing schools, say, 20, each containing on an average 50 boys may be selected for supplying gratis with class books which will cost about Rs. 500 per annum for the whole number; that prize be distributed in ink-stands, maps, books, pen-knives and a little in cash amounting to Rs. 40 per annum for each, as Rs. 400 for the aggregate number; that a Superintendent Pandit be appointed on a salary of Rs. 30 per month including travelling expenses whose duty it will be to visit those schools, at certain intervals and endeavour to assimilate them as much as circumstances will permit with the Government Patsalas. The whole ex-

pense may come up to Rs. 100 per month or annually Rs. 1200, The plan is to be considered in the light of an experiment for a period of eight years. If this proposal meets with the Council of Education I am ready to pay Rs. 400 per annum towards these expenses of the Couucil of Education which may be pleased to defray the remainder—any attempt to induce the guardians of the boys to pay a portion of these extra charges (for they will consider them in no other light) will generally be unsuccessful at present.

উপরোক্ত প্রস্তাব তৎকালে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইল না সত্য, কিন্তু উহার প্রায় ২০ বৎসর পরে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার জর্জ ক্যাম্বেল সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জয়কৃষ্ণ বাবুর উদ্ভাবিত উপায়কে অবলম্বন করিয়াই যে এদেশে সার্কেল পণ্ডিত পদের স্বষ্টি, গ্রাম্য গুরু এবং পাঠশালার ছাত্রগণকে পুরস্কার দান প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন উপরোক্ত পত্র পাঠ করিয়া একথা কে না স্বীকার করিবেন।

জয়কৃষ্ণ সাধারণ শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট সমীপে সাহায্য পাইবার প্রার্থনায় যে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, ইতিপূর্ব্বে শিক্ষাসমিতির নিকট কেহ কখন সেরূপ প্রস্তাব করেন নাই। এজন্য মিঃ মৌয়েট ঐ আবেদন পত্রখানি সুপ্রিম কৌন্সিলের বিবেচনা জন্য পাঠাইয়া দেন। তৎকালে লর্ড ডালহৌসী এদেশের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। এইরূপে গবর্ণমেণ্টের ও স্থানীয় লোকের সাহায্যে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রশস্ত হইতে পারিবে কিনা, জানিবার জন্য তিনি শিক্ষাসমিতির অভিপ্রায় প্রার্থনা করেন এবং সমিতির সদস্যগণও একবাক্যে তদ্রূপ সাহায্যদানের উপকারিতা স্বীকার করেন। তাহার পরেই ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে সার চার্লস উড প্রণীত শিক্ষাবিষয়িনী অনুলিপি প্রস্তুত হইয়া আইসে এবং তদনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত, এবং Grant-in-aid সাহায্য দান প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে জয়কৃষ্ণ বাবুকেই Grant-in-aid গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দান প্রথার প্রবর্ত্তক বলিতে পারা যায়।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে সাধারণ শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে সার্ চার্লস্ উডের শিক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী এদেশে পঁহুছিলে, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গদেশের নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে দেশীয় এবং ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষার জন্য

গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে চলিল; তাহা দেখিয়া জয়কৃষ্ণ আপন জমিদারীর মধ্যে আর চৌদ্দটী * বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপনের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে অচিরে পূর্ণমনোরথ হইলেন।

সাধারণ শিক্ষাবিস্তারপিপাসু জয়কৃষ্ণ আপন জমিদারীর মধ্যে কেবলমাত্র বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, যাহাতে তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জ পাশ্চাত্য শিক্ষার অমৃতময় রসাস্বাদনে আপনাদিগকে অমর-বিভবে বৈভবান্বিত করিতে সমর্থ হইতে পারে, তাহার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি আপন জমিদারীর মধ্যে যে গুলিতে উচ্চ জাতীয় লোকের বাস অধিক এবং উচ্চ শিক্ষা ব্যতীত যাঁহাদিগের উদ্ধার সাধনের উপায়ান্তর নাই বিবেচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে নয়টী উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী স্কুল সংস্থাপনের জন্য শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার সাহেবের নিকট একই দিবসে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১২ জুন তারিখে আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে পরম বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টরের পদে বরিত হইয়া বঙ্গবাসীর অজ্ঞানতম দূর করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিয়াছিলেন। জয়কৃষ্ণ বাবুর সহিত এক সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সম্মিলন মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় হইয়াছিল। উপরোক্ত বঙ্গবিদ্যালয় গুলির প্রতিষ্ঠা জন্যই জয়কৃষ্ণ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সর্ব্বপ্রথম লিখিয়া পাঠান। তাহার পরে আরও যে কয়েকখানি পত্র লিখিত হইয়াছিল পাঠকবর্গের পরিতোষ জন্য আমরা সেই কয়েকখানি পরিশিষ্টে প্রদান করিলাম †। ঐ সকল পত্র পাঠ করিলে সে সময়ে স্কুলের ছাত্রবেতন ও শিক্ষকের বেতনের হার এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে কত অল্প ব্যয়ে ভদ্র পরিবারের পরিপোষণ হইতে পারিত তাহা অবগত হইতে পারা যায়। মাসিক ১৫৲ টাকায় বিদেশে

---

* হুগলী জেলার রাজাপুর চৌকীর অধীন ১। কুমিরমোড়া। ২। গঙ্গাধরপুর। শ্রীরামপুর চৌকীর ৩। কিঙ্করবাটী ও ৪। পাওড়া। মহানাদ চৌকীর ৫। দাঁড়পুর ও মির্জ্জানগর। বালীদেওয়ানগঞ্জ চৌকীর ৭। বাতানল। ক্ষিরপাই চৌকীর ৮। রাণীবাজার। ৯। মাধবপুর। উলুবেড়িয়া চৌকীর ১০। স্মাইল পুর। দ্বারহাটা চৌকীর ১১। বৈকুণ্ঠপুর। বর্দ্ধমান জেলার মেমারী চৌকীর ১২। কুমার পাড়া। মঙ্গলকোট চৌকীর ১৩। কোচর। ১৪। পালীগ্রাম।

† "জ" চিহ্নিত পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

বাসা খরচ করিয়া পরিবার প্রতিপালনের কাল এখন নাই।* আজি কালি হাটখোলার কুলীরাও মাসে ১৫৲ টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতেছে কিন্তু তদ্দ্বারা দুই বেলা উদর পূরিয়া আহার করিলে তাহাদের পরিবার প্রতি-পালনের ব্যয় সংকুলান হয় না। এখন মাসিক ৬০৲ টাকার সংস্থান করিতে না পারিলে, সে কালের মাসিক ১৫৲ টাকার আয়ের ন্যায় সংসার চালাইতে পারা যায় না। চল্লিশ বৎসর কাল মধ্যে দুর্ভাগ্য ভারতে এতাদৃশ ভয়াবহ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। আরও চল্লিশ বৎসর পরে যে এদেশের কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইবে তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়।

এই সকল বঙ্গ বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদিগের মাসিক বেতন দুই আনা এবং ইংরেজী বাঙ্গালা উভয় ভাষা শিক্ষার্থীদিগের বেতন মাসিক দরিদ্রের পক্ষে চারি আনা, এবং ধনীর পক্ষে আট আনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আজি কালিকার বেতনের হারের সহিত তুলনা করিলে বিদ্যালয়গুলিকে অবৈতনিক বলিলেও ক্ষতি হয় না। জমিদারীর স্কুল সকল চালাইবার জন্য জয়কৃষ্ণকে বার্ষিক দুই হাজার টাকা ব্যয় স্বীকার করিতে হইত। ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এদ্ব্যতীত সাধারণ হিতকর অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার প্রভূত ব্যয় ছিল।

নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির উন্নতি কামনায় জয়কৃষ্ণ প্রতি বৎসর শীত-ঋতুতে আপন জমিদারীর নানা স্থান পরিভ্রমণ, ও ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে পুস্তক, শ্লেট, কাগজ, কলম ও নগদ টাকা পুরস্কার দিতেন। তিনি পারিতোষিক-বিতরণ সভায় স্থানীয় গণ্য মান্য লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন, সকল বালককেই আপনাপন পাঠোন্নতি বিষয়ে প্রবৃত্তি দিবার জন্য আপনি সারগর্ভ উপদেশ দিতেন, যে সকল ছাত্র পুরস্কার লাভে অসমর্থ হইত, তাহাদিগকে পর বৎসর অধিকতর শ্রমশীল হই-বার জন্য পরামর্শ দিতেন, যাহাতে তাহারা হতাশ না হইয়া পরামর্শানুযায়ী

---

* জয়কৃষ্ণ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার এক স্থানে লিখিত আছে,—No educated and respectable man can decently maintain himself and family under Rs. 15, and unless this sum be given him he will either seek employment elsewhere in the first opportunity or degenerate into mean and improper habits of exacting money and presents from the rich boys under various pretextes and pander to their vices and follies—

কার্য্য করে, তজ্জন্য যে সকল বড় বড় লোক আপনাদিগের উদ্যমে বারম্বার বিফলমনোরথ হইয়াও অধ্যবসায়বলে পরিশেষে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতেন। পারিতোষিক বিতরণ সমাপ্ত হইলে তিনি সকল বালককেই প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন ভোজন করাইতেন। জয়কৃষ্ণের সদাচার ও সদ্ব্যবহারে সকল বালকই যার পর নাই আপ্যায়িত হইত এবং সকলেই তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। এরূপ ছাত্রবন্ধু জমিদার সকল হৃদয়েরই যে পরম যত্নের ধন ইহা বলাই বাহুল্য। শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে জয়কৃষ্ণের মুক্তহস্ততার কথা শেষ করা যায় না। একদা তিনি বঁইচির বঙ্গবিদ্যালয় পরিদর্শনকালে শুনিলেন দুইটী জ্ঞানপিপাসু বুদ্ধিমান্ বালক অর্থাভাবে পাঠ্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে না পারিয়া আশানুরূপ উন্নতি লাভে সমর্থ হইতেছে না। শুনিবামাত্র তিনি তাহাদিগের সকল অভাব মিটাইয়া দেন এবং যত দিন্ তাহারা পাঠদ্দশায় অতিবাহিত করিয়াছিল ততদিন তাহাদিগকে কোন অভাব অনুভব করিতে দেন নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত তাঁহার পক্ষে বিরল নহে। অনেক দুঃস্থ বালক তাঁহার অনুগ্রহে উচ্চ শিক্ষালাভে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। জয়কৃষ্ণের সকল ব্যয়ই কখন নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে পায় নাই, কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যয়ের সীমা ছিল না। শিক্ষার প্রসারতা পক্ষে তাঁহার ন্যায় মুক্তহস্ত পুরুষের পরিচয় এদেশে অল্পই পাওয়া যায়।

বহুবিস্তৃত জমিদারীর স্বত্বাধিকার লাভ করিয়া তিনি একদিনের জন্যও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েন নাই। তিনি স্কুলে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যদান প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন তদ্দ্বারা গ্রামে গ্রামে সাহায্যকৃত স্কুল সংস্থাপনের উপায় উদ্ভাবিত হইল, এখন চেষ্টা করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প যত্ন এবং চেষ্টা করিলেই পল্লীগ্রামের বালকদিগকে ইংরেজী বাঙ্গালা শিক্ষা দান করিবার সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু বঙ্গবিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত লোকের অভাব বড়ই অনুভূত হইতে লাগিল। এই সময়ে বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষকতার জন্য কেবলমাত্র চতুষ্পাঠীর বা সংস্কৃত কালেজের ছাত্র ভিন্ন অন্য কোন লোক ছিলেন না। সে কালের বাঙ্গালা সাহিত্য সংস্কৃতের ছায়াচিত্রবৎ * সংস্কৃতরই অনুকরণে লিখিত; এজন্য সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের দ্বারা অধ্যাপনা চলিতে পারিত সত্য, কিন্তু কেবল মাত্র ভাষা শিক্ষা দিয়া ক্ষান্ত

* Photograph.

থাকিলে বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য সাধন হইবে না ; তাহার সঙ্গে ইতিহাস, ভূগোল ও গণিতাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই সকল বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য অতি সুদক্ষ শিক্ষকের অত্যাবশ্যকতা অচিরেই অনুভব করিতে হইবে ; এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বর্দ্ধমান জেলার সুদূর প্রান্তবর্ত্তী অজয় নদ তীরে অবস্থিতি কালে জয়কৃষ্ণ বাবু ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর মিঃ ডবলিউ, জি, ইয়ং সাহেবকে নর্ম্মাল স্কুলের আবশ্যকতা ও গ্রাম্যস্কুলে বাঙ্গালা শিক্ষা দান সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—

I have to acknowledge receipt of your letter dated 28th. ultimo enclosing extract from a letter to your address from the Government of Bengal containing rules as to Grant-in-aid. In reply I beg to state that the rules laid down appear sufficient to begin with. Alterations and additions may be made hereafter according to circumstances. I may, however, be permitted to observe that it is essential to the success of the undertaking to have a large discretion to the head of the department for the Director will have, more properly speaking, to organise a system of national Education, rather than merely to control a system already in vogue. It may be said that we have no system or at least a very imperfect one at present. I am fully persuaded that you shall have to exercise a great degree of interference in village schools not against the wishes of the people but by their own speaking than what is indicated in the rules. In each district one Normal school at least for the training of teachers of Vernacular schools must be set on foot at once, as the present system of Gooroo mohasoys do more mischief than good. They must be replaced gradually by teachers trained for the purpose. In the districts bordering the metropolis, mixed schools in English and Bengalee are more suited to the inclinations and intent of the people than purely Vernacular and I do not see any reason, why they should not be liberally encouraged. Before one can venture suggestions on such subjects it is necessary to know how far Government is disposed to countenance the establishment of such schools as well as the extent and nature of these to be established at the exclusive charge of Government; the time has not yet arrived to determine these points.

"শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং” মহাবাক্যের সার্থকতা জয়কৃষ্ণ বড়ই বুঝিতেন। উত্তরপাড়ার উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী স্কুল সংস্থাপনের পরে তিনি উহাকে কালেজে পরিণত করিবার ইচ্ছা করেন। কালেজের শিক্ষা উচ্চ অঙ্গের শিক্ষার উপক্রমণিকা বা পথপ্রদর্শিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ছাত্রগণ যেরূপ শিক্ষা পাইলে ভাবীকালে সাহিত্য দর্শনাদির গুরুতর বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, কালেজে তাহারই শিক্ষা হইয়া থাকে, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা বিদ্যাসমাপ্তির স্থান নহে। কিন্তু আমাদিগের অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে, কালেজের পাঠ সমাপন করিয়া অনেকেই পুস্তকের সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইয়া বসেন। কালেজে যে সকল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, সেই সেই বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান লাভের জন্য বহুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক হয়, নতুবা উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। সকলের পক্ষে এক এক বিষয়ের গ্রন্থরাশি ক্রয় করা বড়ই কষ্টসাধ্য, অধিকন্তু যাঁহারা অবস্থাবৈগুণ্যপ্রযুক্ত স্কুল কলেজের পাঠ সমাপন না করিয়াই তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন, অথচ বলবতী জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি পায় নাই, এই উভয়বিধ জ্ঞানার্থীর জন্য একটী পুস্তকাগার নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধে জয়কৃষ্ণ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ আগষ্ট বর্দ্ধমান বিভাগের রেভিনিউ কমিশনারের নিকট উত্তরপাড়ায় একটী সাধারণ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তজ্জন্য যে গৃহের প্রয়োজন তদর্থে তিনি ২৫০০৲ টাকা দিবার অঙ্গীকার এবং পুস্তকাদি ক্রয় ও অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মাসিক ৩০৲ টাকা সাহায্য পাইবার কথা ঐ আবেদন উল্লেখে করেন। তৎকালে গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কয়েকটী পঠনালয়ে মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিতেন বলিয়াই তিনি এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে উত্তর পাইলেন যে গবর্ণমেণ্ট সাধারণ পুস্তকালয়ের সাহায্যদান প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন, কেবল স্থানবিশেষে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক, পত্রিকা ও রিপোর্ট প্রভৃতি বিনা মূল্যে প্রদান করিয়া থাকেন। তদনুসারে উত্তরপাড়ার ভাবী পুস্তকালয়েও তাহা দিবার পক্ষে আপত্তি করেন। নাই। নানা উপায়ে যখন গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্তির আশা নির্ম্মূল হইল, জয়কৃষ্ণ তখন আপন ব্যয়ে একটি পুস্তকালয় সংস্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ভাগিরথীর তটলগ্ন ভূমিতে ৮০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে পুস্তকালয়ের জন্য এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মিত

হইয়াছে। সুরম্য বিলাতের [illegible] পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে বিলাতী শাল ও অন্যান্য [illegible] বড় বড় [illegible], [illegible] অন্দর প্রবিষ্ট [illegible] স্থিতদের গৃহগুলি সুসজ্জিত [illegible] সজ্জিত; সমাগত অতিথি অভ্যাগতগণের বাসের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্মুখে একটি রমণীয় পুষ্পোদ্যান। এখান হইতে কলনাদিনী বিষ্ণুপদী মন্দাকিনীর দৃশ্য বড়ই মনোমুগ্ধকর। সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে কেবলমাত্র পুস্তকালয়ের জন্য এরূপ রমণীয় হর্ম্ম্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ইহার ইংরেজী সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তকের সংখ্যায় আর অন্য কোন পুস্তকাগারে একাধিক পুস্তকের সংগ্রহ নাই। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মেট্‌কাফ হলের পুস্তকালয়ে যে সকল পুস্তক পাওয়া যায় না সে সকল পুস্তকও জয়কৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠিত এই পুস্তকালয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্ব-সমেত ইহাতে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের পুস্তক সংগৃহীত আছে, এবং ইহার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ একজন অধ্যক্ষ ও তাঁহার সহকারী ও দপ্তরী চাপরাসীতে ৫।৬ জনকে প্রায় বার্ষিক ৯০০৲ টাকা বেতন স্বরূপ; পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয় ও বাঁধান জন্য বার্ষিক ১২০০৲ টাকা ব্যয় করিতে হয়। এই সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জয়কৃষ্ণ বার্ষিক ১৯০০৲ টাকা উপস্বত্বের সম্পত্তি ও ২০০৲ টাকা সুদের কোম্পানির কাগজ অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকালয় সম্বন্ধে ইংলিশ সংবাদপত্র সম্পাদকের কতদূর উচ্চ অভিপ্রায় দেখুন,—

"His house on the river banks at Utterparah though almost equal in size to a palace was never occupied by the family; but was chiefly kept for the large library which he accumulated, and which like most libraries of native gentleman contains not a few rare and valuable works. This house Babu Joy Kissen was always willing to place at the disposal of his European friends, and Sir W. W. Hunter availed himself of it for three years in succession, in order to be able better to carry on his work away from the distractions of Calcutta.

The Saturday Evening Journal.

Dated 21st June 1888.

সর্ ডবলিউ, ডবলিউ, হণ্টার্ সাহেব কলিকাতা মহানগরীর কোলাহল হইতে অব্যাহতি লইয়া ক্রমিক তিন বৎসরকাল উত্তরপাড়া [illegible] দ্বিতলোপরি গৃহে অবস্থিতি করেন এবং এই পুস্তকালয়ে জয়কৃষ্ণের [illegible]

দুষ্প্রাপ্য ও দুমূল্য পুস্তকাবলীর সাহায্যে * তাঁহার প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধীয় মহার্হ-গ্রন্থগুলির অধিকাংশ রচনা করেন।

বঙ্গীয় কবিকুলকেতন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই রমণীয় সৌধমধ্যে দুইবার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন,—একবার ১৮৭০ ও আর এক বার ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার মহামূল্য জীবনের শেষাংশ উত্তর পাড়ার পুস্তকালয়েই অতিবাহিত হইয়াছিল। এই অসাধারণ প্রতিভাশালী বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী কবি শেষাবস্থায় নিদারুণ রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যখন কোথাও জুড়াইবার স্থান পান নাই, তখন গুণের মর্য্যাদক, আপন্নের আশ্রয় জয়কৃষ্ণ বাবু তাঁহাকে উত্তরপাড়ায় লইয়া গিয়া অতি যত্নে তাঁহার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সে সম্বন্ধে মাইকেলের জীবনীলেখক† যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে জয়কৃষ্ণের সহৃদয়তার প্রভূত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়,—"আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শেষাবস্থায় রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা ঋণের যন্ত্রণাই মধুসূদনের পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর হইয়াছিল। ঋণদাতাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য, কিছুদিন কলিকাতা হইতে অন্যত্র বাস করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। এই সময় উত্তরপাড়াস্থ সুপ্রসিদ্ধ জমিদার, স্বর্গীয় বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার দুর্দ্দশা অবগত হইয়া সহৃদয়তার সহিত তাঁহাকে উত্তর পাড়ায় যাইয়া অবস্থিতির জন্য আহ্বান করেন। মধুসূদন তদনুসারে দুই তিন মাস কাল উত্তরপাড়ায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। উত্তর পাড়ায় অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ হইত এবং জয়কৃষ্ণ বাবু নিজে, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রাজা প্যারী মোহন এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলে মধুসূদনকে যথেষ্ট সম্মান এবং শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদিগের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়াতে মধুসূদনের যন্ত্রনা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল।" জয়কৃষ্ণ এদেশীয়দিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষাদান সম্বন্ধে সর্ব্বদা যেরূপ চেষ্টা করিতেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মান ও সমাদর করিতেও সেইরূপ যত্নবান ছিলেন। পূজ্যপাদ বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়

---

* Ootterparah collection, being a series of rare tracts and News papers of the last century, belonging to Baboo Joy Krisna Mukerji of Ootterparah, in Bengal. Vide fly leaves,—The Annals of Rural Bengal.

† বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু বি, এ,।

মহাশয় যখন হাওড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করিতেন, তখন জয়কৃষ্ণ বাবুর ভালবাসায় বশীভূত হইয়া তিনি মধ্যে মধ্যে উত্তরপাড়ায় আসা যাওয়া করিতেন। একদা জয়কৃষ্ণ বাবু উত্তরপাড়ায় গঙ্গার একটী ঘাট বাঁধাইতেছিলেন এমন সময় ভূদেব বাবু একদিন উত্তরপাড়ায় আইসেন। বৈকালে উভয়ে ঘাট দেখিতে গিয়া জয়কৃষ্ণ বাবু দেখিলেন ঘাটের কাজ আশানুযায়ী হইতেছে না, প্রধান মিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসায় জানিলেন, অন্যান্য মিস্ত্রী ও মজুরেরা সব দিন কাজে আইসে না। ইহা শুনিয়া তিনি অতি কর্কশ ভাবে আজ্ঞা দিলেন ;—"যে কামাই করিবে তাহাকে বিশ বিশ বেত লাগাইবে।" এই সময় তিনি ভূদেব বাবুর দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার মুখমণ্ডলে যেন বিরক্তির ছায়া পতিত হইয়াছিল। জয়কৃষ্ণ তখন ভূদেব বাবুকে বলিলেন,—"আমার এই কঠোর আজ্ঞা আপনার অপ্রীতি-কর হইতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের সংস্রবে যতই আসিবেন, ততই দেখিতে পাইবেন যে 'বাপু বাছা' করিয়া তাহা-দের নিকট কাজ পাওয়া যায় না। তাহারা কর্ত্তব্যতাজ্ঞানশূন্য, এবং শাস্তি অপেক্ষা কত্তব্য কর্ম্মকে অধিক ভয় করে না। তাহাদের প্রতি স্নেহ মমতা দেখাইবার সময় আছে।"

বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত জয়কৃষ্ণ বাবুর নিকটবাসী ছিলেন, এবং "বালীতে" বাস করিতেন। অক্ষয় বাবুর অম্লরসাস্বাদ সহ্য হইত না—আম্রে মিষ্টতার সহিত অম্লত্ব আছে বলিয়া তিনি তাহা খাইতেন না। একবার জয়কৃষ্ণ বাবু যত্ন করিয়া অক্ষয় বাবুকে কতকগুলি আম্র পাঠাইয়া দিয়াছি-লেন, অক্ষয় বাবু তাঁহার একটী আম্র ভক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার একজন বন্ধু তাহা দেখিতে পাইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তাহাতে অক্ষয় বাবু বলিলেন, "জয়কৃষ্ণ বাবু যত্ন করিয়া আম্র গুলি পাঠাইয়া বলিয়া দিয়াছেন ইহাতে কোন অনিষ্ট করিবে না। যদি কোন আশঙ্কা থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখন অনুরোধ করিতেন না।" অক্ষয় বাবু জয়কৃষ্ণ বাবুকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে জয়কৃষ্ণ বাবুর মুক্তহস্ততার কথা লিখিতে হইলে এক খানি পৃথক্ পুস্তকের প্রয়োজন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়া তিনি সিণ্ডিকেটের মেম্বরগণের যার পর নাই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েন।

বেথুন সাহেব যখন কলিকাতা-এডুকেশন কৌন্সিলের সেক্রেটারী ছিলেন, তখন জয়কৃষ্ণ বাবু প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে—প্রতিবৎসর যে সকল ছাত্র কালেজের নির্দ্দিষ্ট পাঠ সমাপন করিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে পারদর্শিতা-নুসারে কয়েক জনকে বাছিয়া লইয়া বিষয়কার্য্যসাধনোপযোগী শিক্ষা দান করিলে তাহারা শাসন ও বিচার বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলায় কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন। প্রতিবৎসর এইরূপে সুশিক্ষিত সুদক্ষ কর্ম্মচারী প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিলে, অতি অল্প দিনেই বিচার ও শাসন বিভাগ সংস্কৃত হইতে পারিবে, এবং তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে সাধারণতঃ শাসন বা বিচারব্যভিচার সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে হইবে না। সেরূপে মনোনীত ব্যক্তিগণকে ভারতের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া তত্তৎ স্থানের মানব প্রকৃতি, সমাজপ্রথা, শাসনপ্রণালী, প্রজা ও জমিদারের স্বত্ব এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। যখন দেখা যাইবে তাঁহারা সে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তখন তাঁহা-দিগকে শাসন ও বিচারবিভাগে কাজ দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাব সমিতি কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ, রাজা সত্য চরণ ঘোষাল প্রভৃতি গণ্য মান্য সদস্যগণ জয়কৃষ্ণ বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং তজ্জন্য প্রভূত অর্থ সাহায্যের জন্যও প্রতিশ্রুত হয়েন, কিন্তু প্রেসিডেণ্টের পরলোকপ্রাপ্তিতে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৮৭৯ খৃঃ অঃ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কার্য্যকরী শিক্ষার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া কলিকাতা গেজেটে তদ্বিষয়ক মন্তব্য প্রকাশ করিলে জয়কৃষ্ণ বাবু উৎফুল্ল চিত্তে তাহা অনুমোদন এবং তজ্জন্য মাসিক একশত টাকা দান অঙ্গীকার করেন; কার্য্যকরী শিক্ষার উন্নতিকল্পে জয়কৃষ্ণ বাবুর যে অসাধারণ আগ্রহ ছিল তাহা দেখাইবার জন্য আমরা পাঠকবর্গকে তাঁহার নিম্নোক্ত পত্রখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

To A W. Croft Esq. Director of Public Instruction Bengal, Calcutta. Sir, – Being convinced of the desirablity of placing at the disposal of a limited number of distinguished students of the university the means of maturing their studies by travel and observation I have to submit the following proposal for your favourable consideration.

I propose that four scholarships of the value of Rs 200 a month each and tenable for a period of two years be created and awarded to four students who have passed the B. A. degree, preference being given to those candidates, who stand higher than others in the list of successful students. The scholarships should be tenable on condition that the scholars should travel in different parts of the country and collect informations on agriculture, manufacture, tenures, village watch and condition of the people, and record the same in journals in such forms as may be prescribed by you. A copy of the journal should be forwarded to you at the end of each month and the scholarships should be liable to be forfeited at the end of the year, if the journals of any scholar should fail to show that he has not made a good use of his travels.

I anticipate much good from the proposed measure. It should secure to the young men an amount of practical knowledge which will eminently qualify them for public service and for private enterprise, and this example will induce others to carry their live-li-hood by developing the natural resources of the country in one of the thousand, and one way in which they may be developed instead of depending on the precious chance of getting appointments in the public service.

If the scheme meets with the approval of Government and half the amount necessary to carry it out be paid from the educational funds I presume the other half may be raised by subscription from among a few native gentlemen, I am willing to pay Rs. 100 a month in furtherance of the object.

The scheme in a slightly modified form was submitted by me to the late Council of Education at the time it was presided over by the late Honorable I. E. D. Bethune and I was promised the co-operation of the late Baboo Prasanna Coomar Tagore, the late Raja Pratab Chander Sing and the Raja Satya Churn Ghosal but although the scheme was favourably looked upon by the the Council it was dropped on the death of their illustrious president.

The liberality with which our present Government seems

disposed to encourage schemes for practical education emboldens me to renew any proposal for the favourable consideration of the Government. Dated Wooterpara, The 21st. January 1879. দুঃখের বিষয় এবারেও এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না।

বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারসম্বন্ধে অনেকে অনেক অর্থব্যয় করিয়াছেন, আপনাপন ব্যয়ে বহুল বঙ্গীয় জমিদার নিজ নিজ বাসগ্রামে বা জমিদারীর কোন কোন স্থানে বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু জয়কৃষ্ণ বাবুর ন্যায় অকাতর অর্থব্যয়ে যথাতথা বিদ্যালয়স্থাপনে উদ্যোগী পুরুষের কথা অতি অল্পই শুনিতে পাওয়া যায়। উত্তরপাড়ার উচ্চ ইংরেজী স্কুল (অধুনা কলেজ) লইয়া হুগলী জেলায় তাঁহার সাত আটটী উচ্চ ইংরেজী স্কুল চলিতে লাগিল, বাঙ্গালা স্কুলেরত কথাই নাই,—সমস্তই জয়কৃষ্ণবাবুর অর্থসাহায্যে। এই সময়ে শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীরাও শতমুখে তাঁহার সুখ্যাতি-গীত গাইতে লাগিলেন, প্রতিবর্ষের এডুকেশন রিপোর্ট সুবর্ণাক্ষরে 'জয়কৃষ্ণ' নাম হৃদয়ে লইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে উপস্থিত হইতে লাগিল। This information may seem superfluous to those who know that Babu Joykissen Mookerjee is the chief member of the committee whose liberality in establishing schools in all parts of the Hooghly District and whose generous support to this school, in particular, has been so often recognised. Extract from Mr. Lodge's Report for the quarter ending Octr. 1857.

হুগলী জেলার মফস্বলে জয়কৃষ্ণ বাবুই সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী ও বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন করেন। তাঁহার মায়াপুর ও জিরাট মুণ্ডমালার স্কুলের ন্যায় প্রাচীন স্কুল হুগলী জেলার মধ্যে আর নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অনম্যতা ও অধ্যবসায়।

জয়কৃষ্ণ বাল্যাবধি নিয়মের অধীন হইয়া সকল কাজ করিতে ভাল বাসিতেন। স্বাস্থ্যের নিয়ম, ধর্ম্মের নিয়ম, সমাজের নিয়ম, রাজনিয়ম সকল প্রকার নিয়মই তিনি অতি যত্নের সহিত পালন করিতেন। এই নিয়মাধীনতা দ্বারা মনুষ্য সর্ব্ববিধ সাধনাতেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন। এই মহোপকারিণী বৃত্তি যাঁহার বলবতী থাকে তিনিই সংসারক্ষেত্রে আপন সুচিত্র অঙ্কনে আপনাকে সার্থক করিতে পারেন। নিষ্ঠা ব্যতীত কেহই অসাধ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। এই নিষ্ঠা সুশিক্ষা দ্বারা ন্যায়ের অনুসন্ধান করিয়া লয়, এবং তাহারই অনুসরণে পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়। জয়কৃষ্ণ চরিতে তাহাই ঘটিয়াছিল। বাল্যকালে ইংরেজ বালকদিগের সহবাসগুণে জয়কৃষ্ণ বাবুর নিয়মাধীনতা সুচারুরূপে অভ্যস্ত এবং পশ্চাৎ সংশিক্ষা দ্বারা তাহা ন্যায়ের অনুগামিনী হইয়াছিল। সুতরাং যাহা ন্যায়ানুগত তাহার প্রতিপালন পক্ষে নিষ্ঠা তাঁহাকে কিছুতেই নিরস্ত হইতে দিত না। এজন্য কোন কার্য্যে একবার তিনি প্রবৃত্ত হইলে যতক্ষণ তাহাতে সফলকাম না হইতেন ততক্ষণ কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেন না। ন্যায়ের প্রতিকূলে কখনই তাঁহার নমনীয়তা ছিল না, অধিকন্তু অধ্যবসায়ের উত্তেজনা পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যাইত। ন্যায়ের সম্মান রক্ষার জন্য যাঁহার অনম্যতা নাই সেই ভীরু। অনম্যতা অধ্যবসায়ের জননী। এই অনম্যতার জন্য জয়কৃষ্ণ বাবুর সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি যাহা ন্যায়ানুগত জ্ঞান করিতেন কোনমতে তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না; যত বাধা, যত বিঘ্ন, যত বিপত্তিই উপস্থিত হউক, কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। যাহা করিতে হইবে, তাহা তিনি করিবেনই – কিছুতেই তাহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না। এজন্য তাঁহাকে সময়ে সময়ে অনেক আত্মীয় অন্তরঙ্গের সহিত বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল; বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর বিরাগভাজন হইয়া কতবার কত প্রকারে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল; কত লোকের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া কতই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল; অকারণ অজস্র অর্থব্যয়ে ব্যতিব্যস্তও হইতে হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই; যাহা কিছু ন্যায্য বোধ করিতেন, প্রাণান্তেও তিনি তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হইয়া

জন সমাজে আপনাকে কাপুরুষ প্রতিপন্ন করিতেন না। তিনি সিংহের ন্যায় সর্ব্বত্রই আপনার জেদ বজায় করিয়া গিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাপূরণে "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন এই মহাবাক্যের সার্থকতা জয়কৃষ্ণ বাবুতে পূর্ণ মাত্রায় দৃষ্টিগোচর হইত। এই জন্যই নবজীবনের কবি তাঁহাকে "রোখে হাইন্দুর আলি" বলিয়া গিয়াছেন। এই অনন্যতা গুণের প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা বঙ্গের আর একটী কৃতিমান্ পুরুষের চরিত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—তিনি জগদ্বিশ্রুত প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়।

যৌবনসুলভ চাপল্য পরিহার পূর্ব্বক যে মহাপুরুষ যৌবনে কমিশেরিয়েটের উপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়া সুবুদ্ধি ও সহিষ্ণুতাবলে বার্ষিক দুই তিন লক্ষ টাকা উপস্বত্বের জমিদারীর স্বামিত্ব লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহার অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে অগ্রসর হওয়াই বাহুল্য। তাহা সকলেরই পরিজ্ঞাত। জয়কৃষ্ণ বাবুর অধ্যবসা ও অনন্যতা গুণের শত শত দৃষ্টান্ত আছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকটী মাত্র উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে ন্যায়ের মর্য্যাদারক্ষার জন্য তিনি কতদূর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কয়েকটী বার কিরূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গাধীন অন্যান্য সূত্রেও তাঁহার এই গুণের অনেক আভাস পাওয়া যাইবে। আত্মমর্য্যাদা তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর ছিল। যে স্থলে তাঁহার সম্মানের বিন্দুমাত্র অপচয়ের সম্ভাবনা থাকিত সে স্থলে তিনি কদাচ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেন না।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার কোন ডেপুটী কালেক্টর কোন একটী বাঁধের সংস্কার সম্বন্ধে জয়কৃষ্ণ বাবুকে একখানি পরওয়ানা দেন; পরওয়ানার ভাষা কোন মতেই ভব্যতানুমোদিত ছিল না। এজন্য জয়কৃষ্ণ তাহার কোন লিখিত উত্তর না দিয়া আপন মোক্তার দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে পরওয়ানা খানি যথারীতি লিখিত হইলে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইবে। ডেপুটী বাবু সে কথায় বড় মনোযোগ করেন নাই। অধিকন্তু তিনি বিলক্ষণ কোপাবিষ্ট হইয়া পর বৎসর বাঁধের সংস্কারের সময় উপস্থিত হইলে, অধিকতর কঠোর ভাষায় আর একখানি পরওয়ানা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল যে সাত দিন মধ্যে উত্তর না পাইলে, উত্তর না পাওয়া কাল পর্য্যন্ত, প্রতিদিন ৫৲ টাকা করিয়া তাঁহার অর্থদণ্ড করা হইবে। এইবার পরওয়ানা পঁহুছিবা মাত্র জয়কৃষ্ণ বাবু ডেপুটী কালেক্টরের অভব্যতার প্রতিবিধান জন্য হুগলির কালেক্টর সাহেবকে যে পত্র খানি লিখিয়াছিলেন তাহাতে

তাঁহার বিলক্ষণ মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কালেক্টর সাহেব জয়কৃষ্ণ বাবুর ন্যায়ানুগত আপত্তি অবগত হইয়া ডেপুটীকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ ব্যবহারের জন্য সতর্ক হইবার কথা বলেন।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আরম্ভকাল অবধি সিবিলিয়ান সম্প্রদায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদিগের শাসনকর্ত্তা। এই সকল সিবিলিয়ান প্রত্যেক জেলাতেই আছেন। তাঁহারা জেলার মাজিষ্ট্রেট মূর্ত্তিতে আমাদিগের শাসন কর্ত্তা এবং জজ-রূপে বিচারকর্ত্তা। জেলার মধ্যে তাঁহাদিগের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা,—তাঁহারা যাহা করেন তাহাই হয়, তাহার অন্যথা প্রায়ই দেখা যায় না। শাসননীতির নিয়মানু-সারে তাঁহাদিগের হস্তে প্রভূত ক্ষমতা; স্থানিক স্বাস্থ্য, জনসাধারণের অবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্দ্দৈব, সংক্ষেপতঃ, প্রকৃতিপুঞ্জের সুখদুঃখ সম্বন্ধে তাঁহারা যেরূপ ব্যবস্থা করেন প্রায় তাহার অন্যথা হয় না; তাঁহাদিগের অনভিমতে জেলার শুভাশুভ নির্ণীত হয়, সুতরাং অসীম শক্তির সম্বন্ধে কাহার সন্দিহান হইবার কিছুই নাই। যেখানে যত শক্তির সমাবেশ সেখানে তত দায়িত্বের গুরুভার। তাঁহাদিগের উপর জনসাধারণের সুখদুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম সকলই নির্ভর করে। এরূপ স্থলে এই সকল সিবিলিয়ান শাসকদিগের দেবোপম চরিত্র হইলে তবে শাসনশক্তির সদ্ব্যবহার ও তাহা সুচারুরূপে শোভনীয় হয় এবং তাহা হই-বারই কথা,—কারণ ইংরেজের যে সকল উৎকৃষ্ট জাতীয় গুণ আছে, তাহা ভূমণ্ডলের অনেক জাতিরই অনুকরণীয়; তাহা হইলে কি হয়, খনিজমাত্রেই মণিমাণিক্য নহে, সকল ভূধর হিমাদ্রি নহে, বৃক্ষমাত্রেই অশ্বত্থ নহে, সকল লতাই সোমলতা নহে, পত্রমাত্রেই তুলসী নহে, এবং স্রোতস্বতী মাত্রেই সুরধুনী নহে, সুতরাং সিবিলিয়ান মাত্রেই যে সমস্ত সদ্‌গুণ সম্পন্ন হয়েন তাহা নহে। অনেকে এরূপ আছেন যে ব্যবহারগুণে তাঁহারা উপাস্য দেবতার ন্যায় ভারতবাসীর চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, আমাদিগের রসনা তাঁহাদিগের গুণগানে ক্লান্ত হইলেও মন তাহাতে তৃপ্তিলাভ করে না, তাঁহাদিগের স্মৃতিসংর-ক্ষণে, তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনে, তাঁহাদিগের উদ্দেশে উৎসব সম্পাদনে সর্ব্বস্বান্ত হইলেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না; পক্ষান্তরে অপর কতকগুলির ব্যবহারদোষে তাঁহারা চক্ষুশূল, শত্রু অপেক্ষা অপ্রিয়, এবং কৃতান্ত অপেক্ষা ভীতিজনক হইলেও সমানভাবে সকলের শ্রদ্ধাভক্তি পাইবার প্রত্যাশী। এদেশে তাহাই হইতেছে, শাক ও শর্করা একই দরে বিকাইতেছে। কিন্তু ন্যায়দর্শী জয়কৃষ্ণ তাহাতে বিলক্ষণ সাবধান ছিলেন বলিয়া শেষোক্ত সম্প্রদায়ের

প্রিয় হইতে পারেন নাই। অধিকন্তু তাঁহাদিগের সহিত বিলক্ষণ মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল।

আজি কালিকার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ন্যায় সেকালে জেলায় জেলায় "ফেরিফণ্ড কমিটী" নামে এক একটী সমিতি ছিল। সেই সমিতি সাধারণের সুবিধা, স্বাস্থ্য, স্বচ্ছন্দতা, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। জেলার সম্ভ্রান্ত জমিদার ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই সভার সভ্য এবং জেলার মাজিষ্ট্রেট সেক্রেটরী থাকিতেন। হাওড়াতে যে এইরূপ একটী সভা ছিল জয়কৃষ্ণ বাবু তাহার একজন সভ্য ছিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জেঙ্কিন্স সাহেব হাওড়ার মাজিষ্ট্রেট এবং ফেরিফণ্ড কমিটির সেক্রেটরীগিরি করিতেন। জয়কৃষ্ণ বাবু যখন যে কাজ করিতেন তখন তাহার গুরুত্ব বিবেচনায় বিশেষ সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত তাহা সম্পাদন করিতেন; কখন কাহার মুখাপেক্ষী হইতেন না, সর্ব্বত্র স্বাধীনভাবেই চলিতেন। মিঃ জেঙ্কিন্স বোধ হয় বাঙ্গালীর এরূপ ব্যবহারকে ধৃষ্টতার পরিচায়ক মনে করিয়া জয়কৃষ্ণবাবুর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না; মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইতেন উক্ত সভার এক অধিবেশনে মেম্বরগণ সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উপস্থিতি প্রার্থনা জানাইলে তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করেন না, সভ্যগণকে সভার কার্য্য সম্পাদনে করিতে অনুমতি দেন। সভার কার্য্য যথা নিয়মে সম্পন্ন হইল সভার কার্য্যবিবরণ সভ্যগণকে জ্ঞাত করা সেক্রেটরীর কর্ত্তব্য, কিন্তু সে দিনের কার্য্য বিবরণ জেঙ্কিন্স সাহেব কোন মেম্বরের নিকট পাঠাইলেন না, অধিকন্তু তাহার চারিদিন পরে উক্ত অধিবেশনের কার্য্যগুলি তাঁহার অনুমোদিত নহে, এবং জয়কৃষ্ণ বাবু দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষক এই হেতুবাদে সভার কার্য্যবিবরণ কমিটীর মেম্বরগণকে তিনি পাঠাইতে পারেন না, এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। মিঃ জেঙ্কিন্স মহীলতাভ্রমে সর্পশিশুশরীরে আঘাত করিয়াছিলেন, নির্ভীক জয়কৃষ্ণের তাহা সহ্য হইল না, তিনি সাহেবের অসদাচরণের কথা রেভিনিউ কমিশনরের নিকট দিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিলেন। ইহাতেও জয়কৃষ্ণ বাবু জয়লাভ করেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী জেঙ্কিন্সের কার্য্যের নিন্দা করিয়া তাঁহাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেন। ইহা দ্বারা জয়কৃষ্ণ বাবুর একটী ভাবী বিপদের সূত্রপাত হয়।

কোন এক সময়ে জয়কৃষ্ণ বাবু হুগলী হইতে বাটী আসিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে একটী বাক্সে কতকগুলি টাকা ছিল, রেলওয়ে ট্রেনের গার্ড তাহা জানিতে

পারিয়া অন্যায়রূপে ঐ টাকার ভাড়া স্বরূপ ছয়টী পয়সা আদায় করে। যে ব্যক্তির নিকট একজন ভিক্ষুক হস্ত প্রসারণ করিলে একটী টাকার কম পাইত না, সেই ব্যক্তি এই সামান্য ছয়টী পয়সার জন্য রেলওয়ে কোম্পানির এজেণ্ট সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন। রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারে সময়ে সময়ে কত নিরীহ লোক যে নানাপ্রকারে অনর্থক কষ্টভোগ করে তাহাই জ্ঞাত করিবার উপলক্ষে তিনি একথার উল্লেখ করিয়াছিলেন যে,—I would not have troubled you for such a trifling sum, had not the transaction involved a question of some importance to the public.

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৯।৮০ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক বিজ্ঞাপনে জয়কৃষ্ণ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ ভাবে একটী মন্তব্য লিখিত হইয়াছিল যে "তিনি যতদূর সাধ্য আপনার প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি করেন এজন্য তাহাদিগের বড়ই অপ্রিয়।" অশুভক্ষণে ঐ মন্তব্যটী জয়কৃষ্ণ বাবুর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। প্রজার শুভানুধ্যান ও শুভচেষ্টা ব্যতীত যাঁহার অন্য চিন্তা কখন মনোমধ্যে স্থান পায় নাই, প্রজাকে যিনি অপত্যবৎ স্নেহ করিতেন, যিনি প্রজাকে জমিদারীর বিভব ও গৌরব জ্ঞান করিতেন, যে প্রজার উন্নতিকল্পে তাঁহার কিছুই অদেয় বা অকর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান ছিল না; যিনি প্রজা লইয়াই আপনাকে অতুল ঐশ্বর্য্যবান বোধ করিতেন, প্রজাই যাঁহার সর্ব্বস্ব, প্রজাই যাঁহার জীবন তিনি সেই প্রজার অপ্রিয়—একথা যে তাঁহার মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিবে সে পক্ষে বিচিত্রতা কি,—বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের কলিকাতা গেজেটের বার্ষিক বিবরণ মধ্যে এরূপ লিপি তাঁহার সম্পত্তি ও সম্মানের যারপর নাই হানিজনক। যিনি বঙ্গদেশের শাসন বিভাগের শীর্ষ স্থানীয় সেই সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তার এরূপ মন্তব্য বড়ই বিভীষিকাময় জ্ঞান করিয়া তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রাইভেট সেক্রেটরীকে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—গত বর্ষে বর্দ্ধমান বিভাগের শাসন বিবরণ মধ্যে 'আমি যতদূর সাধ্য আমার প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি করা প্রযুক্ত তাহাদিগের বড়ই অপ্রিয়' বলিয়া যে লেঃ গবর্ণর বাহাদুরের মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। যাঁহার মনে সুভাব সঞ্চারের জন্য আমি সর্ব্বদাই ব্যগ্র, এতদ্দ্বারা তাঁহার মনে আমার সম্বন্ধে প্রতিকূল ধারণা জন্মিয়াছে তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ইহাতে আমার নানাপ্রকারে ক্ষতি হইতে পারিবে এবং আমার স্বশ্রেণীস্থ ব্যক্তিবর্গেরও যথেষ্ট স্বার্থহানি জন্মিবে।

যে কোন উপায়েই এই সংবাদ সংগৃহীত হইয়া থাকুক ইহার কোনই মূল নাই ; তৎসম্বন্ধে আমি নিম্নে যাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি প্রার্থনা এই যে আপনি তাহা লেঃ গবর্ণর সাহেব বাহাদুরের বিচার এবং বিহিত আজ্ঞার জন্য তাঁহার সুগোচর করিবেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১০ আইন ও প্রচলিত খাজনার আইনে প্রজার খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল বিধি ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে তদনুসারে এবং অন্যান্য নানা কারণে প্রায় গত ২০ বৎসর কাল মধ্যে প্রজার খাজনা বৃদ্ধি বড়ই কষ্ট-কর হইয়া উঠিয়াছে। তুলনা করিয়া দেখিলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে অন্যান্য জমিদারদিগের মহলে আপোষে বা আদালতের সাহায্যে যে খাজনা বৃদ্ধি হইয়াছে আমার জমিদারী ত্রিপুরাপুর এবং দ্বারবাসিনীর বর্দ্ধিত খাজনা তাহা অপেক্ষা অল্প। বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া কি হারে নিরীখ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা ঠিক বলিতে না পারিলেও মোটের উপর একথা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে আমার নিজের, এবং আমার পুত্র ও পৌত্র-গণের জমিদারীতে গত ১৫ বৎসর মধ্যে শতকরা ৫ জনের অধিক প্রজার খাজনা বৃদ্ধি হয় নাই। ইহার সঙ্গে আমি একটী হিসাব পাঠাইতেছি তাহাতে আমার বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যগত প্রধান প্রধান জমিদারীর গত ১১ বৎ-সরের মোট আদায় প্রদর্শিত হইল। গত বৎসরের হিসাব এখনও শেষ হয় নাই। ১২৮৫ সালে খামার এবং পতিত জমি উত্থিত হওয়ায় ১২৭৩ সালের আদায় অপেক্ষা মোটের উপর শতকরা ৫৲ টাকা মাত্র বেশী আদায় হইয়াছে। ১২৭৩ সাল দুর্ভিক্ষের পরবর্ত্তী বৎসর, এবং ১২৮৫ সাল বিশেষ সুজন্মার বৎসর। ১৮৭২ এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের রোড়শেষ রিটারণে আমার মহল সকলের খাজনা আদায়ের যে হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে তাহারও একটী তালিকা পাঠাইতেছি। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পর হইতে মৌজা সাঁচিতাড়া এবং মনোহরপুরে যে বেশী খাজনা আদায় হইয়াছে সে কেবল খামার ও পতিত জমি সকল উত্থিত হওয়া প্রযুক্ত ; ত্রিপুরাপুর হাতিশালা ও দ্বারবাসিনীতে যে কম আদায় হইয়াছে সে কেবল ১৮৮০ সালের আদায়ের তালিকা হইতে ওজরী খাজনা বাদ দেওয়ার এবং জল নিকাশ না হওয়ার জন্য জানিতে হইবে।

গত ৫ বৎসর মধ্যে যে সকল মহলে অত্যধিক খাজনা বৃদ্ধি হইয়াছে সে সকল মহলের সংখ্যা বড়ই কম। ডানকুনি কেনাল দ্বারা সেই সকল মহলের উৎকর্ষ সাধনই তাহার কারণ। তাহা হইলেও মোটের উপর ১২০০৲ টাকার

অধিক বৃদ্ধি হয় নাই, উক্ত কেনালের জন্য আমাকে ১৮০০০৲ টাকার অধিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছে।

খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে আইনানুসারে আমার যাহা করিবার অধিকার আছে আমি তাহাই করিয়াছি, তাহাও এরূপ ভাবে করা হইয়াছে যে প্রকৃত প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যে যেরূপ লিখিত হইয়াছে যে "আমার যতদূর সাধ্য আমি আমার প্রজাদিগের তত খাজনা বৃদ্ধি করিয়াছি" সেরূপ ভাবেও নহে; তথাপি সেজন্য আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করা হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিতকর কার্য্যে আমি যে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছি তাহারও কিছুমাত্র উল্লেখ করা হয় নাই। আমার উপর যে কুখ্যাতির আরোপ করা হইয়াছে তাহার কোন কারণই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আমার বিশ্বাস যে ছোটলাট বাহাদুরের জ্ঞাতসারে কখন এরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয় নাই।

আমি যে আমার প্রজাদিগের প্রিয় কি অপ্রিয় আমার নিজের তাহা বলা শোভা পায় না; কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে যে অন্যান্য জমিদারদিগের প্রতি তাঁহাদিগের প্রকৃতিপুঞ্জের যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি আমার প্রতি আমার প্রজাদিগের কোন অংশে তাহার ন্যূনতা নাই এবং তাহা বুঝিবার পক্ষে আমার অপেক্ষা কোন রাজকর্ম্মচারীরই অধিক সুবিধা নাই। গত দশ বৎসর মধ্যে একশতেরও অধিক প্রজা অন্যের জমিদারী হইতে উঠিয়া আমার জমিদারীতে আসিয়া বাস করিয়াছে, এবং প্রতি মাসেই প্রায় পাঁচ ছয় শত প্রজা আপনাদিগের পারিবারিক বিবাদ মীমাংসার জন্য বা আমার গমস্তাগণের কেহ কোন রূপ অত্যাচার বা অসদাচরণ করিলে তাহার প্রতীকারের জন্য আমার নিকট আসিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে গবর্ণমেণ্টের শাসন সম্বন্ধীয় রিপোর্টে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার সহিত প্রকৃত ব্যাপারের অনেক প্রভেদ। কেবল মাত্র এই সকল জেলার প্রজাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে নহে, তাহাদিগের একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ সংস্রব, বিবাদ বিসম্বাদ, ও তাহাদিগের অর্থাগমের উপায়, তাহাদিগের আচার ব্যবহার, অভাব অভিযোগ, নৈতিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি আমার যতটা জানা আছে, অন্য কাহার ততটা নাই বলিয়া আমার গৌরব করিবার অধিকার আছে। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে কৃষির উন্নতিকল্পে পুষ্করিণী খনন, পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, বাঁধবন্ধনাদি, স্বাস্থ্য, এবং সুবিধা স্বচ্ছন্দতার জন্য রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, পয়ঃপ্রণালীর উন্নতিসাধন, চিকিৎসালয়

স্থাপন, ঔষধাদি বিতরণ এবং জ্ঞানোন্নতির জন্য স্কুল পাঠশালাদি সংস্থাপন দ্বারা আমি আমার প্রকৃতিপুঞ্জের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকি।

উপসংহারে আমার প্রার্থনা এই যে যদি ছোটলাট বাহাদুর আমার উক্তির সারবত্তা অনুমান করিয়া সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যে তাঁহার সে কুধারণা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার অপনোদন সম্বন্ধে যে কোন উপযুক্ত উপায় অবলম্বন দ্বারা আমার প্রতি ন্যায় বিচার করেন।"

উপরি উক্ত প্রার্থনা পত্রের উত্তরে ছোটলাট বাহাদুর লিখিয়া পাঠাইলেন যে "স্থানিক কর্ম্মচারীগণ তত্তৎ জেলার জমিদারদিগের চরিত্র সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহাই বার্ষিক শাসন বিবরণে উদ্ধৃত করা হয়। Reproduced in the usual way the opinions expressed of the zemindar of that division by the local officer উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে।" জয়কৃষ্ণ সহজে ক্ষান্ত হইবার লোক ছিলেন না, তিনি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর রাবেনস সাহেবকে স্থানিক কর্ম্মচারীর রিপোর্টের প্রতিলিপি একখণ্ড চাহিয়া পাঠাইলেন, এবং ইহাও লিখিয়া পাঠাইলেন যে বার্ষিক বিবরণ মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা তিনি সন্তোষজনকরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন। কমিশনর সাহেব "হত ইতি গজ" করিয়া উত্তর দিলেন। জয়কৃষ্ণ ছাড়িলেন না, পুনরায় ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে এক পত্রে লিখিলেন যে কি জন্য এবং কোন কর্ম্মচারীরই বা রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া আমার চরিত্রের উপর আক্রমণ করা হইয়াছে তাহা আমার জানিবার অধিকার আছে, এবং যদি আমি সপ্রমাণ করিতে পারি যে সে সমস্তই অমূলক তাহা হইলে যেরূপ প্রকাশ্যভাবে আমার চরিত্র সম্বন্ধে দোষারোপ করা হইয়াছে সেইরূপ ভাবেই তাহা প্রত্যাখ্যানও করিতে হইবে ইত্যাদি।

ব্যাপার বড়ই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। চিঠিপত্র লেখালিখিতে অনেক দিন কাটিয়া গেল। বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর দেখিলেন এ বিষয় সহজে মীমাংসা পাইবার নহে, প্রকৃত প্রস্তাবেই জয়কৃষ্ণ বাবুর উপর অন্যায় দোষারোপ করা হইয়াছিল। ন্যায়বানের নিকট ভিন্ন অন্য কোথাও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। পর বৎসর কমিশনর সাহেব পূর্ব্ব বর্ষের মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করিয়া যাহা লিখিয়া পাঠাইলেন লেঃ গবর্ণর সাহেবের বার্ষিক বিবরণে তাহা প্রকাশিত হইল। আমরা তাহার সারাংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম এবং

ইংরেজী ভাষাজ্ঞ পাঠকদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য পরিশিষ্টে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"হুগলী জেলার মধ্যে বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সুপ্রসিদ্ধ জমিদার। আমি তাঁহার প্রজাপালন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে তিনি তাহাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করেন না। এমন কি, গত বৎসর তাঁহাকে যে সাধারণতঃ অপ্রিয় বলিয়া শ্লেষোক্তি করা হইয়াছিল তাহাও ঠিক নহে। তাঁহার সম্বন্ধে হুগলীর কালেক্টর যাহা বলিয়াছেন তাহা অতীব সুন্দর।

'প্রজাদিগের প্রতি তাঁহার অসদাচার দেখি নাই। তাঁহার খাজনার হার বেশী হইলেও তাহাদের অনুমোদিত। তাহারা যতটা বেশী হারে খাজনা দিতে পারিবে না সেরূপ হারে খাজনা বৃদ্ধিতে তাঁহার নিজেরই ক্ষতি বুঝিয়া সেরূপ হারে তিনি খাজনা বৃদ্ধি করেন না। যে হারে তাহারা খাজনা দিতে পারিবে না কখন তিনি সে হারে খাজনা বৃদ্ধি করেন না। এ জেলার মধ্যে কেবল তিনিই প্রজাহিতকর কার্য্যের জন্য প্রভূত অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত। বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় সংস্থাপন ও পরিপোষণ ভিন্ন তিনি পুষ্করিণী খনন, সেতু নির্ম্মাণ, বাঁধ এবং রাস্তা প্রস্তুত সম্বন্ধে কার্য্যতঃ যত্ন লইয়া থাকেন।

আমি যে কিছু দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তিনি সাধারণের অপ্রিয় নহেন। যেহেতু প্রজাগণ সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগের কথা জানাইবার সুবিধা পায়, এবং তিনিও তাহাদের প্রতীকার করিয়া থাকেন। প্রজার প্রতি ন্যায়-বিচারপরায়ণ এবং সাধারণের হিতচিকীর্ষু হইয়া আপনাপন স্বার্থে অনুরক্ত থাকেন, এরূপ জমিদারের সংখ্যাধিক্য বাঞ্ছনীয়।

জয়কৃষ্ণ কৃতিমান্ পুরুষ ছিলেন বলিয়াই কুখ্যাতির হাত এড়াইতে পারিয়াছিলেন। নতুবা তাঁহার চরিত্রে সাধারণের যার পর নাই সন্দেহ থাকিয়া যাইত। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের মন্তব্যের অনেকটা মুখাপেক্ষী হইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সত্য বটে অনেক সময় তাহা না করিলে দেশের প্রকৃত বিষয় অবগত হইবার উপায় থাকে না, কিন্তু তাহাই যে অভ্রান্ত এরূপ মনে করা কর্ত্তব্য নহে। শুধু শাসন বিভাগ কেন, গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগেও স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের মত অধিকাংশ স্থলেই অভ্রান্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ইহাতে সময়ে সময়ে জানা বিষময় ফল প্রসূত হইতে দেখা যায়। উপস্থিত ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল।

জয়কৃষ্ণ যে সর্ব্বত্রই আপন জেদ বজায় করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন তাহা নহে—যাহা ন্যায় তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সম্মানিত, আর যাহা অন্যায় তাহা তিরস্কৃত ও পরিত্যক্ত হউক। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার চিরদিন অচলা ভক্তি ছিল, ইংরেজ জাতিকে এবং ইংরেজের জাতীয় সদ্‌গুণগুলিকে তিনি মনের সহিত সম্মান করিতেন। জয়কৃষ্ণ কখন কাহার অযথা স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। তিনি প্রাণাপেক্ষা আত্মমর্য্যাদা ভাল বাসিতেন, এজন্য তোষামোদপ্রিয় ব্যক্তির প্রিয় হইতে পারিতেন না। সংসারে সকলে যে কিছু একই রকমের লোক তাহা নহে—এরূপ অনেক লোক আছেন যাঁহারা তোষা-মোদকে ইষ্টসাধনের কৌশল জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহাতে যে আত্মসম্মানের অপঘাত হয় তাহা তাঁহারা ভ্রমেও চিন্তা করেন না। যাহার নিকট কোন কাজ আছে, যে কোন উপায়ে হউক তাহা সাধন করাকেই বিজ্ঞতা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে। সেইরূপ আত্মসম্মান বিনিময়ে ইষ্টসিদ্ধিকে জয়কৃষ্ণ বাবু যারপর নাই নীচতা জ্ঞান করিতেন। তিনি জানিতেন স্বার্থ স্বকীয়—স্বয়ংই সাধন করিতে হয়, তাহার জন্য অপরের অনুগ্রহ ভিক্ষা কি,—আপনার কাজ অন্যে সাধন করিয়া দিবে ইহা অপেক্ষা কাপুরুষতা আর কি হইতে পারে! আপনার কাজ অন্যের উপাসনা দ্বারা সাধন করিতে হইলে তাহাকে তিনি স্বার্থ সাধন অপেক্ষা স্বার্থহানিই জ্ঞান করিতেন। ইংরাজের ন্যায় স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনশীল জাতি অতি অল্প আছে বলিয়াই ইংরেজ আজি পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য হইতে পারিয়াছেন, ইংরেজ জাতির ন্যায় আত্মমর্য্যাদক আর দ্বিতীয় নাই। এই আত্মমর্য্যাপ্রিয় জাতির মধ্যে এক এক জন আত্মমর্য্যাদার এরূপ পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত যে তাঁহারা অন্যের মর্য্যাদা ভুলিয়া আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বোধ করেন, অন্ততঃ অন্যজাতির মধ্যে তৎসদৃশ ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিতে ভালবাসেন না। সেইরূপ প্রকৃতির ইংরেজের সহিত যখনই জয়কৃষ্ণ বাবুকে ব্যবহার করিতে হইয়াছে তখনই কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণের ফল দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সহৃদয় ও সদ্ব্যবহারশীল যত ইংরেজের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল তাঁহারা সকলেই তাঁহার সদ্‌গুণরাশির পক্ষপাতী হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। মনস্বী পুরুষের নিকট মনস্বিতার সমাদর হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি,—যিনি আত্মমর্য্যাদার প্রকৃত মহিমা অবগত আছেন তাঁহার নিকট জয়কৃষ্ণ বাবুর ন্যায় মহাপুরুষের সম্মান লাভ হইবার এবং তাঁহার সহিত সম্প্রীতি জন্মিবার পক্ষে সন্দেহ নাই। তবে যাঁহারা আত্মম্ভরিতায় অন্ধ তাঁহারা

জয়কৃষ্ণ বাবু কেন, সৃষ্টির মধ্যে কাহাকেও আপনাদিগের সমকক্ষ বলিয়া মনে করেন না। জয়কৃষ্ণ বাবু এদেশের ইংরেজ মাত্রেরই সমধিক প্রিয় ছিলেন, তাঁহারা তাঁহার শ্রেষ্ঠ গুণগ্রামের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। জয়কৃষ্ণ বাবু সম্বন্ধে তাঁহাদিগের যেরূপ উচ্চ অভিপ্রায় ছিল তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইয়া ইংরাজ জাতি যে গুণের প্রকৃত মর্য্যাদক তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা চরিত্রসমালোচন কালে গুণবান ব্যক্তি বদ্ধবৈর হইলেও তাঁহার গুণগান করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না ইহা অপেক্ষা মহত্বের পরিচায়ক আর কি আছে।

জয়কৃষ্ণ যে একজন নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন, তাহা আমাদিগের সজাতীয়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কতকগুলি পদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষের উক্তিতে আমরা সপ্রমাণ করিব। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী মহাত্মা হোরেশ, এ, ককরেল সাহেব বলেন:—The gap which his death makes will be difficult to fill. There was a sturdy independence of thought about him rare to find in these days. তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিপূরণ কষ্টসাধ্য। তাঁহার চিন্তার এরূপ বলবতী স্বাধীনতা ছিল যে সেরূপ আজি কালিকার কালে দেখিতে পাওয়া যায় না। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার কোট্সের অভিপ্রায় পাঠ করুন,—No one could know him without respect for his great mental vigour, quick and clear intelligence and decided independence. What he thought he said—যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জানিত সেই তাঁহাকে প্রভূত মানসিক বলে বলীয়ান, প্রখর বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন এবং সুদৃঢ় স্বাধীনচেতা বলিয়া সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিত না। তিনি মনে যাহা স্থির করিতেন তাহাই প্রকাশ করিতেন। সিবিল ইঞ্জিনিয়ার এ, হিউ সাহেব লিখিয়াছেন,—His sturdy independence and strong common sense made him liked and respected by all তাঁহার সুদৃঢ় স্বাধীনচিত্ততা এবং বলবতী বুদ্ধির জন্য তিনি সকলেরই সম্মানিত এবং প্রিয় ছিলেন। আর কত বলিব এরূপ অনেক ইংরেজেই বলিয়াছেন সমস্ত তুলিতে হইলে একখানি পুস্তক হয়।

এদেশের কৃষির উন্নতি সাধন, চৌকিদার সম্বন্ধে গ্রাম্য সমিতির স্বার্থসংরক্ষণ, সাধারণ শিক্ষা বিস্তার বিষয়েই বা উৎসাহও একাগ্রতার কম কি,—

এদেশের উন্নতিসাধন, চৌকিদার সম্বন্ধে গ্রাম্য সমিতির স্বার্থসংরক্ষণ, সাধারণ শিক্ষাবিস্তার বিষয়েই বা উৎসাহ ও একাগ্রতার কম কি,—গবর্ণমেণ্ট সমীপে তিনি এক এক বিষয়ের জন্য কত বার প্রার্থনা করিয়াছেন, কতবার উপেক্ষিত হইয়াছেন, কতবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, কিছুতেই ক্লান্তি নাই, —নিরুদ্যম না হইয়া পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছেন, সহজে কোন বিষয়ে নিবৃত্ত হয়েন নাই, এক একটি কাজের জন্য তিনি জেলার মাজিষ্ট্রেট হইতে হাইকোর্ট, গবর্ণর জেনেরল, এমন কি ইংলণ্ডের প্রিভিকৌন্সিল পর্য্যন্ত দেখিয়া তবে নিরস্ত হইয়াছেন। সকল শুভ কাজেই তাঁহার উৎসাহের কথা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজনীতি চর্চ্চা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জয়কৃষ্ণচরিতের পূর্ণ বিকাশ। চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়সে যখন জয়কৃষ্ণ বাবু হুগলী কালেক্টরীতে কাজ করিতে আরম্ভ করেন, তখন হইতেই আইন অধ্যয়নে তাঁহার মনোনিবেশ জন্মিয়াছিল, এই সময় হইতেই তিনি ইংলণ্ডের রাজনৈতিকদিগের জীবনী, ইংলণ্ডের অর্থনীতি, ব্যবহার বিজ্ঞান, ও তর্কশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। কালেক্টরীর চাকরীশেষে যখন তিনি জমিদারী কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন প্রকৃত প্রস্তাবে তখন হইতেই তাঁহার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ। জয়কৃষ্ণ বাবুর রাজনীতি চর্চ্চার সহিত বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় এস্থলে সংক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

আজ প্রায় সাতশত বৎসর হইতে চলিল বাঙ্গালী বিদেশীয় রাজার শাসনাধীন আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন বাঙ্গালী চিরকাল রাজনীতি চর্চ্চার অনধিকারী। তাহার বিপরীত কথা শুনিলে হয়ত অনেকে কর্ণে অঙ্গুলি অর্পণ করিবেন। কিন্তু যে জাতি সভ্য হউক, অসভ্য হউক, যে কোন অবস্থায় এককালে স্বাধীন ভাবে স্বজাতির ও স্বদেশের শুভাশুভ, সুখদুঃখ চিন্তা করিত, শত্রু হইতে স্বাধীনতা ও স্বদেশকে রক্ষা করিত, সুদূর সমুদ্র পথে বাণিজ্যপোত পরিচালনা করিত, যে দেশের শিক্ষা, সে কালের সুসভ্য রোমকদিগের মধ্যে সমাদর প্রাপ্ত হইত, সে জাতি রাজনীতি চর্চ্চায়

অধিকার রাখিত না ইহা কতদূর সঙ্গত কথা! আজি কালি না হয় বঙ্গের ভগ্নাদৃষ্ট সংস্কারের যোগ্য নহে বলিয়া অনেকে স্থির করিয়া থাকেন, তাহা বলিয়া চিরদিনই যে ইহার এরূপ অবস্থা ছিল তাহা বিবেচকের বুদ্ধিতে কখন আসিতে পারে না। শতাব্দীর উপর শতাব্দী, সহস্রাব্দির উপর সহস্রাব্দি কাল না হয় বঙ্গদেশ পরাধীন আছে, কিন্তু একথা মনে করিতে হইবে যে এককালে ইহাতে হিন্দু রাজা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন, হিন্দু মন্ত্রী মন্ত্রণা দিতেন, হিন্দু বীরে বহিঃশত্রু হইতে ইহাকে রক্ষা করিতেন, হিন্দু শাসনকর্ত্তা ইহা শাসন করিতেন, হিন্দু ব্যবহারবেত্তা ইহাতে ব্যবস্থা দিতেন; তাহার পর না হয় অদৃষ্টদোষে মুসলমানের পদানত হইয়াছিল। বক্‌থিয়ার খিলিজীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পঙ্গপালের ন্যায় না হয় রাশি রাশি মুসলমান বঙ্গদেশকে পরিপূর্ণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া কি বঙ্গদেশে একবারে বাঙ্গালীর প্রাধান্যলোপ ঘটিয়াছিল? একবারেই কি বঙ্গবাসী স্বদেশে প্রবাসীর ন্যায় পরভাবে কালযাপন করিতে নিয়তি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল! অতীত সাক্ষী ইতিহাস তাহাতে সম্মতি দিতে পারে না। ইংরেজ লিখিত ইতিহাসেরই কথা এই—যে মুসলমান প্লাবিত বঙ্গেও হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন, মুসলমানের রাজত্বে হিন্দুর প্রাধান্যপ্রতিপত্তি বিলক্ষণ ছিল, অনেক হিন্দু বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর পদ একচেটিয়া করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বঙ্গের ডেপুটী দেওয়ান আলম চাঁদ, ঢাকার দেওয়ান যশোবন্ত রায়, বঙ্গদেশের দেওয়ান রাজা রায় দুর্ল্লভ, ঢাকার ডেপুটী গবর্ণর রাজা রাজবল্লভ, দূতপ্রধান মেদিনীপুরের রাজা রামরাম সিংহ, সিরাজ উদ্দৌলার সেনাপতি রাজা মাণিক চাঁদ, পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা রাজা আদিল সিংহ, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা রাজা দুর্লভ রাম, হুগলীর ফৌজদার মহারাজা নন্দকুমার প্রভৃতি শত শত দেশীয়ের কথা বলা যাইতে পারে। তাঁহারা এদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, আইন কানুন প্রস্তুত করিতেন, রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, শান্তিরক্ষা করিতেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইতেন। এক একজন কমিশনরের এলাকার স্থায় বা তদপেক্ষা বৃহদায়ত প্রদেশে তাঁহারা যাহা করিতেন তাহাই হইত; কেহ কেহ নবাবকে সাক্ষীগোপাল মাত্র রাখিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে একাধিপত্য করিতেন, রাজ্য রক্ষা তাঁহাদিগের দ্বারাই হইত; কখন তাঁহারা রাজার বা রাজ্যের অহিত চিন্তা করিতেন না। ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভেও দেশীয়দের সে স্বত্ব সে সংস্রব বিলুপ্ত হয় নাই।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেবী সিংহ, রাজা নবকৃষ্ণ প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। লর্ড করণওয়ালিশের রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর অদৃষ্টপেটকে চাবিতালা বন্ধ হইল। যত বড় বড় চাকরী সমস্তই সাহেবদের একচেটিয়া হইয়া গেল। কেবল হাকিমীর মধ্যে কমিশনে মুন্সেফগিরি ও অল্প বেতনের কেরানিগিরি ভিন্ন বাঙ্গালীর জন্য আর কিছু রহিল না। কিন্তু এরূপে অধিক দিন গেল না—বাঙ্গালীর জন্য সদর আমিনী ও ডেপুটী কালেক্টরীর সৃষ্টি হইল, এদিকে হিন্দু কালেজের প্রতিষ্ঠার পরে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, একটু সুবাতাস বহিল—নদীস্রোতের ন্যায় কাহার অবস্থা চিরদিন একটানা বহে না - স্রোত ফিরিল। বাঙ্গালীর হাতে বিচার কার্য্য দেওয়া হইল বটে, কিন্তু স্বাধীন ভাবে রাজনীতিচর্চ্চার অধিকার রহিল না। ক্রমে বঙ্গের ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন রাজনৈতিক গগনে উষার আলোক দেখা দিল—খৃঃ ১৮২৪ অব্দের মার্চ্চ মাসে হিন্দু কালেজে হেন্‌রি, লুইস, ভিভিয়ান ডিরোজিও নামে এক বঙ্গজ ইংরেজ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রগণের অধ্যাপনার জন্য নিযুক্ত হয়েন। তিনি অল্পবয়স্ক হইলেও সুকবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। সেকালের ইংরেজীতে কৃতবিদ্য অনেক বাঙ্গালী যুবকই তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অনির্মোচ্য ঋণে ঋণী ছিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই ডিরোজিও আপনার ছাত্রদিগকে সুন্দররূপে ইংরেজী লিখিতে ও ইংরেজী বলিতে শিখাইয়া দেন। তাঁহারই নিকট শিক্ষালাভ করিয়া ভারতীয় ডিমস্থিনিস্ রামগোপাল ঘোষ, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ মহাত্মাগণ সার্থক হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ইংরেজী শিক্ষা সুসম্পন্ন করিবার জন্য তিনি আপনার ছাত্রগণকে লইয়া Academic Institution নামে একটী সভা সংস্থাপিত করেন। এই সভায় ইংরেজী বক্তৃতা ও ইংরেজী প্রবন্ধ লেখা চলিত। এইরূপে ছাত্রগণের সকলেই বিশুদ্ধ ইংরেজী শিক্ষা করিয়া সুন্দর রূপে ইংরেজী লিখিতে ও ইংরেজী বলিতে পারিয়াছিলেন। সেই সকল ছাত্র কর্ম্মক্ষেত্রে এক একটী সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় বঙ্গের সৌভাগ্যগগনে শোভা পাইতে লাগিলেন। ডিরোজিওর শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে প্রকাণ্ড কাণ্ড ও শাখা পল্লব বিস্তার দ্বারা তাঁহার ছাত্রদিগের এক একটীকে মহীরুহরূপে পরিণত করিল। খৃঃ ১৮৩৭ অব্দে তাঁহারা মিলিত হইয়া Society for the Acquisition of Knowledge জ্ঞানসঞ্চারিণী সভা নামে একটী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাতে কেবল ইংরেজী শিক্ষার

আলোচনা হইত। খৃঃ ১৮৪৩ অব্দে বাবু দ্বারকা নাথ ঠাকুর যখন প্রথম বার ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করেন তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ সভা রাজনীতি চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে উহা British India Society নামে অভিহিত হয়। এই সভার সর্ব্বপ্রধান বক্তা বাবু রামগোপাল ঘোষ। তিনি উহার সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া অতি সুমধুর ইংরেজী বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত সভায় ইংরেজী বক্তৃতার গুরু ডিরোজিও, সর্ব্ব প্রথম না হইলেও ইংরেজী বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ * আর সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালীর রাজনৈতিক সভা British India Society ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী।

মহানগরী কলিকাতার মধ্যে রাজনৈতিক সভা সংস্থাপিত হইলে, রাম গোপালের বক্তৃতা চলিতে লাগিল, এরূপ সময় বাবু দ্বারকা নাথ ঠাকুর ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলেন—তাঁহার সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডের মহাসভা পার্লেমেণ্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা মিঃ জর্জ টমশন এদেশে আগমন করিলেন। তাঁহার ন্যায় সদ্বক্তা তৎকালে অতি অল্পই ছিলেন। তাঁহার ভারতাগমনে বঙ্গের নবীন রাজনৈতিক যুবকেরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, যুদ্ধজ্ঞানপিপাসু রাধেয় যেরূপ পরশুরামকে গুরু পাইয়া আগ্রহ ও উৎসাহে উত্তেজিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তদ্রূপ হইলেন। ফৌজদারী বালাখানার একটী বাটীতে তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সভার অধিবেশন হইত। সভার সভ্যগণ সকলে টমশন সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। সভাগৃহ লোকে লোকারণ্য হইল, তিল রাখিবার স্থান হইল না। এই অসাধারণ উৎসাহশীল বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্যে টমশনের বক্তৃতা—তাঁহার স্বরগাম্ভীর্য্যে, ভাষার ওজস্বিতায় বিমোহিত হইয়া সকলেই সঘন করতালি দ্বারা আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাইতে লাগিল, কলিকাতার ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে তখন সর্ব্বদাই টমশনের বক্তৃতার কথা বই আর অন্য কথা রহিল না। কিন্তু তাঁহাদের এই আনন্দ ও উৎসাহ অধিক দিন স্থায়ী হইল না, অকস্মাৎ টমশন বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্জাব যাত্রা করিলেন, কলিকাতায় প্রত্যাগত

---

* রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী রাজনীতির চর্চ্চা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, তিনি ইংরেজী ভাষায় বেশ বক্তৃতা করিতে পারিতেন, তাঁহার বক্তৃতা বিবরিণী প্রতিভা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

হইলেন না। উত্তেজনার পর অবসাদ যেমন অবশ্যম্ভাবী ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সভার সভ্যগণের মধ্যেও তাহাই হইল। দিনে দিনে সকলই মন্দীভূত হইয়া আসিল, অচিরকাল মধ্যে সভার অস্তিত্বলোপ হইল।

এতদিন আমাদের জয়কৃষ্ণবাবু প্রধূমিত বহ্নির ন্যায় ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে আপনার সৌভাগ্যসৌধ রচনা করিতেছিলেন। অকালপক্কতায় সকল ফলেরই স্বাদবিকৃতি জন্মে; তাহা জানিয়াই তিনি এতদিন নেপথ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তড়িৎহাসিনী ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বিপুল বৈভবান্বিত করিলেন, বঙ্গের চতুর্দ্দিকেই তাঁহার জমিদার-খ্যাতি প্রসারিত হইল। এদেশের সর্ব্বপ্রধান জমিদার বলিয়া সকলেই তাঁহাকে জানিল। জমিদারী কিনিবার ও জমিদার হইবার পর হইতেই জয়কৃষ্ণবাবু প্রতিবৎসর শীতকালে আপনার জমিদারীতে গমন করিতেন। বাল্যাবধি তিনি কখন কৃষকসম্প্রদায়ের সংস্রবে আইসেন নাই, এজন্য তাহাদের অবস্থা বিষয়ক জ্ঞান লাভের জন্য প্রতিবৎসর শীতকালে মহলে মহলে ভ্রমণ করি-তেন। তিনি সর্ব্বত্রই কৃষককে দুর্দ্দশান্বিত দেখিতেন, তাহাদের মধ্যে শিক্ষার সঙ্কীর্ণতা, সর্ব্বত্রই কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যের অবনতি, যাঁহাদের উন্নতি করিবার শক্তিসামর্থ্য আছে, তাঁহাদের তাহাতে চেষ্টা নাই—আত্মসুখের জন্যই তাঁহারা বিব্রত, দরিদ্রের দুঃখে তবে আর কে চাহিয়া দেখিবে। যাহারা প্রাণান্তশ্রমে শস্যোৎপাদন করে, তাহারা মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য লালায়িত, তাহাদের পুত্র কন্যাগণ দুবেলা খাইতে পায় না, বস্ত্রাভাবে অর্দ্ধোলঙ্গ—একে অজন্মাজন্য অপ্রতুলতার যন্ত্রণা, তাহাতে দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার উৎপীড়ন, গ্রাম্য শাসকসম্প্রদায়ের (মণ্ডল গমস্তাদির) স্বেচ্ছাচারিতায় বঙ্গীয় সমাজ যেন অরাজকতাময় হইয়া উঠিয়াছিল।

খৃঃ ১৮৪২ অব্দে জয়কৃষ্ণ মেদিনীপুরের (তৎকালে হুগলীর) অধীন চন্দ্রকোণার নিকটবর্ত্তী কোন মহল পরিদর্শনে গমন করিয়া দেখিলেন যে গ্রাম্য গমস্তা ও মণ্ডলগণকে রাত্রিকালে ফাঁড়িদারের অধীনে, চোকীদারের সঙ্গে রোঁদগস্ত করিতে হয়, এই রোঁদগস্ত যতই কষ্টের হউক, তদুপলক্ষে পুলিশের হাতে তাহাদের যে নিগ্রহ হইত তাহা বর্ণনা করিতে লেখনী কম্পিত হয়। পুলিশ স্বভাবতঃই ছিদ্রানুসন্ধায়ী—পরছিদ্র না পাইলে তাহাদের অর্থোপার্জ্জন হয় না, সুতরাং কাহার কোন ছিদ্র না থাকিলেও প্রকারান্তরে তাহাদিগকে তাহা করিয়া লইতে হয়। ফাঁড়িদার বা জমাদার গ্রামে আসিয়া মণ্ডল গমস্তাগণকে

যেখানে যখন খুজিবে, সেইখানে তখন তাহাদিগকে হাজির থাকিতে হইবে। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ ব্যতীত তাহা কাহার পক্ষে সম্ভবিতে পারে না—সুতরাং সেইরূপ ও অন্যরূপ ক্রটীর কথা পুলিশের গাফেলী বহীতে উঠিয়া থাকে, থানার দারগা তাহা দেখিয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট রিপোর্ট করেন। মাজিষ্ট্রেট অবস্থিতি করেন জেলার সদরে—সেথান হইতে প্রায় তিন চারি দিনের পথ। কৈফিয়ৎ দিতে হইলে তাহাদিগকে সশরীরে তাঁহার নিকট হাজির হইতে হয়। মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে হয়রান করিবার জন্য “আজি নয় কা’ল—কাল নয় পরশ্ব—” এইরূপ দিনের পর দিন ফেলিতেন। পল্লীগ্রামের সেই সকল অশিক্ষিত লোকদিগের “লাল মুখ” দর্শনেই অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিত, “প্রাণ পুরুষ” অস্থির হইত, শরীরের শোণিত শুকাইয়া যাইত—কাজেই উকিল মোক্তারের সাহায্য ব্যতীত কৈফিয়ৎ দিবার উপায় ছিল না, বিনা অর্থে তাঁহাদের সাহায্য মিলিবার নহে—হুজুর যে দিন কৈফিয়ৎ দিবার দিন স্থির করিতেন সেই দিনই তাহাদিগের উকিল মোক্তারের দক্ষিণা লাগিত। এইরূপে এক কৈফিয়তে দশ পনর কুড়ি দিন কাটিলেই তাহাদিগের ধনে প্রাণে মারা যাইবার কথা। তাহার উপর আবার বিচারে দণ্ড আছে, তাহা প্রায় অর্থেই চলিত। এইরূপে এক এক কৈফিয়তে এক এক জন মণ্ডল গমস্তার প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইবার কথা। কাজেই সদরে আসিয়া দশ পনর দিনের দৈনিক উপার্জ্জনহানির উপর পথশ্রম, সর্ব্বোপরি অর্থক্ষয়—থানার পুলিশকে মাসিক কিছু কিছু দিতে পারিলে যদি অব্যাহতি হয় তাহা হইলে তাহাকে মন্দের ভাল মনে করিয়া তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। জয়কৃষ্ণ বাবু এই কুপ্রথার তিরোধান জন্য সচেষ্ট হইলেন। লাট দরবার পর্য্যন্ত লিখিয়া তিনি কৃতকার্য্য হইলেন। মণ্ডল গমস্তাদিগের রাত্রিকালে পাহারা দেওয়া বন্ধ হইল। তাঁহার কল্যাণে সেই অবধি গ্রামের মণ্ডল গমস্তা ও প্রধান পক্ষীয় ব্যক্তিগণ সুনিদ্রায় শান্তিসুখভোগে সমর্থ হইয়াছে।

এদেশে পুলিশের অবস্থা চিরদিনই শোচনীয়, বিশেষতঃ লর্ড কর্ণওয়ালিশের আমলের পুলিশের উপর যতদিন শান্তি রক্ষার ভার ছিল, ততদিন যে এদেশের লোকের কি কষ্টে দিনপাত হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিবার লোক আজি কালি আর নাই। ইতিহাস যাহা বলে প্রাচীনগণের মুখের শুনা কথায় যাহা শুনিতে পাওয়া যায় তাহাতে শরীর শিহরিয়া উঠে, প্রাণ মন ব্যাকুল হয়। তৎকালে পল্লীগ্রামে শিক্ষাবিস্তার হয় নাই, বঙ্গভাষার বর্ণপরিচয়েই অনেকের

শিক্ষার সমাপ্তি হইত, যাঁহাদিগের শিক্ষার খ্যাতি ছিল, তাঁহারা শব্দতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব, উর্দ্ধ সংখ্যা প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, কিসে আপনাদের ধন প্রাণ নিরাপদ হইবে, কন্যা কলত্রাদি আত্মীয়গণের সতীধর্ম্ম রক্ষা পাইবে তাহার উপায় চিন্তা সম্ভবাতীত বোধে, "দুষ্টকে উঁচু পীঁড়ি" এই মহাবাক্যের সৃষ্টি করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাদের সহস্রবিধ অত্যাচার সহ্য করিতেন, দুষ্টের দমন অসাধ্য ভাবিয়া ভীতচিত্তে তাহাদের সম্মান রক্ষাকেই মনুষ্যত্ব জ্ঞান করিতেন। এরূপ স্থলে দুরাত্মাদের দুষ্কার্য্যের প্রতিবিধানপ্রত্যাশা কিরূপে সম্ভবিতে পারে। অদ্যাপি এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা পনর আনা। পুলিশের ভয়ে পল্লীগ্রামের লোক জড়সড়। গ্রামের প্রধানপক্ষীয়েরা পুলিশের মন পাইবার জন্য স্বতঃ পরতঃ সচেষ্ট—কাজেই দুর্ব্বলের দুর্দ্দশা রাখিতে স্থান ছিল না। পুলিশ যথেচ্ছ ব্যবহার করিলে তাহার প্রতিবাদ করিবার কেহই ছিল না। মণ্ডল গমস্তা নায়েবাদি জমিদারের কর্ম্মচারীরাও কোন অংশে পুলিশ অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। সুতরাং দুর্ব্বলের উপর অত্যাচারের পরিমাণ হইত না। এই সকল অসীমশক্তিসম্পন্ন অত্যাচারীদিগের আবার শিক্ষার অভাব ছিল, সুতরাং ধর্ম্মভয়ের নাম মাত্র ছিল না। তাহারা দস্যু তস্করাদির সাহায্য করিত, কাহার কাহার অধীনে দস্যুদল প্রতিপালিত হইত, তাহারা লোকের বিপদ উদ্ধারের উদ্দেশে উপস্থিত হইয়া বিপন্নের বিপদ বৃদ্ধি করিত, রক্ষকে ভক্ষক হইলে যেরূপ হয়, তাহাই হইত। পুলিশের বিরুদ্ধে কাহার মুখে কোন কথা আসিত না। তখন সংবাদ পত্র ছিল না বলিলেই হয়, যে দুই এক খানি ছিল, তাহাদের সহিত রাজনীতির সংস্রব অতি অল্পই ছিল, কেহ রাখিতে চেষ্টা করিলেও তাহার কথায় রাজকর্ম্মচারীরা বড় কাণ মন দিতেন না, সেই সকল কাগজে তর্জ্জার লড়াইয়ের ন্যায় পরস্পরের রসিকতার বিনিময়ই চলিত। সাধারণ পাঠকে তাহাই ভালবাসিতেন—সংবাদের মধ্যে কোথায় কাহার ছাগলের চারিটার স্থলে পাঁচটী পা হইল, কোথায় কোন গুর্ব্বিণীর একটীর স্থলে তিনটী সন্তান জন্মিল—এই সকল সংবাদই অধিক থাকিত, মফস্বল হইতে সংবাদ পাঠাইবার লোকেরও অভাব ছিল, সংবাদ পাঠাইলে যে তাহা বিনা ব্যয়ে প্রকাশিত হয়, আজি কালিকার সংবাদপত্রপ্লাবিত দেশে অদ্যাপিও অনেকে অবগত নহেন। তাহার উপর সংবাদ পাঠাইয়া বিপন্ন হইবার ভয়ও বলবান ছিল। অতএব তাহা দুঃসাহসিকতা বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করিত।

এরূপ স্থলে সংবাদপত্রের সাহায্যে দেশের অভাব অভিযোগ ও অত্যাচারীর অত্যাচারকাহিনী রাজপুরুষদিগের গোচর করিয়া তৎপ্রতীকার ও প্রজা কষ্টনিবারণের কোন প্রত্যাশাই ছিল না। যে দেশে যেরূপ শিক্ষা বিস্তার সে দেশে সংবাদপত্রের প্রচার সেইরূপ, যেখানে সংবাদ পত্রের বহুল প্রচার, যেখানকার জন সাধারণ সংবাদপত্রের সমাদর করেন, সে দেশের সংবাদ পত্র তদনুসারে বলশালী হয়। সেরূপ দেশে রাজা বা রাজপ্রতিনিধিকে সংবাদপত্রের অভিপ্রায়কে প্রজা সাধারণের অভিপ্রায় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, সংবাদ পত্রে লিখিত অভাব অভিযোগকে সাধারণের অভাব অভিযোগ বলিয়া বুঝিতে ও তাহাদের প্রতীকারে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

দেশের তৎকালিক অভাব অভিযোগের নিরাকরণ জন্য জয়কৃষ্ণ বাবুর অন্তঃকরণ কাঁদিতে শিখিয়াছিল, তিনি যে নাটকের অভিনয়ের জন্য অগ্রসর হইতে ছিলেন, কোন দিকেই তাহার অনুকূল কিছুই দেখিতে পাইলেন না, যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন, যাহার দিকে চাহিয়া দেখেন, সমস্তই প্রতিকূল। নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সংবাদপত্র নাই, সভা সমিতি নাই, শিক্ষিতের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়, কি উপায়ে দেশের হিতসাধন হইবে, কি প্রকারে অভীষ্টসিদ্ধি করিবেন, ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। সিবিলিয়ানগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এদেশের শাসনকর্ত্তা, তাঁহারা যাহা করিবার ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, জয়কৃষ্ণ মনে করিলেন তাঁহাদিগের সাহায্য ব্যতীত এদেশের কোন শুভ অনুষ্ঠানেই সম্ভাবিতে পারে না, অতএব ভারতশাসনের প্রধান যন্ত্র সিবিলিয়ানগণকে যে কোন উপায়ে হউক সহায় করিতে হইবে, নতুবা উপায়ান্তর নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সকল শুক্তিতে মুক্তা পাওয়া যায় না, সকল সর্পের শিরে মণি থাকে না, যাহারই চাকচিক্য আছে তাহাই সুবর্ণ নহে; মলয়গিরিতে যে সকল পাদপ জন্মে তাহাদের সকলেই চন্দনতরু নহে, সুতরাং সকল সিবি-লিয়ানই যে সদগুণের আধার হইবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। সেকালে ইংলণ্ডের হেলিবেরী কলেজ হইতে যে সকল সিবিলিয়ান আসিতেন তাঁহাদের অনেকেই সদাত্মা ও সাধুশীল—ভারতের কল্যাণ কামনা করিতেন, তদ্রূপ সিবিলিয়ানদিগের নিকট জয়কৃষ্ণ বাবু স্বদেশহিতসাধনে অনেক আনুকূল্য পাইয়া-ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের প্রকৃতি সমান ছিল না, সুতরাং সর্ব্বত্র সমান ফলও লাভ হয় নাই—জয়কৃষ্ণবাবুর কামনা অধঃপতিত বঙ্গের শ্রীবৃদ্ধিসাধন —তাহা যে কোন প্রকারে হউক হইলেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

অতঃপর জয়কৃষ্ণ বাবুর আর একটী হিতানুষ্ঠানের কথা বলিব। ইহা দ্বারা তিনি এদেশের আবালবৃদ্ধ বনিতার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। এদেশের স্থানে স্থানে অনেক সেনানিবাস আছে, সেই সকল সেনানিবাসে ইংরেজ-রাজের দেশীয় ও বিদেশীয় বহুল সৈন্যসামন্ত থাকে। সেই সকল সৈন্য চিরদিন একস্থানে রাখা হয় না, তাহাদিগকে সময়ে সময়ে এক সেনানিবাস হইতে অন্য সেনানিবাসে স্থানান্তরিত করা হয়। তৎকালে এদেশে এখনকার মত রেলবিস্তার হয় নাই, হইলেও, অদ্যাপি সৈন্যবল প্রদর্শনার্থ হাঁটা পথে তাহাদিগকে লইয়া যাইবার প্রথা আছে। এইরূপে পল্লীগ্রামের রাজপথ দিয়া যাইবার সময় তাহারা যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিত—পথিপার্শ্বে গোরু, বাছুর, ছাগ মেষাদি গৃহপালিত পশু, ফলমূল শস্য যাহা পাইত লইয়া যাইত, লোকজন দেখিতে পাইলে তাহাদিগকে ধরিয়া মাথায় মোট চাপাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইত, বেতন দিত না, জিনিষের মূল্যও কেহ পাইত না। যে গ্রামে শিবির সংস্থাপিত হইত, সেই গ্রামবাসীদের কষ্টের পরিসীমা থাকিত না, পল্টনের গোরা গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়াও পূর্ব্ববৎ অত্যাচার করিত, গ্রামের লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া গৃহত্যাগে পলায়ন করিত, কেহ সম্মুখে পড়িলে প্রহার, অবমাননা, অর্থদণ্ডাদি নানা প্রকারে তাহাকে নিগৃহীত হইতে হইত। এক একস্থানে দুই তিন চারি দিন পর্য্যন্ত তাহারা অবস্থিতি করিত—ঐ সময় গ্রাম জনশূন্য প্রায় হইয়া উঠিত। তদতিরিক্ত গ্রামের জমিদারকে উপযুক্ত মূল্যে পল্টনের রসদ যোগাইতে বাধ্য করা হইত। উপযুক্ত মূল্য দূরে থাকুক, মূল্য বলিয়া যাহা দেওয়া হইত, তাহা নামে মাত্র। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত লোকেরা এই সকল ব্যাপার গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত ভাবিয়া কোন কথা বলিতে পারিত না। জয়কৃষ্ণ বাবু ইহার প্রতীকারে বদ্ধপরিকর হইলেন, কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট আবেদন করিলেন, তাঁহারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অভাগ্যের অশেষ দোষ, অজ্ঞানান্ধের আশঙ্কা পদে পদে, সত্য বলিতে সাহস কুলাইল না। কি জানি, সরকারী পল্টনের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে সরকার বাহাদুর বিরক্ত হইতে পারেন, এই ভাবিয়া অনুসন্ধানের সময় অনেকেই সত্যের অপলাপ করিল, প্রথম বৎসর কিছু হইল না, পর বৎসর পুনর্ব্বার যে যে স্থানে অত্যাচার হইল সেই সেই স্থানে তিনি আপন আমলা পাঠাইয়া সেখানকার লোকদিগকে সত্য বলিবার জন্য সাহস দিলেন, সত্য বলিলে যদি কাহার কোন ক্ষতি হয়

জয়কৃষ্ণ বাবু তাহা পূরণ করিয়া দিবেন ইহাও বুঝাইয়া দেওয়া হইল। সে বৎসর সকলেই সত্য বলিল, তথাপি তদন্তের সময় জয়কৃষ্ণ বাবুর আমলাকে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল, তাহা না হইলে কি হইত বলা যায় না। যাহা হউক আবেদন পত্রে লিখিত বিষয় সকল গ্রামেই সপ্রমাণ হইয়া গেল যে গোরা পল্টনে প্রজাগণের যার পর নাই অনিষ্ট করে। গবর্ণমেণ্ট কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিলেন. পল্টনের অধ্যক্ষগণকে সতর্ক করিয়া দিলেন আর সেরূপ অত্যাচার না হয়, তাহাতেই যে অত্যাচার এককালে বন্ধ হইয়াছিল তাহা নহে, দুই একবার হইয়াছিল, কিন্তু জয়কৃষ্ণ বাবুর উদ্যোগে অত্যাচারী সেনাদিগের চূড়ান্ত দণ্ডের ব্যবস্থা হইলে একবারেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর অনেকদিন পর্য্যন্ত হাঁটাপথে পল্টন যাইত, এখনও যায়, কিন্তু আর সেরূপ অত্যাচার নাই।

তাহার পর তিনি এদেশের চৌকিদারী প্রথার সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েন। সকলেই অবগত আছেন মুসলমানদিগের রাজত্বে এদেশে শান্তিরক্ষার অতীব শোচনীয় অবস্থা ছিল, সমগ্র দেশে নবাবের শান্তিরক্ষক ছিল না, কেবল নগরে নগরে এক একজন করিয়া ফৌজদার ও তাঁহার অধীন কয়েকজন কর্ম্মচারী থাকিয়া তত্তৎ নগরের শান্তিরক্ষার কাজ করিতেন। পল্লীগ্রামে জমিদারগণকেই প্রজার ধনপ্রাণরক্ষার ভার দেওয়া হইত। মহলের রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারের সহিত নবাবের যে দলিল লেখা পড়া হইত, তাহাতে যে সকল সর্ত্ত থাকিত তাহারই মধ্যে দেশের শান্তিরক্ষার সম্বন্ধে দুই এককথা লিখিত হইত, জমিদার তাহা পালন করিলেন, না করিলেন তাহা দেখিবার লোক ছিল না। সুতরাং শান্তিরক্ষার ব্যবস্থাটা কিরূপ ছিল তাহা বিস্তারিত রূপে না বলিলেও সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। জমিদারের সনন্দে গ্রামের শান্তিরক্ষার যেরূপ উল্লেখ থাকিত, জমিদারও তেমনি আপনার নায়েব গমস্তাকে বাহালী সনন্দ দিবার সময় তাহাতে লিখিয়া দিতেন যে মহল মজকুরার মধ্যে যাহাতে শান্তিভঙ্গ না হয় সে পক্ষে বিশেষ মনোযোগী হইবে। কিন্তু সে বিষয়ে জমিদারদিগের উপর নবারের যে কঠোর আজ্ঞা ছিল তাহা যথারীতি প্রতিপালিত হইলে, কিছু বলিবার ছিল না। জমিদারের সনন্দে লেখা থাকিত যে তাঁহার অধিকার মাধ্য যে সকল রাস্তা ঘাট আছে তাহা তাঁহাকে এরূপ নিরাপদ করিতে হইবে যে পথিকেরা নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারিবে, তাঁহার এলাকার ভিতর (ঈশ্বর না করুন) দস্যুতা বা নরহত্যা হইলে.

তাঁহাকে অপহৃত দ্রব্যের সহিত চোর ধরিয়া দিতে হইবে, না দিতে পারিলে জমিদারকে সে ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে *। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে শান্তিরক্ষার সম্পূর্ণ ভার জমিদারদিগেরই উপর ছিল। তদর্থ তাঁহারা বড় গ্রাম হইলে প্রত্যেক গ্রামে, দুই তিন বা ততোধিক এবং ছোট হইলে দুই তিন গ্রাম লইয়া কতকগুলি করিয়া লাঠিয়াল নিযুক্ত করিতেন। তাহারা এদেশের বাগ্দী ও হাড়ী জাতীয়। সেই বাগ্দী হাড়ি লাঠিয়ালেরা দলবদ্ধ হইয়া গ্রামের কোন একস্থানে বাস করিত, তাহাকে থানা বলা হইত। সেই থানার কর্তৃত্ব করিবার জন্য এক জন করিয়া প্রধান থাকিত, তাহার উপাধি ছিল থানাদার। থানাদারের অধীনে ফাঁড়ি ও ফাঁড়িদার থাকিত। তাহারা সকলে মিলিয়া প্রজার নিকট জমিদারের প্রাপ্য খাজনা আদায় করিবার জন্য নায়েব গমস্তাকে সাহায্য করিত, সরকারী জিনিস পত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিত, বাকীদার প্রজা গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিতে না পারে তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখিত, তহোদের জিনিষ পত্র আটক করিত, জমিদারের দেয় খাজনা মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে পঁহুছিয়া দিত; তদতিরিক্ত জমিদার, তাঁহার কর্ম্মচারী ও নবাব সরকারের সকল হুকুমই পালন করিতে বাধ্য ছিল। এই সকল চৌকিদার থানাদার ও ফাঁড়িদার বেতন স্বরূপ চাকরাণ জমি ভোগ করিতে পাইত।

লর্ড করণওয়ালিশ থানাদারী পুলিশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থানাদার ও ফাঁড়িদারদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অধীন করিলেন, আর পূর্ব্বোক্ত লাঠিয়ালগণকে গ্রাম্য শান্তিরক্ষক নিযুক্ত রাখিলেন। এতদতিরিক্ত প্রতি জেলায় কয়েকটী করিয়া থানা সংস্থাপিত করিয়া প্রত্যেক থানায় এক একজন দারোগা জমাদার নিযুক্ত করিলেন; তাহারা গবর্ণমেণ্টের ট্রেজরী হইতে বেতন পাইতে লাগিল এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জেলার মাজিষ্ট্রেট দিগের অধীন হইল। পূর্ব্বোক্ত ফাঁড়িদার ও লাঠিয়ালগণ গ্রাম্য চৌকিদারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া থানার দারোগা ও জমাদারের অধীনে শান্তি রক্ষায় ব্রতী

---

*The Zemindar, by his Sunud, is bound to keep the highways in such a state that travellers may pass in the fullest confidence and security; to take care that there be no robberies or murders committed within his boundaries; but (which Good forbid) should any one, notwithstanding, be robbed or plundered of his property, he should produce the parties offending, he should himself make good the stolen property.
Galloway's Observations on the Law and Constitution of India.

হইল। চৌকিদারেরা গ্রামে গ্রামে চৌকি দিতে লাগিল বটে, কিন্তু অধীন হইল জেলার মাজিষ্ট্রেট ও থানার দারোগার। দারোগাগণ চৌকিদারদিগকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নবাবী আমলের চৌকিদারেরা প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা অপেক্ষা জমিদারের খাজনা আদায় ও সরকারী খাজনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই জমিদার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইত, সুতরাং সকল গ্রামে তাহাদিগের অস্তিত্ব প্রত্যাশা করিতে পারা যাইত না। এই সকল চৌকিদার যখন ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিল, তখন দেখা গেল কোন কোন গ্রামে একবারে চৌকিদার নাই। যে যে গ্রাম এইরূপ চৌকিদারবিহীন, সেই সেই গ্রামের প্রজাগণ ধান্যাদি শস্য বা সামান্য অর্থ দ্বারা চৌকিদার পোষণ করিত। আবার অনেক স্থানে এরূপও ছিল যে জমিদারের নিযুক্ত চৌকিদার কেবল মাত্র জমিদারেরই কার্য্য করে দেখিয়া প্রজাসাধারণ আপনারা পূর্ব্বোক্তবিধ বেতন দ্বারা আপনাদের গ্রামের শান্তি আপনারাই রক্ষা করিত। ইংরেজের শাসনামলে কোম্পানির পুলিশের প্রভূতা প্রতিপত্তির সীমা ছিল না, সুতরাং চৌকিদারগণ জমিদারদিগের চাকরান জমিতে পুষ্ট হইলেও সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে পারিত না। জমিদারেরাও প্রবল প্রতাপান্বিত পুলিশের প্রভাবে জড়সড় ছিলেন। কালসহকারে গ্রাম্য চৌকিদার জমিদারের প্রভুশক্তির কথা ভুলিয়া গেল।

তদানীন্তন আইন কানুন কিন্তু এ সম্বন্ধে নির্ব্বাক ছিল না। গবর্ণর জেনেরল মার্কুইস অফ হেষ্টিংস গ্রাম্য চৌকিদারগণকে জমিদার ও জনসাধারণের ভৃত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন * এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০ আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল যে জমিদার ও গ্রামের প্রধান পক্ষীয়েরা চৌকিদার নিয়োগকালে তাহাকে মনোনীত করিয়া থানার দারোগার নিকট পাঠাইলে তবে তিনি তাহার নাম রেজেষ্ট্রী ভুক্ত করিয়া লইবেন। কিন্তু পুলিশ দারোগা ও মাজিষ্ট্রেটগণ তাহা মানিয়া চলিতেন না। জয়কৃষ্ণ দেখিলেন যে তাঁহাদিগের এই অন্যায়াচরণে উপেক্ষা করিলে জমিদার ও জনসাধারণের একটী উৎকৃষ্ট স্বত্ব চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়া যায়। অতএব ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। তিনি আপনার নায়েব গমস্তাগণকে চৌকিদার নিয়োগ এবং তাহাদিগের দ্বারা খাজনা আদায় করিবার পক্ষে মনোযোগী হইবার জন্য বিশেষ সতর্ক করিয়া

* Vide Blanford's Guide page 295.

দিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই হুগলী জেলার মুক্তারপুর এবং দ্বারবাসিনী গ্রামে চৌকিদার নিয়োগ সম্বন্ধে হুগলীর মাজিষ্ট্রেট বেলি সাহেবের সহিত জয়কৃষ্ণবাবুর মতান্তর জন্মে। জয়কৃষ্ণবাবু দ্বারবাসিনীর একজন অকর্ম্মণ্য চৌকীদারকে কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলার অপরাধে কর্ম্মচ্যুত করেন, মাজিষ্ট্রেট তাহাতে সম্মত না হইয়া তাহাকে স্বপদে সংস্থাপিত রাখেন। জয়কৃষ্ণ বর্দ্ধমানের কমিশনর ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট আপীল করেন, তিনিও মাজিষ্ট্রেটের মতে মত দেন। অতঃপর বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টে আপীল হয়। আপীলের কথা শুনিয়া কমিশনার সাহেব চৌকিদারদিগকে জমিদারদিগের কোন কর্ম্ম না করিবার আজ্ঞা দেন। সেই আজ্ঞানুযায়ী বর্দ্ধমানের কালেক্টর সাহেব সর্ব্বাগ্রে কার্য্য করেন; এজন্য সিংহপরাক্রম জয়কৃষ্ণ তাঁহাকেই প্রতিবাদী করিয়া, চৌকিদারে খাজনা আদায় না করায় যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার পরিপূরণ জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। সেই মোকদ্দমা এদেশের সকল আদালতে ঘুরিয়া শেষ লণ্ডনের প্রিভি কৌন্সিল কর্ত্তৃক মীমাংসিত হইল যে, দেশের প্রচলিত নিয়মানুসারে চৌকিদারেরা জমিদারের যে যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা তাহাদিগকে করিতেই হইবে, চৌকিদার নিয়োগ সম্বন্ধে জমিদারদিগের পূর্ব্ববৎ অধিকার বলবান থাকিবে, কিন্তু জমিদার ইচ্ছা করিলেই চৌকিদারের চাকরান জমি কাড়িয়া লইতে পারিবেন না। জয়কৃষ্ণের "জয় জয়কার" হইল, সত্যের সম্মান রক্ষা পাইল, জমিদারদিগের বিপুপ্তপ্রায় স্বত্ব পুনঃ সংস্থাপিত হইল। মাজিষ্ট্রেটভীতি প্রযুক্ত যদি জয়কৃষ্ণ অপরাপর জমিদারের ন্যায় নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলে চৌকিদারী আইন সম্বন্ধে গ্রাম্য সমিতির কর্ত্তৃত্ব লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সময়ে সময়ে যে প্রবল বক্তৃতা স্রোত প্রবাহিত হয় তাহার বিন্দুমাত্রও হইত না। এতদিন কোন্ কালে গ্রাম্য চৌকিদারগণ রেগুলার পুলিশের গায়ে মিশিয়া যাইত। চৌকিদারী চাকরান জমিতে জমিদারের স্বত্ব সংস্থাপন জয়কৃষ্ণ বাবুরই আন্দোলনের ফল। ইহাতে তাঁহাকে বহু কষ্ট ও যথেষ্ট অর্থব্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বঙ্গের জমিদার সম্প্রদায় জয়কৃষ্ণ বাবুর কল্যাণে অকষ্টে ও বিনাব্যয়ে তাহার ফলভোগী হইতেছেন। যে কোন কারণে চাকরান জমি চৌকিদারের অধিকারচ্যুত হইলে তাহার অর্দ্ধেক জমিদারের এবং অপরার্দ্ধ প্রজা সাধারণের থাকিবে।

অনেকের ধারণা যে বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথম রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, কিন্তু বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের

জীবনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সে কথা অবিসম্বাদিত রূপে স্বীকার করিতে পারা যায় না। যে "হিন্দু পেট্রিয়ট" সংবাদ পত্রকে লইয়া হরিশ্চন্দ্রের নাম ডাক—সেই হিন্দু পেট্রিয়ট ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রচারিত হয়। সত্য বটে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন" বাঙ্গালীর প্রথম রাজনৈতিক সভা; হরিশ্চন্দ্র ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে সেই সভায় যোগদান করেন, এবং উহার অনেকদিন পূর্ব্বে তিনি ইংরেজী ভাষায় বিলক্ষণ বিদ্বান ও ইংরেজী লিখিতে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বস্তুগত্যা ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাবু রামগোপাল ঘোষ কর্ত্তৃক সাধারণ হিতকর কোন বিশেষ কাজ না হইলেও ঐ সময় হইতে তিনি বাঙ্গালীর রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চারে সচেষ্ট ছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ হরিশ্চন্দ্র তখনও দুস্তর দারিদ্র্য দুঃখের তরঙ্গে তুড়ুপ স্বরূপ মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে মিলিটারি অডিটার জেনেরল অফিসে কেরাণীগিরিটী পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই। এই সময় মধ্যে আমাদিগের জয়কৃষ্ণ সাধারণ হিতজনক বহুল কার্য্য করিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পাঠক, ভাবিয়া দেখুন যে সময় হিন্দু পেট্রিয়টের আবির্ভাব ঘটে নাই, হরিশ্চন্দ্রের নাম পর্য্যন্ত অনেকে জানে নাই, রাজনৈতিক গগনের শুক্রতারা সুরেন্দ্র নাথের জন্ম হয় নাই, হাইকোর্টের উজ্জ্বল নক্ষত্র মনোমোহন ঘোষ, ও উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চারি পাঁচ বৎসরের শিশু, কৃষ্ণদাস বঙ্গবিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার উপক্রমণিকা অধ্যয়নে ব্রতী, বঙ্গের এই সকল রাজনীতিকুশল ও কৃতিমান সন্তানগণের অনেকেই যখন শৈশবদোলায় দোদুল্যমান তখন বঙ্গদেশের যে অবস্থা তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। বঙ্গের এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন সময়ে এদেশের শাসন ও বিচারকার্য্যে, ব্যবস্থা প্রণয়নে যখন বাঙ্গালীর কথা ইংরেজ রাজনৈতিকদিগের নিকট শিশুর উক্তির ন্যায় নিতান্ত সারশূন্য ও উপেক্ষার বিষয় ছিল, বাঙ্গালী জাতি যখন অচিরজাত শিশুর ন্যায় সকল বিষয়ে অজ্ঞ, আপনার অবস্থা বুঝিত না, বুঝাইলেও বুঝিবার শক্তি ধরিত না; কেবলমাত্র ক্ষুধায় কাঁদিতে জানিত, উদর পরিপূরণেই সুখ বোধ করিত। বঙ্গের বড় বড় ধনী সন্তানেরা যখন আপনাপন বিলাসসুখভোগে বিভোর ছিলেন, তখন জয়কৃষ্ণ তাঁহাদের অজ্ঞতা ও অপরিণামদর্শিতার জন্য ক্ষুণ্ণ হইতেন, তাহাদের ভাবনা ভাবিয়া অস্থির হইতেন, কি উপায়ে তাঁহাদিগের অবস্থার উৎকর্ষসাধনে ও অভাবমোচনে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন ইহারই জন্য সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সে সময় বাঙ্গালীর হইয়া ভাবিবার, বাঙ্গালীর দুঃখে আহা

করিবার কেহ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সে সময় পল্লীগ্রামের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল—দেশের সর্ব্বত্রই অশান্তি। দুর্ব্বলের দুঃখে সবলের দৃষ্টিপাত করা দূরে থাকুক, তাহার মাত্রা বৃদ্ধি করিত। শাসনকর্ত্তাদিগকে দুঃখের কথা জানাইবার কোন উপায় ছিল না। সেকালের যত বড় বড় লোকের কথা ইতিহাসে পড়িতে পাওয়া যায় তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল মাত্র জয়কৃষ্ণ বাবুরই চক্ষে দরিদ্রের জন্য অশ্রুবিন্দু দেখিতে পাই। খৃঃ ১৮৫০ অব্দে তিনি পল্লীগ্রামের শাসনপ্রণালীর সমালোচনা করিয়া বঙ্গদেশের ডেপুটী গবর্ণর মেজর জেনেরল সার জে, এচ লিটার জি, সি, বি, মহোদয়ের নিকট যে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে এদেশের তৎকালিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে—এদেশে চুরী ডাকাইতি দস্যুতার সংখ্যা এতাধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে তজ্জন্য সকল শ্রেণীর লোকেরই ধন প্রাণ কোন মতে নিরাপদ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না। অতি নিন্দনীয় গ্রাম্য চৌকিদারী প্রথাই এই সকল অত্যাচারের মূলীভূত। গ্রাম্য চৌকিদারদিগের বেতনের অল্পতা ও তাহাদিগের নিয়োগ সম্বন্ধীয় বিশৃঙ্খলা প্রযুক্ত কত অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র চৌকিদারের বেতন সম্বন্ধে একরূপ নিয়ম ছিল না, কোন কোন স্থানে তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে চাকরান জমি ভোগ করিত, তাহাতে তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইত না, কোথাও বা গ্রামের লোক ফসলের সময় কিছু কিছু শস্য বেতন স্বরূপ দিত, কোন কোন স্থানে বা এতদুভয়ের কিছুই ছিল না, মাসিক দুই চারি পয়সা বা ঊর্দ্ধ সংখ্যা দুই এক আনা ঘরপ্রতি চাঁদা তুলিয়া মাসে মাসে দুই তিন টাকা মিলিত। গ্রাম্য লোকের অনুগ্রহের ও অর্থের উপর চৌকিদারের বেতনপ্রাপ্তি নির্ভর করিত। অনেক স্থলে জমিদারেরা চৌকিদারের জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আইনের ২১ ধারার অর্থ এরূপ দুর্ব্বোধ ছিল যে চৌকিদারের নিয়োগ ও বেতন দানাদি সম্বন্ধে যে কে দায়ী তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইত না। এজন্য নানা স্থানে নানা রীতি প্রচলিত ছিল। যেখানে যেরূপ রীতিই থাকুক ফল কথা চৌকিদার তাহার পরিশ্রমের উপযুক্ত বেতন পাইত না। বেতনের এই অপ্রাচুর্য্যের উপর তাহাদিগকে জমিদারের খাজনা আদায়ে সাহায্য করিতে হইত, সুতরাং বেতন যত অল্পই হউক মজুরি করিয়া যে তাহারা আপনার পরিবার প্রতিপালনে সমর্থ হইবে তাহার উপায় ছিল না। তাহার উপর

থানার দারোগা জমাদারদিগের বার্ষিক পার্ব্বনী দিতে কিছু কিছু লাগিত; পাহারার গাফেলী শুধরাইবার জন্য ঘাটির বরকন্দাজও হাত পাতিতেন। ইহাতেও নিস্তার ছিল না, দারগা বাবুর জন্য কাঠ, পাতা, তরকারী নিয়মিত রূপে যোগাইতে না পারিলে বিলক্ষণ অঙ্গরাগের আশঙ্কা ছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা পুলিশ আমলা যখনই মফস্বলে যাইবেন, তখনই চৌকিদার মোট বহিবে, ঘোড়ার ঘাস আনিবে, আর ঘরের পয়সায় খাইবে। যে চাকরীতে এতাধিক সুখ সচ্ছন্দতা সেই চাকরীর জন্য এই ঘোর কলিকালে যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের অবতার পাওয়া যাইবে, তাহা মনে করাও বিড়ম্বনার কাজ। ইহলোকে কাহার অস্তিত্ব কম্পনা করিতে হইলে তাহার যে অস্থিমাংসময় একটা দেহ আছে ইহা স্বীকার করিতেই হয়, তাহার ক্ষয় ব্যয় আছে, যেহেতু সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরই থাকে, সেই ক্ষয় ব্যয়ের পোষণ জন্য অন্ন জলেরও প্রয়োজন হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে চৌকিদারগণ জীবধর্ম্মের বশবর্ত্তিতা হেতু অস্থিমাংসময় দেহ লইয়া ইহলোকে অবস্থিতি করে; অপর সাধারণের ন্যায় তাহারা ক্ষুৎপিপাসার বশীভূত, সভ্যতা রক্ষার জন্য না হউক, লজ্জা নিবারণের জন্যও তাহাদের অঙ্গাচ্ছাদনের প্রয়োজন, সংসারী বলিয়া পরিচয় দিতে অবশ্যই স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে; তাহারা যে বায়ুভুক্ নহে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ—এরূপস্থলে চৌকিদারগণকে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন ব্যয়ও সংকুলান করিতে হয়। চাকরীর আয়ে যদি একজনের এক বেলারও অন্ন সংস্থান না হইল, তবে সততার অনুরোধে পরিজন সহিত যে সে অকাতরে আত্মাপুরুষকে ছাড়িয়া দেহ ধারণ করিবে এরূপ বিশ্বাস কোন মতে করা যাইতে পারে না; লোকে অভাবে পড়িয়াই অসৎ পথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে—সুতরাং সে চৌকিদার হইয়া শান্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেও রাত্রিকালে মাঠ হইতে কৃষকের ধানের বোঝা, গৃহস্থের বাগান হইতে শাকটা শজিটা, কলাটা মূলটা আনিবার প্রবৃত্তিকে বাধা দিতে পারে না। এইরূপ করিতে করিতে অভাবের মাত্রানুসারে থালাটা ঘটিটা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উপরেই বা না উঠিবে কেন—অনন্তর চোর ডাকাইতের সহায়তা, সময়ে সময়ে বা স্বয়ং সেই কার্য্যের দলপতিত্বই যে না করিবে কে বলিতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে কাজেও তাহাই হইত। এইরূপ কার্য্যের প্রতিবিধান জন্য যাহাতে গ্রাম্য পুলিশের সংস্কারসাধন হয় তাহাতে যদি জন সাধারণকে নিয়মিত রূপে অর্থ সাহায্য করিতে হয়, সেও ভাল—জয়কৃষ্ণ বাবু এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য সে এই সময় হইতেই আমাদের গবর্ণমেণ্ট চৌকিদারী

আইন সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হয়েন, এবং জয়কৃষ্ণবাবুর উক্তির সত্যতানুসন্ধান দ্বারা ঠিক ২০ বৎসর পরে ১৮৭০ সালের ৬ আইন বঙ্গদেশের সকল গ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। সত্য বটে যে যে স্থানে চাকরান জমিভোগী চৌকীদার ছিল সেই সেই স্থানের লোককে চৌকিদারী ট্যাক্সের ভার বহন করিতে হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা চৌকিদারেরা এখন গ্রাম্যসমিতির অধিক বাধ্য বশীভূত হইয়া নিয়মিতরূপে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। তাহাতে গ্রাম্য চৌকিদারী প্রথার অনেকটা সার্থকতা রক্ষা হইতেছে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপে জয়কৃষ্ণ বাবুকে দেশের একএকটী হিতকর কার্য্যের জন্য আপনাকেই সকল উদ্যোগ করিতে হইয়াছিল, সুতরাং তাহাতে যে অর্থব্যয় ও শ্রমস্বীকার তাহা তাঁহারই উপর পড়িয়াছিল। কিন্তু একার উদ্যোগ অপেক্ষা সাধারণের সমবেত উদ্যোগে অধিক কৃতকার্য্যের সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি দেশের বড় বড় লোকের শক্তিসমন্বয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কলিকাতার হিন্দুকলেজ, ঢাকাকলেজ, চুঁচুড়ার মহম্মদ মসিনের কলেজ ও মফস্বলের নানা স্থানে স্কুল কলেজ সংস্থাপন দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, শিক্ষিত যুবকগণ যৌবনের চপলতা ছাড়িয়া গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন; ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর তিরোভাবের পর "ল্যাণ্ড-হোল্‌ডার্স এসোসিয়েসন" নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এত দিনে খৃঃ ১৮৫১ অব্দে দেশের পূর্ব্বোক্ত "ল্যাণ্ড-হোল্‌ডার্স এসেসিয়েসন" নামক সভাকেই "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন" নাম দেওয়া হইল। দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা সকলেই ইহাতে যোগদান করিলেন। জয়কৃষ্ণ এই সভা সংস্থাপকদিগের মধ্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বাঙ্গালীর রাজ-নীতিসভার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভা। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে উহা দ্বারা এদেশের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। ঐ সভার সংস্থাপনাবধি, জয়কৃষ্ণ যতদিন জীবিত ছিলেন, তত দিন উহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য এবং উহার যাবতীয় সদনুষ্ঠানে অগ্রণী ছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর যতদিন ভারত-শাসনের ভার ছিল তত দিন কোম্পানীকে নূতন সনন্দ দিবার পূর্ব্বে মহাসভা পার্লেমেণ্ট ভারতের সুশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেন, কোম্পানীকে তৎসম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ দিতে হইত। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী পার্লেমেণ্টের নিকট ভারতশাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দায়ী ছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর ঐরূপ নূতন সনন্দ লইবার সময় উপস্থিত

হইলে এদেশের শাসনপ্রণালীর সংশোধন সম্বন্ধে কলিকাতার মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত বহুলোক তত্রত্য টাউনহলে একত্র হইয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। এরূপ মহতী সভা ইতিপূর্ব্বে এদেশে কখন হয় নাই। এই সভায় বঙ্গের তদানীন্তন সুবক্তাগণ সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন। কলিকাতা ও উহার উপনগরের সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের লোকই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই দলে দলে টাউনহলে উপস্থিত হয়েন। বহুল জনতা প্রযুক্ত সভাগৃহে অনেকেরই স্থান সংকুলান হয় নাই। সেদিন দশ সহস্র লোক আপনাদিগের জাতীয় স্বত্বরক্ষা ও অভিনব অধিকারলাভের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। কলিকাতা শোভাবাজারের সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় এই উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন যে—কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ বোর্ড-অফ-কণ্ট্রোল নাম্নী সভার প্রেসিডেণ্ট সার চার্লস উড কমন্স সভায় এদেশীয়দিগের উচ্চরাজপদপ্রাপ্তি, সিবিল সর্ব্বিশ ও সাধারণ শিক্ষা বিস্তার, এদেশের শাসন ও বিচার প্রণালী সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন সমস্তই ভারতবাসীর প্রতিকূল, অতএব তাহার প্রতিবাদের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সভার সর্ব্বপ্রথম বক্তা বাবু রাম গোপাল ঘোষ, দ্বিতীয় বক্তা বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ইংরেজী ভাষায় জয়কৃষ্ণের লেখনী যেরূপ তেজস্বিনী, বক্তৃতায় বাকৃচাতুর্য্যও তেমনি—তাঁহার বাগ্মিতা ও অসাধারণ তার্কিকতা ইংলণ্ডের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও প্রশংসিত হইয়াছিল। উপরি উক্ত টাউনহল সভায় তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা ইংলণ্ডের ভাল ভাল সংবাদপত্রে উদ্ধৃত হইলে তাঁহার ইংলণ্ডস্থ বন্ধু জে, এস্, বাকিংহাম তাহা পাঠ করিয়া তাঁহাকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখিয়াছেন :—

St. John's Wood, London, October 19th. 1853 ; Dear Sir, I have read with great delight your able and eloquent speech at the Public meeting in Calcutta to protest against the India Bill, the injustice of what you have powerfully exposed. Having published a pamphlet on the same subject I send you a copy by this mail of which I beg your acceptance and when you have read it, I shall be glad to hear from you as to your opinion of its contents.

With best wishes for the freedom and happiness of your injured country.

I am Dear Sir, your faithful friend
Sd. J. S. Buckinham.
To Baboo Joy Kissen Mookerjee, Uttarparah.

খৃঃ ১৮৫৩ অব্দের টাউনহল সভার গুরুত্ব যেরূপ সৌভাগ্যক্রমে উহার সার্থকতাও তদ্রূপ হইয়াছিল। ঐ সভা হইতে বিলাতের ডিরেক্টর সভায় একখানি আবেদন পত্র প্রেরিত হয়, তাহাতে যে কয়টী প্রার্থনা ছিল ক্রমে ক্রমে তাহাদের প্রায় সকল গুলিই পূর্ণ হইয়াছে। দেশীয়দিগকে উচ্চ রাজ-কার্য্যে নিয়োগ, আদালতের আমলাদিগের বেতন বৃদ্ধি, দেশীয়দিগের সিবিল-সার্ব্বিশে ও গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী সভায় প্রবেশ, প্রাদেশিক রাজধানী গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, এবং পুলিশের সংস্কার। ১৮৬১ অব্দে পুরাতন পুলিশের সংস্কার হইল বটে, দারগাগণ সবইনস্পেক্টর হইলেন, জমাদারেরা হেড কনষ্টেবল এবং বরকন্দাজেরা হইল কনষ্টেবল। বেতনের হারও বর্দ্ধিত হইল, কিন্তু ঘুষের কলঙ্ক ঘুচিল না, জুলুমের জ্বালাও বৃদ্ধি পাইল। তবে আর সে সংস্কারে সুখ কি হইল।

এদেশের ফৌজদারী আদালত ও পুলিসের কার্য্যপ্রণালীর সমালোচনা করিয়া জয়কৃষ্ণ বাবু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে নবাগত বিলাতী সিবিলিয়ান যুবক কর্ত্তৃক পদোচিত সম্মান রক্ষার অপারগতা, আমলাগণ কর্ত্তৃক আদালতের কার্য্য পরিচালনায় ন্যায়ের অপমৃত্যু, ও উৎকোচগ্রহণের আতিশয্য, পুলিশের অকর্ম্মণ্যতা, গ্রাম্য চৌকীদারী প্রথার বিড়ম্বনা ইত্যাদি অতি সুস্পষ্ট রূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সেই মুদ্রিত প্রবন্ধ ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের পঠনার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। তৎপাঠে তাঁহারা এদেশের প্রকৃত শাসনসংবাদ অবগত হইলেন। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে সে সময় এদেশে এতাধিক সংবাদ পত্রের তীব্র চীৎকার ধ্বনি ছিল না, জয়কৃষ্ণ একাকীই একশত হইয়া দেশের অভাব অভিযোগ, শাসন ও বিচার বিভাগের সংস্কার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের চিত্তাকর্ষণের জন্য অনেক কাজ করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ অদম্য উৎসাহে দেশের যাবতীয় হিতকর কার্য্যে মাথা দিয়া দাঁড়াইতেন। তিনি জমিদার ছিলেন বলিয়া যে জমিদার-দিগের স্বার্থের জন্যই প্রাণ পণ করিতেন, তাহা নহে, প্রজাসাধারণের স্বার্থের

প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে তিনি সকল কার্য্য করিতেন তাহাই অসাধারণ মহত্ব। ইহার প্রতিপোষকতার জন্য ইংরেজ জাতির মুখপত্র ইংলিশম্যান তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল—

His energy activity, experience and business capacity eminently filled him for the public life he led : and he was foremost in every political movement undertaken during the last fifty years. As a landed proprietor, it was but natural for him to take prominent part in the questions which concerned the well-being of Zeminders: but he was no less mindful of the community at large.

Englishman, Monday, July 30th 1888.

ঊণবিংশ শতাব্দীর অর্দ্ধাংশ কাল মধ্যে জমিদার ও প্রজা সম্পর্কীয় যে সকল আইনকানুন প্রস্তুত হইয়াছে তাহাদের সকলগুলির সহিতই জয়কৃষ্ণ বাবুর সংস্রব ছিল, প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন সম্বন্ধে তাঁহার অধিকাংশ প্রস্তাবই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিল।

Joy Kissen was one of the old school of Zemindars, but as his speeches at the late meetings of the British Indian Association for some years past show, he always kept himself fully abreast of any alterations in the law of the landlord and tenant, and many of his suggestions were adopted in the recent alterations of these important laws. "Saturday's Evening Journal dated 21st June 1888."

দেশ. মধ্যে অশান্তির আশঙ্কায় তিনি বড়ই কাতর হইতেন। শান্তি যে রাজ্যের স্ত্রী, শান্তি ব্যতিরেকে রাজ্যের শ্রী ও সৌভাগ্যের সঞ্চার হয় না তাহা বুঝিয়া তিনি নির্ব্বন্ধ সহকারে পুলিশের সংস্কারপ্রার্থী হইয়াছিলেন।

ইতোপূর্ব্বে জমিদারেরা লাটবন্দীতে আপনাপন মহলের দেয় রাজস্ব জেলার কালেক্টর সাহেবের নিকট আদায় না দিলে, তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইত। ইহা বড়ই ঘৃণিত ও বিপত্তিজনক নিয়ম। অতএব তাহার প্রতিবিধান কর্ত্তব্য। তজ্জন্য জয়কৃষ্ণ বাবু ইংরেজীতে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হইতেও গবর্ণমেণ্টের নিকট তৎসম্বন্ধে আবেদনপত্র প্রেরিত হয়। তদনুসারে ১৮৫৯ অব্দের ১১ আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। তাহাতে যে সকল ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হয় জয়কৃষ্ণ বাবু

সেগুলির সংশোধন করিয়া দেন। তদ্দ্বারা স্থির হইল যে, যদি কোন কিস্তির খাজনা বাকী পড়ে তবে পরবর্ত্তী কিস্তির শেষ দিন সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত রাজস্ব না দিলে মহল নিলামে বিক্রীত হইবে—জমিদারকে তাহার নোটিশ জারি করিতে হইবে। তাহাতেও রাজস্ব আদায় না হইলে তাহার পরবর্ত্তী পনর দিন পরে যে উহা নিলাম করা হইবে তাহাও জমিদারকে নোটিশ দ্বারা জানাইতে হইবে। ইহাতে জমিদারদিগের যে কত সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এইরূপ ও অন্যরূপ যে কোন নূতন বিধি ব্যবস্থা প্রচলন করিবার আবশ্যক হইত গবর্ণমেণ্ট জয়কৃষ্ণ বাবুর মতামত গ্রহণ করিতেন।* তাঁহার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া উচ্চপদস্থ বড় বড় ইংরেজ রাজপুরুষগণ কোন বিশেষ কাজ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং জয়কৃষ্ণ যাহা বলিতেন তাহা বহুমূল্য জ্ঞানে তদনুসারেই কাজ করিতেন। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে ছোট লাটের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় হোরেস ককরেল সাহেবের মন্তব্য হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল I took back with pleasure to the long conversations we used to have and to the valuable opinion which he frequently gave me.

যখন এদেশে রোড শেশ ও পাবলিক ওয়ার্ক শেশ বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয় তখন জমিদার সম্প্রদায় ও সমস্ত লাখেরাজ ভোগীর পক্ষ হইয়া জয়কৃষ্ণ তাহা রহিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা হইতে আপত্তিও দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তবে আইনের কঠোরতার অনেকটা লাঘব করিয়া দিয়াছিলেন।

যে সময় লর্ড রিপণের স্বায়ত্ত শাসন বিধিবদ্ধ হয় সে সময় জয়কৃষ্ণ বাবুর বার্দ্ধক্য উপস্থিত—কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—তাঁহার উৎসাহ চিরদিনই যুবার ন্যায়।* ভারতবাসী স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভ করিবে ইহা শুনিবামাত্র তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না, সুখের সাগর উদ্বেলিত হইয়া

---

* His fire does not burn out till green old age.

Babu Bhola Nath Chandra.

There was scarcely a movement affecting the welfare of our country in which he did not take an active part.

Kumar Banwari Anand Deb.

যেন বেলাভূমি অতিক্রম করিল। গবর্ণমেণ্ট স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার অনুকূলেই স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু এদেশের অবস্থা ভাবিয়া তাহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে তাঁহাকে সন্দিহান হইতে হইয়াছিল। স্বায়ত্ত শাসন যে প্রকৃত পক্ষে ভারতবাসীর আয়ত্তাধীন হইবে ইহাতে সর্ব্বতোভাবে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নহে। কারণ এরূপ শুভকার্য্যে পদে পদে বিঘ্নবিপত্তির সম্ভাবনা। সেই সকল বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিবার অবস্থা এখনও আমাদের উপস্থিত হয় নাই, হইবার পক্ষে বিলম্বেরও সম্ভাবনা।

ইহার প্রায় সমসময়েই কতকগুলি শিক্ষিত ও উদার নৈতিক ভারতবাসীর প্রযত্নে National Congress নামে জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাতে প্রতি বৎসর শীতকালে হিন্দু মুসলমান, শীখ, পার্শি প্রভৃতি ভারতের সকল সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া ভারতশাসনের সমালোচনা করিয়া থাকেন, আপনাদের রাজনৈতিক স্বত্ব ও শক্তি লাভের জন্য আন্দোলন করেন, এবং যাবতীয় দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন। জয়কৃষ্ণ বাবু এই মহা সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে * উপস্থিত হইয়া অতি সুললিত ভাষায় হৃদয়স্পর্শিনী বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই ঘন ঘন করতালি দ্বারা আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার শেষাংশে তিনি উহার পরিচালকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—Be wise, be moderate, and above all preserving, and the success that you will then deserve will assuredly be yours—"বিবেচনার সহিত কাজ কর; সংযত হও, এবং সর্ব্বোপরি দৃঢ়সংকল্প হও, তাহা হইলে নিশ্চিতই কৃতকার্য্য হইবে।" জয়কৃষ্ণ বাবুর সকল কাজেই এই তিনটী মূল মন্ত্র ছিল। তদ্দ্বারাই তিনি সংসার ক্ষেত্রে আপনাকে শ্রী ও সৌভাগ্যসম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন।

---

* এই অধিবেশন ১৮৮৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা মহানগরী মধ্যে হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পারিবারিক প্রসঙ্গ।

যেরূপ আলোকের পর অন্ধকার এবং অন্ধকারের পর আলোক অবশ্যম্ভাবী মনুষ্যজীবনে সুখের পর দুঃখ, এবং দুঃখের পর সুখ সেইরূপ আসে যায়। যেমন দিবালোকের অবসানে নিশার অন্ধকার সুনিশ্চিত, মনুষ্যের সুখের পর দুঃখও প্রায় সেইরূপ। মানবজীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ, বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুধাধবলিত সৌধশিখরবাসী ধনেশের ভাগ্যও সুখদুঃখের লীলাক্ষেত্র আবার চীরধারী মুষ্টিভিক্ষোপজীবী দরিদ্রের অদৃষ্টও তাহাই। অতএব আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় মনুষ্যের সুখদুঃখ একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধের ন্যায়— সত্য বটে নামে তমস্বিনী হইলেও সকল নিশা তমোময়ী নহে --কৌমুদী সমুদ্ভাসিত হইলে দিবাপেক্ষা সুখদায়িনী ও সৌন্দর্য্য-শালিনী কিন্তু পৌর্ণমাসীর শুক্লযামিনী মাসান্তে একদিন—এবং সুধাময়ী মধুযামিনীও বৎসরের মধ্যে একের অধিক দিন নহে—সেরূপ সুখের রাত্রি আর নাই, কিন্তু তাহাতেও মেঘাগমের শঙ্কা আছে একারণ কিরূপে না স্বীকার করিব যে এই কর্ম্মভূমি আলোকান্ধকার ও সুখদুঃখের পর্য্যায় ভোগ্য। যদি তাহাই হইল তবে জয়কৃষ্ণ বাবুর পক্ষে সেই সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার হইবে কেন। তাঁহার অদৃষ্টচক্রেও সুখ দুঃখের পরিক্রমণ থাকিবে না এরূপ আশা করা চলে না। তবে ইহার মধ্যে একটী কথা আছে—যাহার দেহে যত অধিক বল সে যেমন তত অধিক ভারবহনে কাতর হয় না—তেমনি এক এক জনের মনের বল এত অধিক থাকে যে প্রভূত দুঃখভার বহনেও সে কাতর নহে। কেহ কেহ রামবনবাস অভিনয় দর্শন করিতে বসিয়া অরণ্যযাত্রী জটাবল্কলধারী রামচন্দ্রকে অনুজ লক্ষণ ও চীরপরিহিতা জানকীকে কৌশল্যার নিকট চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বিদায় লইতে দেখিয়া অশ্রু সম্বরণে অসমর্থ হয়েন, আবার কেহবা সায়ংকালীন নলিনীর ন্যায় মুমূর্ষু পুত্রের নিষ্প্রভ মুখারবিন্দে দুঃসহ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগের লক্ষণ দেখিয়া একটী মাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগে আপনাকে সংযত করিয়া লয়েন। মানসিক বলের ন্যূনাধিক্য প্রযুক্তই কেবল এরূপ ঘটিয়া থাকে। ইহজগতে শারীরিক বল অপেক্ষা মানসিক বলের গৌরব অধিক—মানসিক বলে মনুষ্য দেবতা। মনুষ্যজন্মে যে ব্যক্তি মানসিক বলে

হীন সে ব্যক্তি নিতান্ত অসার ও অপদার্থ। আমাদের জয়কৃষ্ণ বাবু মানসিক বলে অসাধারণ বলশালী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মনস্বী মহাপুরুষ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না *। মনের অসাধারণ বলশালিত্বের জন্য পরিবারিক আপদ বিপদ্ তাঁহার কিছুই করিতে পারে নাই। তিনি তুহিনগিরির ন্যায় সর্ব্বদাই অনড় অটল ছিলেন। ঝটিকা ও ঝঞ্ঝাবাতে ও প্রবল বজ্রপীড়নেও তাঁহাকে কাতর করিতে পারে নাই, তাঁহার সহিষ্ণুতা সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায়।

বাল্যাবধি তিনি পিতার নিকটে থাকিতেন—পিতা তাঁহার উপদেশদাতা, পিতা তাঁহার চরিত্রনির্ম্মাতা, পিতাই তাঁহার সৌভাগ্যস্রষ্টা, পিতৃভক্তিতে তাঁহার মন সততই উদ্বেলিত ছিল। পিতৃসেবাতে তিনি পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিতেন, পিতৃসেবায় স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেন, পিতৃপদারবিন্দ পরিসেবাকেই পরম তপস্যা মনে করিতেন। পিতার অপরিসীম স্নেহ মমতায় জয়কৃষ্ণ বাবু যারপর নাই সুখী ছিলেন।† যখন বিধাতা তাঁহাকে সেই পিতৃস্নেহে বঞ্চিত করিলেন তখন তিনি শোকাশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই শোক পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার পারলৌকিক সুখশান্তির জন্য পুত্রের কর্ত্তব্যতা পালনে যত্নবান হইয়া ছিলেন। পিতৃপদচিন্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া, পিতার উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া তিনি আপন অধ্যবসায়বলে যাবতীয় বৈষয়িক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। এ সংসারে পিতা পুত্রের প্রধান সহায়—সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে প্রধান বল। পিতা অপণ্ডিত হউন বা পণ্ডিত হউন, ধনবান হউন বা নির্ধনই হউন, পিতৃবিয়োগ হিন্দুর জীবনে একটা প্রধান পরিবর্ত্তন বলিয়া হিন্দু পিতৃবিয়োগের বৎসরকে অতি দুর্ব্বৎসর জ্ঞান করিয়া থাকেন। যিনি যত বড় লোকই হউন, পিতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার সাংসারিক ক্রিয়াকলাপে অন্যের দৃষ্টি পড়ে, তিনি সংসারতরীর কিরূপ কর্ণধার হইবেন, সংসার নাট্যশালায়

---

* The gap which his death makes will be dificult to fill. There was a sturdy independence of thought about him rare to find in these days. Horace A. Cockrell.

No one could know him without respect for his great mental vigour, quick and clear intelligence and decided independence Dr. J. M. Coates.

† পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা॥

কিরূপ অভিনয় করিবেন তাহা দেখিবার জন্য সকলেই উদগ্রীব থাকেন। জয়কৃষ্ণ বাবুর পিতৃবিয়োগেও সেইরূপ হইয়াছিল। কেহ কেহ ভাবিয়াছিল—হয়ত তিনি নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া সকলই ব্যর্থ করিবেন, কিন্তু সহকার তরুতলে অশ্বত্থপাদপ রোপণ করিলে সহকারস্বত্বে অশ্বত্থ যেরূপ সংকুঞ্চিত থাকে, পশ্চাৎ সহকারের ধ্বংসে অশ্বত্থ প্রকাণ্ড কাণ্ড ও শাখা সমূহ বিস্তার দ্বারা আকাশপথে মস্তক উত্তোলন করিয়া শত শত জীবের আশ্রয়স্থল হয়, জয়কৃষ্ণ বাবুও পিতৃবিয়োগের পরে তদ্রূপ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নাম জগৎব্যাপী ও অরিকুলের ভীতিস্বরূপ হইয়া উঠিল, তিনি কতশত আশ্রিত ও অভ্যাগতের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

যৌবনে জয়কৃষ্ণ বাবুর "ধনপুত্রে লক্ষীলাভ" ঘটিয়াছিল। মধুমাসে প্রকৃতি প্রফুল্লমুখী—তরু গুল্মাদির নবপল্লব, নানা বর্ণের পুষ্প, মুকুল, মধুব্রতের মধুর গুঞ্জন, কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণের চিত্তোন্মাদিনী স্বরলহরী, সুখসেব্য সুমন্দ মলয় মরুৎসঞ্চার—মলিনতামুক্ত সুনীল অম্বর—অভিনব তৃণাঙ্কুরে আবৃত মেদিনী, নদী হ্রদ তড়াগাদির স্বচ্ছ সুনির্ম্মল জল—সরোবরে সরোজ—ধরণীতলে যাহা কিছু দেখিবার, শুনিবার, স্পর্শ করিবার—সকলই সুখের ও সুন্দর। যৌবন জীবনের বসন্ত—জয়কৃষ্ণ বাবুর সুখের সংসারে তাঁহার তিনটী পুত্র ও কন্যা। পুত্র তিনটীর মধ্যে জ্যেষ্ঠ হরমোহন, মধ্যম রাজা প্যারীমোহন, কনিষ্ঠ রাজমোহন। লক্ষ্মী সরস্বতীর একত্র সমাবেশ ঘটিয়া উঠে না বলিয়া যে একটা জনশ্রুতি আছে জয়কৃষ্ণ বাবুর অশেষ উদ্যোগে তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল। সেকালে ধনবান লোকের পুত্রদিগের মধ্যে বিদ্যাবত্তার বড়ই অভাব ছিল, এমন কি রাজা প্যারীমোহনের পূর্ব্বে কোন জমিদারসন্তানকে আমরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিভূষিত দেখি নাই—কখন শুনিয়াছি বলিয়াও বোধ হয় নাই। জয়কৃষ্ণ বাবু পুত্র তিনটীকে আপনি সুব্যবস্থাগুণে সুপণ্ডিত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাল্যাবধি তিনি স্বয়ং বিদ্যাশিক্ষার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। পিতার কর্ত্তব্যতা রক্ষার জন্য অনেক ধনবান লোকেই পুত্রগণের শিক্ষার ব্যবস্থা মাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন—পুত্রদিগকে বড় স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া, ঘরে পড়াইবার জন্য বেশী বেতনে পণ্ডিত মাষ্টার রাখিয়াই তাঁহাদের শিক্ষাদায়ে অব্যাহতি গ্রহণ করেন; পুত্র কিরূপ শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহার চরিত্র কিরূপে গঠিত হইতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টি দেওয়া ততটা আবশ্যক মনে করেন না, মনে করিলেও কার্য্যে তাহা পরিণত করিবার জন্য কাহার কাহার সময় ও সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। ক্রমে তাঁহাদের সন্তানগণ

বিলাসের ক্রীতদাস, অলসের চূড়ামণি হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে এক একটী অকর্ম্মণ্যতার অবতার স্বরূপ হইয়া উঠেন। তখন তাঁহাদের বিষয়কার্য্য দেখিবার প্রবৃত্তি থাকে না, সাংসারিক কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইতে চিত্ত চায় না, সকল কাজই পরকে দিয়া সাধন করিবার ইচ্ছা জন্মে—ভোজনগ্রাস স্বহস্তে মুখে তুলিয়া লইতে কষ্ট বোধ হয়, চর্ব্বণের দ্রব্য অপরে চিবাইয়া দিলে সুবিধা বোধ করেন—মল মূত্রাদিত্যাগও পরের দ্বারা হইলে আপনারা করিতে চাহেন না। ইহাকেই তাঁহারা সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন—আপনাদের কাজ যতই পরকে দিয়া করাইবেন, ততই তাঁহাদের পদগৌরব ও ধনশালিত্বের মর্য্যাদা রক্ষা পাইবে বলিয়া বিশ্বাস। এইরূপ ধনী সন্তানের সংখ্যাই এ দেশে পনর আনা। স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন কাহাকে বলে, এবং এই দুইটীর সহিত মনুষ্যত্বের যে কত দূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা তাঁহারা জন্মাবধি কখন চিন্তা করেন নাই।

জয়কৃষ্ণ বাবু প্রতিদিন পুত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষার সংবাদ রাখিতেন, আপনি যে ঘরে বসিয়া জমিদারী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন তাহার পাশেই পুত্রদিগের পাঠাগার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, কাজ করিতে করিতে পুত্রদিগের পাঠের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। বিদ্যালয় হইতে আসিবামাত্র তাঁহাদের জলযোগ করিতে যত সময় লাগিত, ততক্ষণ কেবল তাঁহারা পাঠাগারের বাহিরে থাকিতে পাইতেন। রাত্রিকালে জয়কৃষ্ণ বাবু যতক্ষণ কাছারী করিতেন ততক্ষণ পুত্রদিগের মধ্যে কেহ পঠনাগার পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা যতক্ষণ বিদ্যালয় মধ্যে অবস্থিতি করিতেন, বিদ্যাশিক্ষা উপলক্ষে ততক্ষণই বাহিরের বালকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ঘটিত অন্য সময় তাহা বন্ধই থাকিত। কুসঙ্গের কথাটী মাত্র ছিল না।

হরমোহন বাবুর পঠদ্দশায় এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ছিল না। কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন হরমোহন বাবুর ইংরেজী-শিক্ষাদাতা। রিচার্ডসনের ন্যায় সুপণ্ডিত ইংরেজ তৎকালে এ দেশে সুদুর্লভ ছিল। তাঁহার নিকট যাঁহারা অল্পদিন মাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারাই এ দেশে কৃতবিদ্য বলিয়া গণনীয় হইয়া গিয়াছেন। রিচার্ডসনের নিকট শিক্ষা পাইয়া হরমোহন বাবু ইংরেজীতে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি পিতার নিকট সুন্দররূপে জমিদারী কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করেন, পরিশেষে জমিদারীর অনেক কার্য্যই আপনি নির্ব্বাহ করিয়া পিতার সহায়তা করিতেন।

রাজা প্যারীমোহন বাল্যাবধিই পিতৃগুণে গুণবাণ হইবার চেষ্টা করেন —পিতার ন্যায় মিতাচারী, পিতার ন্যায় অধ্যয়নশীল, পিতার ন্যায় সারগ্রাহী, পিতার ন্যায় পরোপকারী, পিতার ন্যায় পরিণামদর্শী, পিতার ন্যায় সদাচার ও সদ্ব্যবহারশীল, পিতার ন্যায় সহৃদয়, ও পিতার ন্যায় মনস্বী এবং পিতার ন্যায় অনলস হইবার জন্য সতত সচেষ্ট থাকিতেন। যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ (এম, এ ; বি, এল,) উপাধি লাভ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করেন, তখনও পিতার নিকট শিক্ষানবিশ, পিতার নিদেশনুসারে হুগলী হাওড়া ও বর্দ্ধমানের আদালতে আপনাদের যে সকল মোকর্দ্দমা থাকিত, তাহার তদবির করিবার জন্য যাতায়াত করিতেন। বড় মানুষের ছেলের বাবুগিরি জয়কৃষ্ণ বাবুর পুত্রগণে সংক্রমিত হইতে পায় নাই। এ দেশের ধনী সন্তানগণের ন্যায় চব্বিশ ঘণ্টা তাকিয়া ঠেশ দিয়া টানাপাখার হাওয়া খাইবার অভ্যাস তাঁহার কোন পুত্রেরই ছিল না।

কনিষ্ঠ রাজমোহন বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ ; বি, এল উপাধি লাভ করেন। তিনিও যাবতীয় সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। "পুত্রে যশসি তোয়েন নরাণাম্ পুণ্যলক্ষণম্।" এরূপ সৎপুত্র লাভ যে পিতার পুণ্যলক্ষণ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এ সময় জয়কৃষ্ণ বাবুর সংসারে সৌভাগ্য সুখের পরিসীমা ছিল না। তিনটী পুত্র তিনটী রত্ন। পতিপ্রাণা সাধ্বী সহধর্ম্মিণী, গুণবতী কন্যা, সচ্চরিত্রা সাধুশীলা পুত্রবধূগণ—তাহাতে অতুল ঐশ্বর্য্যসমাবেশ—ইহা অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে। জয়কৃষ্ণ বাবুর গৃহস্থলীকে ইন্দ্রের অমরাবতী বই আর কি বলিব। তাঁহার স্নেহের অনন্ত উৎস পরিজনবর্গের প্রতি সমানভাবে উন্মুক্ত ছিল—প্রতিদিন প্রাতঃকালে তিনি পরিবারস্থ সকলেরই স্বাস্থ্যসংবাদ গ্রহণ করিতেন, সকলেরই স্বচ্ছন্দতার প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিতেন। সকলেই মনে করিতেন কর্ত্তামহাশয় তাঁহাকেই সমধিক স্নেহ যত্ন করেন। কোন দিন কাহার সামান্য মাত্র অসুস্থতা জন্মিলে যতক্ষণ তাহা না সারিত, জয়কৃষ্ণ বাবু ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। সকল বিষয়েই তাঁহার ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, ছিল না কেবল স্বাস্থ্যের জন্য—স্বাস্থ্য জীবনের সর্ব্বপ্রধান সুখ। স্বাস্থ্যের জন্য তিনি উচিতাধিক অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

সুখের সুকোমল অঙ্কে লালিত পালিত হইয়া ধনী সন্তানেরা প্রায়ই বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত হয়েন। যাঁহারা চিরদিন সুখের সৌধশিখরে অধিষ্ঠিত

করিয়া সায়ংকালীন সুশীতল সমীরণ সেবন জন্য সমীপবর্ত্তী উদ্যানভূমিতে পদচারণা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে কণ্টকাকীর্ণ আরণ্য পথ পরিভ্রমণে বিবিধ কুসুমসৌরভঘ্রাণ ময়ূরময়ূরীর ক্রীড়া কৌতুক সন্দর্শন, নানাজাতীয় বিহগকূজিত বনস্থলীর সুস্বর শ্রবণ, এবং গিরি-তরঙ্গিনী-স্নাত সুমন্দ মলয়ানিল সেবন কত দূর আয়াসসাধ্য—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার দর্শনে চক্ষু জুড়াইতে হইলে কায়িক শ্রমের প্রয়োজন—জয়কৃষ্ণ বাবু তাঁহার মধুখগঠিত প্রাণের পুত্তলীগুলিকে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন—ইহা অপেক্ষা কঠিন কাজ আর কি আছে। এ দেশের সকল জমিদার যদি সেরূপ সুচতুর হইতেন, তাহা হইলে ভাবনা ছিল কি—পুত্র কন্যাগণের চরিত্রগঠনে তিনি যে অসাধারণ কৌশল প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সে কৌশল অনেকের জানা থাকিলেও কিরূপে তাহাকে কার্য্যকর করিতে হয়, তাহা আমাদের দেশে জয়কৃষ্ণ বাবুই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন।

জয়কৃষ্ণ বাবুর ভ্রাতৃস্নেহের উৎস চিরপ্রবাহিত ছিল—সোদর এবং বৈমাত্রেয় সকলেই তাঁহার সমান স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। অনুজ রাজকৃষ্ণ বাবু যৌবনাবধি শ্বাসরোগাক্রান্ত ছিলেন। জয়কৃষ্ণ বাবু যখন হুগলীতে মহাফেজের কাজ করেন, তখন এ দেশে রেল গাড়ী ছিল না, প্রতিদিন নৌকাযোগে হুগলী যাতায়াত করিয়া কাছারীর কাজ করা সুবিধাজনক নহে। এজন্য তিনি সপ্তাহে ছয় দিন হুগলীর বাসায় অবস্থিতি করিতেন এবং প্রতি শনিবার বাড়ী আসিয়া, রবিবার বাড়ীতে থাকিয়া বিমল পারিবারিক সুখ ভোগ করিতেন। কোন এক রবীতর বারে রাজকৃষ্ণ বাবু অগ্রজকে সংবাদ পাঠাইয়া দেন—তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক, শীঘ্র না আসিলে সাক্ষাৎ হইবে না। জয়কৃষ্ণ বাবু এই সংবাদ পাইবা মাত্র ভ্রাতৃ মুখারবিন্দ দর্শন জন্য ব্যাকুল হইলেন, কাছারীর শেষে নৌকাযোগে উত্তর পাড়ায় পহুঁছিলেন—তখন রাত্রি হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বাগ্রে রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন পীড়া তত কঠিন নহে—রাজকৃষ্ণ বাবু অগ্রজকে দেখিয়া সজলনেত্রে বলিলেন "দাদা, আপনার কোলে মাথা রাখিলে আমার রোগযন্ত্রণা থাকে না।" ভ্রাতৃগত জীবন জয়কৃষ্ণের পাদপ্রক্ষালনের বা মুখহাত ধৌত করা হইল না, আপিশের কাপড় ছাড়িয়া অনুজের মস্তক কোলে লইয়া বসিলেন—রাত্রিকালে শ্বাসের যন্ত্রণা সমধিক বৃদ্ধি পায়—রাজকৃষ্ণ বাবুর কষ্ট দেখিয়া তিনি আহার করিতে উঠিতে পারিলেন না, সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইলেন। পরদিন প্রাতে

আপিশে না যাইলে নয়, অগত্যা আহার করিয়া হুগলী যাত্রা করিলেন। যতদিন রাজকৃষ্ণ বাবু আরোগ্য লাভ না করিলেন, এইরূপে কাছারীর পর প্রতি-দিন জয়কৃষ্ণ বাবু বাড়ী আসিতেন। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণের প্রতি এইরূপ স্নেহ ভক্তি যত্ন সম্বন্ধে জয়কৃষ্ণ বাবুর অনেক কথাই শুনিতে পাওয়া যায়।

সুখের সংসারে সুখী হইয়া জয়কৃষ্ণ বাবু অনেক দিন কাটাইলেন—তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর বিষয়বৈভব লইয়া, সোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সহিত যখন মতান্তর উপস্থিত হইল, তখন তিনি একান্নবর্ত্তিতায় অর্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি তাঁহাদিগকে বিভাগ বণ্টন করিয়া দিলেন। বিজয় বাবু তখন নাবালগ বলিয়া তাঁহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার জয়কৃষ্ণ বাবুরই হস্তে রহিল। বিজয় বাবু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া-ছিলেন।

ভরা গঙ্গার জোয়ারের ন্যায় মনুষ্যের অদৃষ্টও একটানা বহিয়া থাকে, আবার ভাটার বেলাও সেইরূপ। অথবা আমরা বলিতে পারি—মানবাদৃষ্ট গ্রাবুর পড়তার ন্যায়। পড়তা একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে প্রতি হাত ভেস্তার খেলা পড়ে—কুপড়তায় কষ্টেস্হষ্টে কোন হাত ভেস্তা বাঁচিলেও দুকুড়ি সাতের খেলা হয় না। গৃহস্থমাত্রেরই সংসারখেলায় দুকুড়ি সাত রক্ষা মাত্র। আবার পড়তা পড়িলেও সাততুরুপে অনেকে হাতের পাচ পর্য্যন্ত হারাইয়া বসেন,—তাহাতে পড়তা নষ্ট হইয়া যায়। সংসারখেলায় জয়কৃষ্ণ বাবু পাকা খেলওয়াড় ছিলেন বলিয়া কুপড়তাতেও তাঁহাকে প্রায় হাতের পাঁচ হারাইতে হয় নাই। বলুটীর মদন দের গুমির মোকর্দ্দমায় এবং মাখলার জালের মোকর্দ্দমায় খেলার তর্কে জয়কৃষ্ণ বাবুকে দুইবার হাতের পাঁচ পর্য্যন্ত হারাইতে হইয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রথমোক্ত ঘটনায় হাইকোর্টের দ্বারা সে তর্ক মিটিয়া যায়—তিনি হাতের পাঁচ ফিরিয়া পান, শেষের ঘটনায় প্রিভি কৌন্সিলের মীমাংসার হাত না থাকিলেও উক্ত আদালতের মন্তব্যে জয়কৃষ্ণেরই জয় হয় *।

* উপরি উক্ত দুইটী মোকদ্দমায় জয়কৃষ্ণ বাবুর কারাদণ্ড হয়। মদনের মোকদ্দমায় হাইকোর্ট হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং মাখলার মোকদ্দমার বিলাত আপিল করিলে প্রিভি কৌন্সিলের জজেরা হাইকোর্টের উপর আপনাদের ক্ষমতা না থাকিবার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে—"শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষীয়দিগের প্রকারান্তরে মুক্তি দিবার ক্ষমতা আছে। অতএব তাহাদিগের নিকট আবেদন করা উচিত, তাহা হইলে যে ন্যায় বিচার হইবে সে পক্ষে সন্দেহ নাই।"

ক্রমে জয়কৃষ্ণ বাবুর প্রৌঢ়াবস্থায় পড়তার জোর কতকটা কমিয়া আইসে বলিতে হইবে। অদৃষ্টলিপির দুই পৃষ্ঠা কাহারও সমান দেখিতে পাওয়া যায় না। বার্দ্ধক্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ দুইটী পুত্র হারাইয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ শোকসন্তপ্ত হইতে হইয়াছিল। দারুণ দুর্দ্দৈবেও কখন তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি দেখা যায় নাই। অন্তরে বাড়বানল স্বত্বেও যেমন বারিধির প্রশান্ত বাহ্য ভাব নষ্ট হয় না, পুত্রশোকে তেমনি জয়কৃষ্ণ বাবুর বাহিরের গাম্ভীর্য্য অবিকৃত ছিল। শোকসন্তাপে আত্মহারা হওয়া প্রাকৃত লোকের কাজ বলিয়া তিনি জানিতেন। এই কর্ম্মভূমিতে জীব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে—সময় শেষে চলিয়া যায়। মৃত্যু মানবের পাঞ্চ-ভৌতিক দেহের অন্তক হইলেও আত্মার ক্ষয়ব্যয়ে সমর্থ নহে। আত্মা সকল অবস্থাতেই অবিকৃত, অক্ষয়, অব্যয়। মৃত্যু তাহার কিছুই করিতে পারে না। এই সকল তত্ত্ব জয়কৃষ্ণের সুবিদিত ছিল।

তাঁহার বাল্যকালের অধ্যয়নাশক্তি বার্দ্ধক্যে মন্দীভূত হয় নাই। তিনি নিত্য নিয়মিতরূপে নানা বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিতেন, এক মুহূর্ত্তও আলস্যে ক্ষেপণ করিতে ভাল বাসিতেন না। কোন কাজ না থাকিলে জয়কৃষ্ণ পুস্তক ও সংবাদপত্রে অভিনিষ্ট হইতেন। প্রবল পাঠাশক্তি প্রযুক্ত বার্দ্ধক্যে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির অপচয় ঘটিতে থাকে। তদ্দ্বারা দৃষ্টিযন্ত্রের ক্রিয়াবৈগুণ্য জন্মে, ক্রমে তাহা পীড়ায় পরিণত হয়। প্রতীকারের জন্য যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নাই—চিকিৎসায় কিছুই হইল না, খৃঃ ১৮৭০ অব্দে তিনি একবারেই দৃষ্টিহীন হয়েন। এই অবস্থায় জয়কৃষ্ণ অষ্টাদশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে আপনি দেখিতে না পাইলেও একদিনের জন্য বিদ্যাচর্চ্চায় নিবৃত্ত ছিলেন না। পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিদিন তিনি সংবাদ পত্র লইয়া আলোচনা করিতেন—দৈনিক পত্রগুলি আদ্যোপান্ত না শুনিলেই নয়। রাসবিহারী বাবু বা অপর কেহ তাহা পড়িয়া শুনাইতেন। অন্ধাবস্থাতে যখন তিনি সভা সমিতিতে বা বিষয় কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র যাইতেন, তখন রাজা প্যারীমোহন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। চলিবার ফিরিবার কায়দা দেখিলে কেহ

---

that they cannot therefore advise Her Majesty to exercise this right of appeal but they doubt not that justice may be done, because they would suggest that an application should be made to the constituted anthorities who have the power to afford a remedy tho' in a different way.

প্রিভি কৌন্সিলের অভিপ্রায় অবগত হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশে কারামুক্তি প্রদান করেন।

তাঁহাকে হঠাৎ অন্ধ বলিয়া বুঝিতে পারিত না। তিনি আপন বাটীর সর্ব্বত্রই যদৃচ্ছাক্রমে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেন, কোথাও যাইবার সময় হইলে আপনি গিয়া গাড়ীতে উঠিতেন, তাহাতে কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হইত না। বহুদিনের পরিচিত স্থান মাত্রেই তিনি পূর্ব্ববৎ বেড়াইতে পারিতেন। তিনি দৃষ্টিহীন হইয়াও অসাধারণ স্মারকতা শক্তির বলে দিব্য চক্ষুর ন্যায় সর্ব্বত্র গতিবিধি করিতে পারিতেন।

একদা একজন ভারতপ্রবাসী ইংরেজ কোন সভায় তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"জয়কৃষ্ণ বাবুকে বক্তৃতা করিতে দেখিয়া সুপ্ত স্মৃতি জাগ্রত হইল, মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে অন্ধ ফসেটকে মনে পড়িল।" তিনি অপর কেহ নহেন প্রত্নতত্ত্ববিৎ হাণ্টার সাহেব। বাস্তবিকই অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ তাঁহাকে অন্ধ ফশেটের ন্যায় বাগ্মী ও রাজনীতিকুশল বলিয়া স্বীকার করিতেন।

অন্ধ অবস্থাতেই খৃঃ ১৮৭০ অব্দের (১২৮২ সালের) ভাদ্র মাসে জয়কৃষ্ণ বাবুর পত্নী বিয়োগ হয়। হিন্দু পরিবার মধ্যে গৃহিণীর মৃত্যুর তুল্য বিপদ আর নাই। হিন্দু গৃহস্থের গৃহিণীই গৃহলক্ষ্মী। আমাদের মধ্যে চিরপ্রচলিত প্রবাদ আছে "স্ত্রী ভাগ্যে ধন পতি ভাগ্যে পুত্র।" সেই প্রবাদবাক্য সার্থক হইয়াছিল যে লক্ষ্মীস্বরূপা গৃহিণীতে, তাঁহার বিয়োগ যে বিপত্তিজনক তাহাতে আর সন্দেহ কি—বধূগুলি তখনও প্রবীণতা লাভ করেন নাই—সুতরাং জয়কৃষ্ণ বাবুর সংসার কিছু দিনের জন্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তিনি আপনিও দুর্লভ দাম্পত্য সুখে বঞ্চিত হইলেন। সাংসারিক সুখভোগের মাত্রা অর্দ্ধেক কমিয়া গেল, দুঃখভার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। প্রাকৃত লোকে মৃতপত্নিকের অবস্থাকে "গৃহশূন্য" বলে—বাস্তবিকই পত্নীহীনের অবস্থা গৃহশূন্য সন্ন্যাসীর অবস্থাপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। সুরম্য সৌধবাস স্বত্বেও তিনি গৃহশূন্য—যেহেতু "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" ইহাও মহাজন বাক্য।

প্রাকৃতিক নিয়মের শৃঙ্খলা অতি সুন্দর—যে নিয়মে সংসারের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তাহা বিচিত্র কৌশলে নিয়ন্ত্রিত। জগৎসংসার বৈচিত্র্য-ময়। ইহ জগতের যে কোন কার্য্য লইয়া আলোচনা কর, দেখিতে পাইবে তাহাই অদ্ভুত কৌশলে পরিপূর্ণ—প্রাবৃট্‌কালীন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন তামসী নিশার অন্ধকারের মধ্যেও বিদ্যুদ্দামের পরিস্ফুরণ আছে, প্রচণ্ড নিদাঘ মধ্যাহ্নে মরীচি-মালীর দুরন্ত উত্তাপের মধ্যেও মারুৎ-প্রবাহ আছে, সলিলসম্পৃক্ত ও শীতচ্ছায়

তরুতল আশ্রয়ে তাহার স্পর্শসুখও অনুভূত হইয়া থাকে—জয়কৃষ্ণ বাবুর বার্দ্ধক্যে পারিবারিক আপদবিপদের মধ্যেও পুত্র প্যারীমোহনের সুনাম ও সংকীর্ত্তিপরিমল পিতার মনে স্বর্গীয় সুখের সঞ্চার করিয়াছিল। জয়কৃষ্ণ বাবুর পরলোক গমনের কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি আপনার বিদ্যাবত্তা, বিচক্ষণতা, এবং জমিদার ও প্রজাস্বত্বতত্ত্বে প্রবীণতা প্রযুক্ত ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রভূত সম্মান লাভ করেন। এতদুপলক্ষে তাঁহাকে রাজা ও সি, এস, আই এই দুইটী উচ্চ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বাঙ্গালীর মধ্যে শেষোক্ত সম্মান লাভ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দীপ-নির্ব্বাণ।

মনুষ্যজীবন নলিনীদলগত জলবৎ চঞ্চল। কোটী কোটী নরনারী এই কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিতেছে, জল বুদবুদের ন্যায় কিয়ৎকাল মাত্র ইহাতে অবস্থিতি করিয়া চলিয়া যাইতেছে। কোথায় হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, ভাবিয়া কাহার কিছু স্থির করিবার নহে। যে যাইতেছে, সে আর আসিতেছে না,—শতাব্দীর পর শতাব্দী, সহস্রাব্দির পর সহস্রাব্দি যাইবে তথাপি তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বার তিথি মাস, শীতগ্রীষ্মাদি ঋতু, ঘোরা অমাতমস্বিনী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী যথা নিয়মে আসিবে যাইবে, বৃক্ষ লতিকাদি মঞ্জরিত হইবে, তাহারা ফল পুষ্প প্রসব করিবে, তুষারপাত, প্রবল ঝঞ্জাবাত, নিদাঘতাপ, প্রকৃতির সকল কার্য্যই হইবে, কেবল যে যাইবে, সে আর আসিবে না। মনুষ্যের যৌবন জরা মরণাদি এই নিয়মের বশবর্ত্তী—কাহার বাধা মানে না, কিম্বা বিনয়বাক্যে কর্ণপাত করে না, সময় শেষে কিছুতেই থাকে না,একবার যাইলে আর প্রত্যাগত হয় না। কুসুমকোমল শিশুর কমনীয় কান্তি চিরস্থায়ী নহে, যুবার যৌবন-স্ফূরিত লাবণ্যও দীর্ঘকালের জন্য নহে, জরাতেই বা মনুষ্যের কত কাল যায় —সকলই অল্পদিনের জন্য মনুষ্যের অবস্থা সদা পরিবর্ত্তনশীল।

জয়কৃষ্ণ বাবু বাল্যে প্রভাতকালীন প্রভাকরের ন্যায় প্রতিভান্বিত হইয়া যৌবনে মধ্যাহ্নসূর্য্যের মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়েন। এই সময়ে তাঁহার সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়। তিনি শিশিরকালীন সূর্য্যের ন্যায় সকলেরই সন্তোষোৎপাদনে সমর্থ হয়েন। ক্রমে ছায়া পূর্ব্বগামিনী হইল—জয়কৃষ্ণ জীবন অশীতি বর্ষে উপস্থিত। এ বৎসর বড়ই দুর্ব্বৎসর—১২৯৫ সাল আসিল, এখনও জয়কৃষ্ণ বাবু জমিদারীর সমস্ত কাজকর্ম্ম দেখিতে শুনিতেছিলেন—সাধারণ হিতকর কার্য্যে তাঁহার পূর্ব্ববৎ অনুরাগ আসক্তিও ছিল—দেশের কল্যাণকর কার্য্যে এখনও তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহের হ্রাস হয় নাই। আষাঢ় মাস যায় যায়, পঞ্চবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইল, তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ স্বচ্ছন্দ—হঠাৎ উদরাময়ের সঞ্চার হইল। ছয় দিন কাল রোগের অবস্থা সামান্যরূপই ছিল—কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই যে এই যাত্রাই তাঁহার আয়ুঃসূর্য্য অস্তাচলশায়ী হইবে। ছয় দিনের পরে পীড়ার প্রবল আক্রমণ হইল—যতই দিন গত হইতে লাগিল, পীড়া ততই প্রবলতর ভাব ধারণ করিল। দিনে দিনে দেহ [illegible], মন অবসন্ন হইয়া আসিল। পুত্রত্রয়ের মধ্যে এক্ষণে রাজা প্যারীমোহন—তিনি যারপর নাই পিতৃভক্তিপরায়ণ—পিতৃনাম শ্রবণে, পিতৃনাম উচ্চারণে অদ্যাপি যাঁহার সুপ্রশান্ত হৃদয় শোকের উত্তাল তরঙ্গে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে, যিনি তাঁহার গুণগ্রাম স্মরণে বালকের ন্যায় বিহ্বল হইয়া থাকেন, যিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করিতেন,—তিনি সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃসন্নিধানে রহিলেন, মুমূর্ষু পিতার শুশ্রূষা জন্য যে কোন আয়োজন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন অনন্যমনে তাহাই করিতে লাগিলেন। পরিবারস্থ সকলেই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকুলচিত্তে অবস্থিত হইলেন। যে অট্টালিকা আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ ছিল, তাহা নীরব নিস্তব্ধ জনশূন্যবৎ হইল। রাসবিহারী, শিবনারায়ণ, রাজেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, সুরেশ চন্দ্র প্রভৃতি পিতামহভক্ত পৌত্রগণ, পৌত্রীগণ, পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূগণ সকলেই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষণ্ণবদনে সাশ্রুনয়নে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কন্যা দুইটী কাঁদিতে কাঁদিতে পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। সকলেরই মনে বিষম দুর্ভাবনা কখন তাঁহাদের সুখশান্তির আশ্রয়তরু ভগ্ন ও ভূতলশায়ী হয়। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব এবং অনুগত ও আশ্রিত ব্যক্তিগণের সকলেরই মুখে বিষাদের চিহ্ন—সকলেই বুঝিলেন এ যাত্রা জয়কৃষ্ণ বাবু রক্ষা পাইবেন না। এ কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, কলিকাতার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের অনেকেই উত্তরপাড়ার ভবনে আসিয়া মুমূর্ষু

মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। দূরবর্ত্তী স্থানের বন্ধু বান্ধবেরা পত্র দ্বারা ও তারযোগে ঘণ্টায় ঘণ্টায় সংবাদ লইতে লাগিলেন। শত্রুও এখন আপন ভাব পরিত্যাগ করিলেন, মহত্ত্বের পূজা করিয়া তিনিও আপনি মহৎ হইলেন—পথে ঘাটে, রেলের গাড়ীতে সর্ব্বত্রই জয়কৃষ্ণ বাবুর পরলোকযাত্রার কথা ভিন্ন অন্য কথা নাই—সকলেরই মুখে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার লক্ষণ। জয়কৃষ্ণ জন্মভূমির সুসন্তান—তিনি বহুকাল কায়মনোবাক্যে জন্মভূমির সেবা করিয়াছিলেন তাঁহারই উদ্যোগ ও অনুষ্ঠানে সামান্য উত্তর পাড়াপল্লী সৌধকিরিটিনী নগরী,—তাই যেন আজি উহা বিষাদসাগরে মগ্ন—সহরের সকলই যেন বিষাদ মাখা—বায়ুর সে স্পর্শ সুখ নাই, সূর্য্যকিরণে সে প্রফুল্লতা নাই, জাহ্নবীজলের যেন সে আনন্দোচ্ছ্বাস নাই—উত্তরপাড়ার সকলই যেন স্ফূর্ত্তিহীন ও উৎসাহশূন্য।

মৃত্যুযন্ত্রণার তুল্য আর যন্ত্রণা নাই—এ যাতনা সকলকেই সহ্য করিতে হয়—ইহাতে কাহারও অব্যাহতি নাই। তবে যাঁহারা সংযত ও সহিষ্ণুতাশীল তাঁহারা অন্যের ন্যায় কাতর হয়েন না। পুরুষসিংহ জয়কৃষ্ণ শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের ন্যায়—মৃত্যুর সুতীক্ষ্ণ দংশনেও কাতর নহেন। তাঁহার মুখমণ্ডলের একটী পেশীও মুহূর্ত্তের জন্য কুঞ্চিত হয় নাই। শেষ সময় পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞানের বিন্দুমাত্র অপচয় ছিল না—তাঁহার ভাবী শোকের চিন্তায় রোরুদ্যমান আত্মীয়গণেকে তিনি সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। পুত্র ও পৌত্রগণের মধ্যে তাঁহার বিপুল বিষয়বৈভব পূর্ব্ব হইতেই বিভাগবণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পরে যেরূপে বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য ছিল তাহা সময় থাকিতেই তিনি বলিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্তিম কাল উপস্থিত হইলে, তজ্জন্য তাঁহার কোন উৎকণ্ঠাই ছিল না। তাঁহাকে ভাগীরথীর তীরভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল। হিন্দুর চির প্রচলিত প্রথানুসারে মুমূর্ষু মহাত্মার শ্রুতিমূলে দেবদেবীর নাম উচ্চারিত হইতে লাগিল। জননী-জঠর বিনির্গত হইয়া অবধি যে হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্ম্মক্ষম ছিল অশীতি বর্ষের পরিচালনার পর তাহারা নিস্ক্রিয় হইয়া আসিল—শ্রুতি আর শ্রবণের কার্য্য করিল না, নয়নযুগল আর দেখিল না, ত্বকের স্পর্শ শক্তি রহিল না, সকল ইন্দ্রিয়ই অবশ হইল, শ্বাস সঘন হইল—তদবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিবার পর দিবা ১০টার সময় তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হইল, তিনি আত্মীয় স্বজনগণকে শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া শান্তির সুখদ অঙ্কে মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তাঁহার সংসার লীলার শেষ হইল, সংসারের সহিত তাঁহার সকল

সংগ্রব ফুরাইল। উষাকালীন বিহঙ্গমরবে আর তাঁহাকে জাগ্রত হইতে হইবে না, আর তাঁহাকে পুত্রকন্যাদি পরিজনবর্গের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না, আর তাঁহাকে বিষয়কার্য্যে ব্যস্ত হইতে হইবে না, সংসারের বিপৎপাতেও চিন্তিত হইতে হইবে না। এখন তিনি পরম পবিত্র ধামের অধিবাসী— সেখানে শোকসন্তাপ জন্ম ও জরামরণাদি কিছুই নাই, সেই নিত্য সুখের ধামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি চিরকালের জন্য ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন সত্য কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ তাঁহাতে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। রাজা প্যারীমোহন পিতৃহীন হইলেন। আজি তিনি জগৎসংসার শূন্য দেখিতে লাগিলেন—আজিকার দিন তাঁহার চিরস্মরণীয়—এতদিন তিনি যে অচলের অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া সংসারের সকল আপদ বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন আজি তাহা আর নাই—আজি তিনি অভিভাবক হীন—বহু ভাগ্যবান্ হইলেও আজি তাঁহাকে "ভাগ্যহীন" বলিতে হইল। তিনি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র হইলেও আজি আপনাকে আশ্রয়শূন্য জ্ঞান করিলেন। অতলস্পর্শ বারিধির ন্যায় তাঁহার যে গাম্ভীর্য্য তাহা কিয়ৎকালের জন্য চঞ্চল হইল— তাঁহার বিপুল বিদ্যা, অসাধারণ ধীশক্তি সকলই যেন তিনি হারাইলেন, অশ্রুজলে পিতৃশোকের তর্পণ করিলেন। অল্পকাল পরেই জয়কৃষ্ণ বাবুর পাঞ্চ ভৌতিক দেহ ভস্মীভূত হইল, পূতসলিলা সুরধুনী সেই ভস্মরাশি বক্ষে লইয়া অনন্ত সাগরে ভাসাইয়া দিলেন। জয়কৃষ্ণের নাম যেমন অনন্তকালের বক্ষে চিরদিন ভাসিতে থাকিবে, তাঁহার ভস্মীভূত দেহও যেন তদ্রূপ অসীম সাগর বক্ষে ভাসিয়া বেড়াইবে। আজি শুভ পুনর্যাত্রার দিন।

জয়কৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুসংবাদ পবনবাহনে এদেশের সর্ব্বত্র পরিচালিত হইল— এই শোকসংবাদে এদেশের সকলেই সন্তপ্ত হইলেন। পিতৃবিয়োগবিধুর রাজার সান্ত্বনার জন্য রাজপ্রতিনিধি হইতে এদেশের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলেই তাঁহার শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন—তৎকালে লর্ড ডফরিন এদেশে রাজপ্রতিনিধি—তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন আপনার অসাধারণ পিতৃভক্তির বিষয় আমি অবগত আছি। আপনি যেরূপে তাঁহার প্রতি আপনার কর্ত্তব্যতাপালন করিয়াছেন তাহাই আপনার উপস্থিত দুঃখে কতকটা সান্ত্বনা স্বরূপ হইবে—ইহা ভাবিলেও আমার আহ্লাদ হয় I am well aware of the great affection you felt for him, and I am glad to think that the consciousness of the way in which you discharged

your felial duties to him, will prove some consolation to you in your present affliction.

দেশের সংবাদপত্র সম্পাদকগণ তারস্বরে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত জয়কৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা উপলক্ষে কেহ বলিলেন—"সুমেরু শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল," কেহ বলিলেন—"বঙ্গভূমি অনাথা হইল," "বঙ্গীয় প্রজা আশ্রয়হীন হইল" বঙ্গবাসী প্রকৃত হিতেচ্ছু বন্ধু হারাইল।" "ভারত-গগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল," কেহ লিখিলেন—"ইন্দ্রপাত হইল" "বঙ্গের প্রধান স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িল।" সকলেই বলিলেন এ ক্ষতির পূরণ হইবার নহে। "জয়কৃষ্ণ বাবুর ন্যায় জমিদার হয়েন নাই—হইবেন নাই। রাজনীতির কূটতর্কে জয়কৃষ্ণ বাবুর ন্যায় পণ্ডিত বঙ্গদেশ মধ্যে, এমন কি সমগ্র ভারতে ছিলেন কিনা বলা যায় না।" এ দেশের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত এবং ভারত-প্রবাসী ও ভারত হইতে বিদায়প্রাপ্ত ইংরেজগণ জয়কৃষ্ণ বাবুর মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশ করিয়া তদীয় মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে যে সকল সান্ত্বনাসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন ও টেলিগ্রাম পাঠাইয়া-ছিলেন তাহাদের সংখ্যা সার্দ্ধ তিন শতেরও অধিক। আর কি বলিব—যাঁহার পরলোক গমনোপলক্ষে দেশবিদেশের এতাধিক মান্যগণ্য ব্যক্তি শোকসন্তপ্ত, সাধারণ প্রজার প্রতিনিধিস্বরূপ দেশবিদেশের সংবাদপত্র সকল যাঁহার জন্য সুদুঃখিত, তিনি ধন্য—মৃত্যু তাঁহার ভৌতিক দেহের বিনাশসাধন করিল মাত্র, দিবাবসানে গোলাপের পাপড়িগুলি মাত্র খসিয়া পড়িল—কিন্তু অবশিষ্ট যাহা রহিল গন্ধবহ অনেক দিন তাহার সৌরভ বহন করিবে। জয়কৃষ্ণের নাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে। তিনি মরণে অমরত্ব লাভ করিলেন।

জয়কৃষ্ণ দিব্যধামে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন—তাঁহারপুত্র পৌত্র প্রপৌত্রগণ দীর্ঘজীবী হইয়া তাঁহার শ্রীপদের পবিত্র অঙ্কানুসরণে তাঁহার পুণ্যময় নাম উজ্জ্বল করিবেন, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিবেন, আপন্নের আশ্রয় হইয়া তাহাদের আপদোদ্ধার করিবেন, সাধ্যানুসারে জয়কৃষ্ণের সদ্‌গুণরাশির অধিকার লাভে যত্নবান হইবেন, তাহাতেই তাঁহার স্বর্গত আত্মার তৃপ্তিসাধন হইবে।

জয়কৃষ্ণ আর ইহলোকে নাই—তাঁহার ভৌতিক দেহের অস্তিত্বলোপ ঘটি-য়াছে। এই গ্রন্থের আরম্ভে তাঁহার যে প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতেই তাঁহার আকার অবয়বাদির পরিচয় পাওয়া যাইবে। গতাসুর বাহ্যদৃশ্যের পরিচয় সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট—অন্তর্দৃশ্যের পরিচয় তাঁহার ক্রিয়াকলাপে।

জয়কৃষ্ণ দেবতা ছিলেন না, তিনি মনুষ্য; ঋষি তপস্বী বা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না, গৃহস্থাশ্রমী ব্রাহ্মণ। দেবের দেবত্ব নাকি বড়ই দুর্লভ বলিয়া শুনা যায়, মানবের মহত্ত্বও তদ্রূপ—মরণধর্ম্মশীল মানবে যদি অমরত্ব সম্ভব হয়, তবে সে কেবল মহত্ত্বে। মহত্ত্বে মানবকে অমর করে। অতএব জয়কৃষ্ণ পরলোকে অমর। মহত্ত্ব ধনে নাই, মানে নাই, পদমর্য্যাদাতেও নাই—আছে কেবল মনুষ্যের মনে। যে মন স্বার্থের দারুণ দংশনে সংক্ষোভিত, স্বার্থচিন্তায় নিয়ত নিবিষ্ট, সুতরাং সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ, আপনা বই অন্যের চিন্তা করে না, তাহার মহত্ত্ব কোথায়—যে মন স্বার্থের সহিত পরার্থের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া আপন আয়তন বৃদ্ধি করে, তদ্দ্বারা প্রবিত্রতা প্রাপ্ত হয়—যিনি আপনার ও আপনার আত্মীয় অন্তরঙ্গ, প্রতিবাসী, গ্রামবাসী, স্বদেশবাসী—এমন কি সমগ্র ভূমণ্ডলবাসীর স্বার্থের সহিত স্বীয় স্বার্থের সংযোগ সাধন করিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মী হইতে পারেন তিনিই মহৎ। জয়কৃষ্ণ আপন মনের অন্ধকার নষ্ট করিলেন, জ্ঞানালোকে মানসমন্দির উজ্জ্বল করিলেন, জ্ঞানীর সুখের আস্বাদ পাইলেন, পরের জন্য তাঁহার মন কাঁদিল—আপনি যেমন পণ্ডিত হইয়াছেন, সকলে কিসে সেই-রূপ হইবে তজ্জন্য তাঁহার মন কাঁদিল—আপন বাসগ্রামে ও জমিদারীর নানা-স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, সমস্ত দেশের লোকের বিদ্যাশিক্ষার উপায় বিধান করিলেন—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র যাহাতে বিদ্যার বিমল জ্যোতি বিকীর্ণ হয় তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া কৃতকার্য্য হইলেন। জয়কৃষ্ণ বিদ্যাদানে প্রকৃতই "বলী"। তিনি আপনি ধনবান হইলেন—দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য, দেশের নির্ধ-নকে ধনী করিবার জন্য যে যে অনুষ্ঠান আয়োজন করিয়াছেন তাহা তাঁহার জীবনীর সর্ব্বত্র জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। জয়কৃষ্ণ জমিদার ছিলেন, প্রজাহিতের জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন, প্রজার অর্থাভাবে তাগাবি দিয়াছেন, প্রজা খাইতে না পাইলে খাবার দিয়াছেন,—অনাবৃষ্টি অজন্মা বা অন্য কোন কারণে প্রজার খাজনা বাকী পড়িলে, যদি বুঝিলেন যে তাহা পরিশোধ করা তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত, তাহা হইলে অব্যাহতি দিয়াছেন। আজিকালিকার কালে অনেকেই এরূপ করিয়া উঠিতে পারেন না, তাঁহারা মনে করেন "যেন তেন প্রকারেণ" প্রজাকে আপন কবলগ্রস্ত করিয়া রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। অসমর্থ প্রজার বাকী খাজনার নালিশ হইতেছে, মায় সুদে ডিক্রীর উপর ডিক্রী করিয়া আপনার ক্ষতি আপনি করিতেছেন, জারী করিলে প্রজা পলাতক হইবে—ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়া মোকর্দ্দমা খরচ আদায় হইবে না,—জোরী

জমা বিলি হওয়া ভার হইবে, এই সকল কথা একবার ভুলিয়াও ভাবেন না। তৎপরিবর্ত্তে যদি তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে নির্ভয় হয়, উৎসাহে কাজ করিতে পারে, জমিদারকেও পিতৃবৎ ভক্তিশ্রদ্ধা করে এবং চিরকালের জন্য তাঁহার "কেনা" হইয়া থাকে।

প্রজার কল্যাণ কামনাকে জয়কৃষ্ণ একটী প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান করিতেন। এ দেশে পুলিশের গ্রাস হইতে প্রজা রক্ষা জমিদারের একটী প্রধান কার্য্য, কিন্তু তাহা অনেকের দ্বারা হয় না, জয়কৃষ্ণ সে বিষয়ে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। কাহার বাড়ীতে চুরি ডাকাইতি হইলে তিমি গ্রামের গমস্তা, মণ্ডল, নায়েব প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগকে পুলিশের সাহায্যার্থ নিযুক্ত করিতেন—কোনরূপে পুলিশের অমনোযোগের পরিচয় পাইলে জয়কৃষ্ণ স্বয়ং জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও মাজিষ্ট্রেটকে লিখিতেন, স্থল বিশেষে স্বয়ং তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন করিতেন। ইহাতে অবস্তন পুলিশ কর্ম্মচারিগণের বড়ই প্রমাদ উপস্থিত হইত। পুলিশ পরাক্রমের অন্তরায় ঘটিত। উৎকোচ-প্রিয় কর্ত্তব্যতাজ্ঞানহীন পুলিশের তিনি চক্ষুঃশূল ছিলেন। জয়কৃষ্ণবাবু কর্ত্তব্যত্যনিষ্ঠ পুলিশের পরম বন্ধু ছিলেন। যিনি সৎ তিনি তাঁহাকে সৎ এবং যিনি অসৎ তিনি তাঁহাকে অসৎ বলিয়া জানিতেন। শাসন বিভাগের উপরিতন কর্ম্মচারীগণের মধ্যে অনেকের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল, কেহ কেহ তাঁহাকে শত্রু জ্ঞানও করিতেন। মনুষ্যের শত্রু দেখিয়া তাঁহার সামাজিক অবস্থা অনুমান করিতে হয়—গ্রামের রাম মণ্ডল, শ্যাম গমস্তা যদি তোমার শত্রু হয়, তাহা হইলে তুমি গ্রামের মধ্যে "যে সে" ব্যক্তি নও, গ্রামে তোমার আধিপত্য আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে, যখন তুমি গ্রামের প্রধান পক্ষীয় মণ্ডল গমস্তার প্রতিযোগী বা হিংসার পাত্র, তখন তুমি তাহাদের অপেক্ষা যে অধিক ক্ষমতাশালী, অন্ততঃ তাহাদের সমকক্ষ, সে পক্ষে সন্দেহ থাকে না।

জয়কৃষ্ণ বাবু দেশের উপকারী ও সমাজের উপকারী ছিলেন, তদ্ব্যতীত ব্যক্তি-গত উপকারেও অগ্রগণ্য ছিলেন। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি চাকরীর জন্য তাঁহার নিকট চিরোপকৃত ছিলেন—সেকালের অনেক মুন্সেফ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি পদস্থ কর্ম্মচারী তাঁহার অনুগ্রহে স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি শিক্ষিত লোককে বড়ই সম্মান ও সমাদর করিতেন—সুশিক্ষিত লোকের সুখ সম্পদ না দেখিলে তিনি বড়ই অসুখী হইতেন, এজন্য অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহাদের উন্নতির জন্য অনুরোধ করিতেন। কারণ জয়কৃষ্ণ বাবুর কথায়

তাঁহাদের বিশ্বাস অনড় অচল ছিল, তিনি স্বার্থ সাধনোদ্দেশে কখন কাহার জন্য বলেন নাই বা অনুরোধ উপরোধ করেন নাই, তাঁহার উক্তি সর্ব্বতঃ ন্যায়ানুমোদিত, অতএব তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে তাঁহারা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতেন। আমরা তৎসম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি পাঠকগণ, দেখিবেন জয়কৃষ্ণ বাবু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট কতদূর সম্মানিত ছিলেন, তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থতা, মহানুভাবতা, পরোপকারপরায়ণতা স্বদেশহিতৈষণা সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কি পাওয়া যাইতে পারে। ইংরেজজাতির ন্যায় গুণের মর্য্যাদক আর কোন জাতি জগতে আছে কিনা সন্দেহ, তাঁহাদের সকল বিষয়েই সূক্ষ্মদৃষ্টি, তাঁহাদের নিকট মেকি চলিবার নহে, প্রকৃত গুণবান্ না হইলে তাঁহাদের নিকট প্রশংসালাভ ঘটে না। পত্র কয়েকখানি জয়কৃষ্ণ বাবুর পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার কৃতিমান্ মধ্যম পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত হইয়াছিল। অধুনা যিনি আমাদের ছোট লাট বাহাদুরের প্রধান সেক্রেটারী, যাঁহার কার্য্যদক্ষতা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বতঃ প্রশংসিত সেই সর্ব্বগুণান্বিত শ্রীযুক্ত চার্লস্, এডওয়ার্ড, বাকল্যাণ্ড সি, আই, ই, মহোদয়ের পিতা সম্মানাস্পদ সি, টি, বাকল্যাণ্ড সাহেব তদানীন্ত প্রধান সেক্রেটারী মিঃ হোরেশ, এ, ককরেল, হাইকোর্টের জজ জষ্টিশ টটেনহাম প্রমুখ বড় বড় সাহেবেরা এবং ভারতের হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান পার্সি প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহাপুরুষেরা জয়কৃষ্ণ বাবুর যেরূপ চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহাকে হৃদয়াসনে সংস্থাপিত করিয়া মানসোপচারে পূজা করিতে হয়।

I have been grieved to see the report of the death of your father, and you must permit me to condole with you and the rest of your family in the great loss that you have sustained. My recollection of him goes back to about 1850. so that for more than thirty years. I had the great pleasure of his acquaintance, I beleive that in writing to you I may express my opinion unreservedly, and I have no hesitation in saying that in my judgment none of his contemporaries was equal to him in ability and certainly no one whom I knew was near him in his constant and earnest endeavours to do good to his fellow country men ; you, who so frequently accompanied him when he came to call on me, knew best what

excellent advice he had to offer in connection with any measure of public interest in which official co-operation was required. It used to be one of my greatest pleasures to have a good long talk with him and I cannot call to mind that he ever spoke unfairly of others, or tried to obtain any advantage for himself. If it was the custom of your country-men to put up statues of their benefactors, the people of Bengal should erect a marble statue in Calcutta of the memory of the great and good Babu Joykissen Mukerjee. Sd. C. T. Buckland.

আপনার পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে আপনার এবং পরিবারস্থ অপর সকলের যে মহতী ক্ষতি বোধ হইয়াছে, তাহার অংশভাগী হইয়া আমাকেও আপনাদিগের সহিত শোক প্রকাশের অনুমতি দিবেন। আমার ১৮৫০ অব্দের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, সেই হিসাবে প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল আমি তাঁহার পরিচয়সুখে সুখী। তাঁহার সম্বন্ধে আমি আপনাকে অসঙ্কুচিত চিত্তে—কিছু মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া লিখিতেছি যে তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে ক্ষমতায় কেহই তাঁহার তুল্য ছিলেন না, এবং নিশ্চিতই এমন কোন ব্যক্তিকে আমি জানি নাই যিনি তাঁহার স্বদেশবাসীর কল্যাণসাধনার্থ তাঁহার ন্যায় সতত আগ্রহশীল। তিনি যখন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন আপনি প্রায়ই সঙ্গে থাকিতেন—দেখিয়াছেন সাধারণ হিতকর কাজে তাঁহার সহযোগিতা আবশ্যক হইলে তিনি কত উৎকৃষ্ট উপদেশ দিতেন। তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া আমি অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতাম। আমার মনে হয় না যে তিনি কাহার সম্বন্ধে কখন কোন মন্দ কথা বলিয়াছেন, বা স্বার্থলাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ উপকারী ব্যক্তির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার রীতি আপনাদের দেশে প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে মহানুভব বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কলিকাতা মহানগরী মধ্যে তাঁহার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা বঙ্গবাসীর নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নানা কথা।

প্রতিভার পূজা সর্ব্ব দেশে সকল সময়েই হইয়া থাকে—জয়কৃষ্ণ বাবুর চরিতালোচনায় আমরা যতই অগ্রসর হই, তাঁহার প্রতিভা ততই পরিস্ফুট দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে আমাদের দেশেও মানব চরিত্রের অন্তর্বাহ্য দুইটী দৃশ্য পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গোপনে তুমি প্রতারণা প্রবঞ্চনা কর, সতীর সতীধর্ম্মনাশে সদা প্রবৃত্ত থাক—পাপ প্রবৃত্তিতে আপনাকে নিয়ত কলুষিত কর—সংসারে যত প্রকার দুষ্কর্ম্ম থাকিতে পারে সকল গুলিতেই সদা আসক্ত থাক, দশের কাছে সে সকল কথা প্রকাশ পাইলেও তাহাতে কিছু আসে যায় না, তোমাকে কাহার দূষিবার অধিকার থাকে না, তোমার সামাজিক সম্ভ্রমে কেহ হস্তার্পণ করিতে পারিবে না, তোমার চরিত্রের বাহ্যদৃশ্যানুসারে তোমার পরিচয় হইবে। যদি কেহ তোমার চরিত্রের গুপ্ত দৃশ্য প্রকাশে প্রয়াসী হয়, তবে সে রাজদ্বারে দণ্ডার্হ হইবে। সেকালে এরূপ লোককে "ভণ্ড তপস্বী" বলিয়া লোকে ঘৃণা করিত—সমাজের কলঙ্ক বলিয়া গণ্য করিত। এখন আর সেকাল নাই। কাহার চরিত্রের ভিতরবাহির আলোচনা করিবার কাল গিয়াছে। এখন চরিত্রের গুপ্ত রহস্য গুপ্তভাবেই রক্ষা করিতে হইবে। এখন আর চোরকে চোর, শঠকে শঠ বলিবার উপায় নাই। তজ্জন্য এখন অনেকের কাছে আসল অপেক্ষা নকলের আদরবৃদ্ধির সুযোগ ঘটিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগকে সেরূপ সমস্যায় পড়িতে হয় নাই। জয়কৃষ্ণ চরিতের অন্তর ও বাহ্য উভয় দৃশ্যই সুন্দর। সেকালে বড় মানুষদের মধ্যে বেশ্যাপোষণ একটা বাহাদুরীর কাজ বলিয়া পরিগণিত ছিল, সায়ংকালে যে বাবু বাহিরে বেড়াইতে না যাইতেন অর্থাৎ বেশ্যালয়ে পাদার্পণ না করিতেন, তাঁহার পক্ষে সেটা বাবুগিরির একটা প্রধান ত্রুটী বলিয়া গণ্য হইত। পানদোষও তাহার আনুসঙ্গিক। আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি জয়কৃষ্ণচরিতে সে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি এই দুইটী দোষের সংস্পর্শে কখন আইসেন নাই, তাঁহার সমসাময়িক অনেকে এখনও জীবিত আছেন, তাহাদের নিকট কিছুই অপ্রকাশ্য নাই। তাঁহাদিগকেই তাহার প্রত্যক্ষ

প্রমাণ বলিয়া মান্য করি। আমাদের পাঠকবর্গের পরিতোষের জন্য আমরা হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান জৈন ও ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের আরও কতকগুলি শোকসূচক পত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের মর্ম্মার্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতেছি,—

Dr. J. M. Coates, Principal Calcutta Medical college. writes :—"Then as a practical man and a friend to his people I had especial knowledge of his efforts in draining his villages, digging tanks, improving the houses &c. during the fever epidemic of 74-75 in Bardwan and Hooghly. No one else in all Bengal personally exerted himself as your revered father did in this way—তিনি একজন কৃতকর্ম্মা এবং প্রজাবন্ধু জমিদার ছিলেন। ১৮৭৪।৭৫ অব্দে বর্দ্ধমান হুগলী জেলার বহুব্যাপক জ্বরের সময় মফস্বলের গ্রামের জলনিকাশ, পুষ্করিণীখনন, বাস্তুবাটীর উন্নতিসাধন প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার চেষ্টা সম্বন্ধে আমি স্বয়ং সমস্ত জানি। আপনার পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহাশয় এইরূপে স্বয়ং যে সকল সৎকার্য্য করিবার জন্য চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন সমগ্র বঙ্গদেশে কেহ সেরূপ করেন নাই। স্বাঃ জে, এম, কোট্‌স—কলিকাতা মেডিকেল কালেজের প্রিন্সিপাল।"

The Honourable C. P. Macaulay writes :—"You yourself know the pleasure which I took in his acquaintance and the admiration which I had for his talents. মাননীয় সি, পি, মেকলে সাহেব বলিয়াছেন—যে আপনি স্বয়ং অবগত আছেন যে তাঁহার সহিত কথায় বার্ত্তায় এবং তাঁহার গুণগ্রামের প্রশংসায় আমি কত আনন্দানুভব করিতাম।"

Herman. M. Kisch Esq writes,—"One of my earliest recollections of India is an official visit that I paid to Babu Joykissen Mukharjee in 1873, and ever since then his life and work have always been of the greatest interest to me, while his marvellous knowledge, influence and power in spite of his great affliction have been the subject of admiration to me as well as all others who knew him. গত ১৮৭৩ সালে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে আমি একবার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখো-

পাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। উহাই আমার ভারতীয় ঘটনার প্রাচীন স্মৃতি—তাহার পর হইতে তাঁহার কার্য্যকলাপ আমার পক্ষে বড়ই উপকারজনক বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার অন্ধত্ব স্বত্বেও তাঁহার অসীম জ্ঞানরাশি, ক্ষমতা এবং প্রাধান্য আমার বিস্ময় ও প্রশংসার বিষয়ীভূত হইয়াছিল। শুধু আমারই কেন—যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন তাঁহাদেরই তদ্রূপ হইয়াছিল।" ইনিই অধুনা বঙ্গদেশের পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল।

Prince Jahan Kader Mirza writes.—"Although he had reached a fulness of age rather uncommon amongst the natives of this country, still his death must naturally be a great shock to you and an irreparable loss to the country. প্রিন্স জাহান কাদের মির্জ্জা লিখিয়াছেন,—যদিও তিনি অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন তথাপি আমাদের দেশের লোকের পক্ষে সেরূপ দীর্ঘজীবন লাভ অসাধারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার মৃত্যু আপনার পক্ষে স্বভাবতঃ একটী গুরুতর আঘাত স্বরূপ এবং দেশের পক্ষে অপরিপূরণীয় ক্ষতি মনে করিতে হয়।"

Manokje Rostomje Esq writes,—"His death will be a great loss to the Indian public, and by his death they lose a staunch supporter of their rights and privileges তাঁহার মৃত্যুতে সাধারণ ভারতবাসীর প্রভূত ক্ষতি হইল এবং তাহারা আপনাদের স্বত্ত্ব ও স্ব স্ব অধিকারের প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক হারাইল।"

R. D. Mehta Esq. writes.—"This is undoubtedly a severe and personal loss to you, but I consider that Bengal has lost one of her devoted citizens and the gap is not likely to be filled up soon. পার্সি প্রবর আর, ডি, মেটা বলেন,—আপনার পক্ষে ইহা নিশ্চিতই প্রভূত শোকজনক—বঙ্গভূমি আপনার একটী মহানুরক্ত অধিবাসী হারাইল,—সেই ক্ষতি সম্ভবতঃ শীঘ্র পূর্ণ হইবে না।

The Honourable Syud Ameer Hosein writes :—Bengal has lost in the lamented deceased one of the most distinguished members of the native community. তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভূমি সমাজের একটী সুবিখ্যাত সদস্য হারাইল।"

Rai Badre Das Mukeem Bahadur writes.—I have

learned with profound and deep sorrow the news of the death cf your honoured father, who, by his kind disposition won the admiration of all his country men throughout Bengal, and the loss of such a noble enlightened zemnidar would no doubt be bitterly felt and deplored by the country. রায় বদ্রী দাস মকিম বাহাদুর লিখিয়াছিলেন,—আপনার সম্মানিত পিতৃদেব মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ বোধ হইল। দয়াশীলতা গুণে তিনি সমস্ত বঙ্গদেশবাসীর সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ মহৎ প্রতিভাশালী বড় জমিদারের মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গবাসী নিশ্চিতই যারপর নাই অনুতপ্ত হইবে।"

Maharaja Sir Jotindra Mohan Tagore K. C. S.I. writes.—"To you, no doubt, the loss is very great. I assure you it is no less to Bengal, nay to the whole country, and the zemindars as a class the loss will be simply irreparable—A man of strong mind, vast experience, unflinching energy, and enlightend views has, alas ! passed away from among us, and we shall not see the like of him soon, I will content myself, therefore with offering you my sincere and heart-felt condolence on this mournful event which has deprived you of a father, and the country of one of her distinguished sons—মহারাজা শ্রীযুক্ত সার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর কে, সি, এস, আই লিখিয়াছেন,—আপনার পক্ষে নিশ্চিতই অতি বড় শোকের বিষয়, কিন্তু আমি বলি সমগ্র বঙ্গদেশের পক্ষেও কম নহে এবং জমিদার সম্প্রদায়ের পক্ষে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা কিছুতেই পূর্ণ হইবে না। আহা সেই অসাধারণ মনস্বী, বিপুল বহুজ্ঞতাসম্পন্ন, অপরিসীম মানসিক শক্তিশালী, একং উন্নত ভাবসমুদ্ভাসিত মহাত্মা আমাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি আমরা আর শীঘ্র দেখিতে পাইব না। আপনার পিতৃবিয়োগঘটিত দুঃখজনক ব্যাপারের এবং আমাদের জন্মভূমির একটী কৃতী সন্তানের বিনাশ জন্য আমি আন্তঃরিক শোক প্রকাশ করিতেছি।

Maharaja Bahadur of Bettiah writes :—"I am extremely

sorry to hear the death of your venerable father who was looked upon as a pillar of Bengal—I sincerely offer my condolence on your bereavement, and pray to God that He will give you strength and courage to bear the present misfortune. বেতিয়ার মহারাজা লিখিয়াছিলেন,—যাঁহাকে বঙ্গদেশের একটী স্তম্ভ বলিয়া সকলে মনে করিত, আপনার সেই পূজনীয় পিতৃদেব মহশয়ের পরলোক প্রাপ্তিতে আমি আন্তঃরিক শোক প্রকাশ করিতেছি এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি আপনার এই আপৎকালে সাহস ও শক্তিদান দ্বারা আপনাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।”

Nwab Syud Ata Hossen writes.—Who was the only representative of the Zemindars of Bengal. His loss is not the only loss of you but of whole Bengal, and even of India—নবাব আতা হোসেন—“তিনি বঙ্গীয় জমিদারবর্গের এক মাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে কেবল আপনারই ক্ষতি হইয়াছে, তাহা নহে, এমন কি সমস্ত ভারতের অশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

Babu Bhudeb Mukerjee writes.—“Your beloved father and patriarch, respected and honoured of all, is no more. Accept my heartiest condolence and believe me that the whole country mourns with you আপনার সর্ব্বজনপূজ্য ও সম্মানিত এবং স্বদেশহিতৈষী পিতৃদেব মহাশয় আর ইহ জগতে নাই। আমার আন্তঃরিক শোকসান্ত্বনা গ্রহণ করুন, জানিবেন আপনার সহিত সমস্ত বঙ্গবাসী শোক প্রকাশ করিতেছে।

Lala (now Raja) Ban Bihari Kapur writes.—I lament his loss as a personal friend of mine as well as a very highly renowed personage deservedly held in the highest respect by all who knew him—It is an undoubted fact that Babu Joy Kissen Mukerjee's death is a great national loss and is lamented as such. লালা (একণে রাজা) বনবিহারী কাপুর বাহাদুর লিখিয়াছিলেন—তিনি আমার একজন পরমাত্মীয় বন্ধু, এবং দেশের মধ্যে সমধিক সম্মানিত ও সুবিখ্যাত। তাঁহার মৃত্যুতে আমি যারপর নাই শোকসন্তপ্ত হইয়াছি

—বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু যে সমগ্র বঙ্গবাসীর জাতীয় ক্ষতি সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

Moulvy M. Yusoff Khan Bahadur writes.—"The sad news of the death of your illustrious father has cast a gloom over the whole country. Liberal in his views, as any ardent but reasonable radical, cautions as a staunch conservative and earnest and energetic as a true patriot and with a purse as full as ready to open its strings for any and every good cause, he could not but be esteemed and beloved by his country men, as well as the foreigners, who had the opportunity of knowing him properly. The great intellect, energy, wealth and sound judgment with which he was endowed had all been well spent for the cause of the regeneration of his own country.—মৌলবি এম, ইসফ খাঁ বাহাদুর লিখিয়াছেন—আপনার প্রতিভান্বিত পিতৃদেব মহাশয়ের মৃত্যুতে সমস্ত দেশ অন্ধকারময় হইয়াছে। তিনি উন্নতমনা, আগ্রহশীল, কিন্তু সুবিবেচক ও গোঁড়া রক্ষণশীলের ন্যায় সতর্ক, প্রকৃত দেশহিতৈষীর ন্যায় আগ্রহশীল, মানসিক শক্তিসম্পন্ন, এবং যে কোন হিতকর কার্য্যের জন্য মুক্তহস্ত ছিলেন। স্বদেশ ও বিদেশের যে কোন ব্যক্তির সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন তাঁহারই প্রিয় ও সম্মানিত হইয়া ছিলেন। তিনি বিপুলা বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, ধন, এবং সুগভীর বিচারশক্তি প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন তৎসমুদায়ই তাঁহার স্বদেশের সংস্কার জন্য প্রযুক্ত হইত।

Babu Iswar Chandra Mittra writes.—"He was really great—great in intellect, great in liberality of spirit, great in counsel. He was good to the lowly and the poor. I had opportunities of knowing him in early life and the more I knew him the more I prized his sterling worth.—ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র লিখিয়াছিলেন,—তিনি একজন প্রকৃতই বড় লোক ছিলেন—বুদ্ধিতে বড়, মানসিক বলে বড়, যুক্তিতে বড়, তিনি গরিব দুঃখীর প্রতি দয়ালু ছিলেন। আমার বাল্যকালে তাঁহার পরিচয় লাভের

সুবিধা ঘটিয়াছিল. ক্রমে যতই তাঁহার পরিচয় পাইতে লাগিলাম, ততই তাঁহার প্রকৃতগুণের মূল্য বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

Babu Gour Dass Bysak writes.—"It is a national loss not to be supplied in our age—He was the pillar of our native interests. He was a character and a character of the highest order, the like of which is not to be met with—especially in these days of absolute dearth of our public men—ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু গৌরদাস বসাক লিখিয়াছিলেন,—আপনার পিতার মৃত্যু একটী জাতীয় ক্ষতি, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। তিনি আমাদের জাতীয় স্বার্থের স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন—এবং একজন চরিত্রবান পুরুষ, সে চরিত্র অতি উচ্চ রকমের—তাহার অনুরূপ আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না, বিশেষতঃ আজি কালিকার দেশহিতৈষীর সম্পূর্ণ অভাবের দিনে।

Babu Sarada Charan Mitra (Roy Chand Prem Chand Scholar) writes.—"The venerable old man was an ornament to our country, and as a native of the Hooghly District I have always prided in him—I had heard of him when I was a boy, as a great zemindar, but maturer experience and contact with him made me imbibe the highest opinion of the learning and information he had and the largeness of his heart. When he spoke in public, I always found him the best speaker, for tersely and cogently he spoke sense, and every word dropped truth and untility. In him the country has lost its greatest pillar. রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার বাবু সারদা চরণ মিত্র—"আপনার পূজ্যপাদ বৃদ্ধ পিতৃদেব মহাশয় আমাদের দেশের ভূষণ ছিলেন। হুগলী জেলার অধিবাসী বলিয়া আমি সর্ব্বদাই তাঁহার গৌরব করিতাম। বাল্যকালে আমি তাঁহাকে একজন বড় জমিদার বলিয়া জানিতাম। আমার জ্ঞানের পরিপক্কতা এবং তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিদ্যা ও বহুজ্ঞতা এবং হৃদয়ের প্রশস্ততা সম্বন্ধে আমার মনে অতি উচ্চ ভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে। যখন তিনি সাধারণ সমক্ষে বক্তৃতা করিতেন তখন তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলিয়া আমার মনে হইত,

তাঁহার প্রত্যেক কথার সার্থকতা ও কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিতাম। তাঁহার অভাবে বঙ্গভূমির একটী বৃহৎ স্তম্ভ নষ্ট হইল।

Honourable Mahenda Lal Sirkar writes.—"The loss to the country is incalculable—It is questionable whether our unfortunate father land will produce another ardent and genuine patriot like Babu Joykissen Mukarjee মাননীয় মহেন্দ্র লাল সরকার এম, ডি লিখিয়াছিলেন,—আপনার পিতার মৃত্যুতে এ দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অপরিসীম। আমাদের হতভাগ্য পিতৃভূমির অদৃষ্টে বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় অপর একজন আগ্রহশীল প্রকৃত দেশহিতৈষী লাভ ঘটিবে কি না তাহাই প্রশ্নের স্থল।

Babu Protap Chandra Mazumdar writes.—"Allow me to add my testimony to theirs of the uncommon worth of the patriot who has just passed away—He exemplified the vigour, virility and public spirit of the Hindu character, as few in this country did, and, though he now goes away from us, full of years and honours ; we have the consolation to feel that he leaves not only his name and wealth out his character and influence—যে দেশহিতৈষী মহাপুরুষ গত হইয়াছেন তাঁহার অসাধারণ গুণগ্রাম সম্বন্ধে আমি আর একখানি নিদর্শনপত্র বৃদ্ধি করিতেছি। তিনি হিন্দুর চরিত্র বল, স্বাধীন চিন্তা এবং সাধারণ হিতৈষণা সম্বন্ধে প্রভূত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, অতি অল্প ব্যক্তিই তাহাতে সমর্থ হয়েন। তিনি দীর্ঘজীবন ও প্রভূত সম্মানলাভ করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, কেবলমাত্র সুনাম সুখ্যাতি ও ঐশ্বর্য্য রাখিয়া যান নাই তাঁহার চরিত্র এবং প্রাধান্যেরও যথেষ্ট পরিচয় আছে, ইহা চিন্তা করিয়াও আমরা সান্ত্বনা লাভ করি।

পুস্তকের আয়তন অতি বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া আমরা এই খানেই শোক-সূচক পত্র গুলির শেষ করিলাম। তবে যে সকল গণ্য মান্য ব্যক্তির পত্র উদ্ধৃত করা হইল না তাঁহাদিগের নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি,—সার উইলিয়ম হাণ্টার, সার রোপার লেথব্রিজ; এ, মেকেঞ্জি সি, এস, আই, বেতিয়ার মহারাজা, মহারাজা হরবল্লভ নারায়ণ সিংহ, মহারাজা সার নরেন্দ্র কৃষ্ণ কে সি,

আই, ই, অনারেবল ফ্রেডরিক এম, হালিডে, অনারেবল চন্দ্রমাধব ঘোষ, সি, বি, গ্যারেট স্কোঃ ; এচ, রেনল্ডস্ স্কোঃ, রাজা দুর্গাচরণ লাহা, রাজা সার শৌরিন্দ্র মোহন ঠাকুর নাইট, রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ, এ, ম্যাকডোনাল্ড স্কোঃ ; এচ, জে, এস, কটন স্কো, আর কার্ষ্টেয়াস স্কোঃ, জে, পি, রিচি স্কোঃ, অনারেবল কালীনাথ মিত্র, সার হেনরি হারিসন, এচ, বিভারিজ স্কোঃ, টমাশ জোন্স স্কোঃ, ডবলিউ, এচ গ্রিম্লি স্কোঃ, অনারেবল সার আলফ্রেড ক্রফট জে, এ, হপকিন্স স্কোঃ, রেভঃ ফাদার লাফোঁ, এস, জে সি, আই, রেভঃ, ফাদার এ, নেণ্ট এস, জে, বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ সম্পাদক আর, নাইট স্কোয়ার, আর টারনবুল স্কোঃ, বি, দে, স্কোঃ, ও, সি, দত্ত, স্কোঃ, কুমার বৈকুণ্ঠ নাথ দে বাহাদুর, প্রিন্স মহম্মদ বক্তিয়ার সা, সৈয়দ আসরফউদ্দিন আহম্মদ, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, রায় দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, বাবু হেমচন্দ্র কর, বাবু শ্যামাধব রায়, বাবু গিরিশ চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব, বাবু চারুচন্দ্র মল্লিক, এস, ঘোষাল স্কোঃ, বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, বাবু প্রসাদ দাস দত্ত, বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক, রায় রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, অনুসন্ধান-সম্পাদক বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ি, বাবু জগন্নাথ মান্না, বাবু অম্বিকা চরণ বসু, বাবু আশুতোষ ধর, বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহ, বাবু কান্তিচন্দ্র ভাহুড়ি, বাবু জয়গোপাল দে কটক, বাবু কৈলাস চন্দ্র বসু রঙ্গপুর, বাবু শিবচন্দ্র দেব, বাবু চারুচন্দ্র মিত্র, বাবু কালীপ্রসাদ দে, বাবু জানকী নাথ রায় প্রভৃতি।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের স্থাপনাবধি উহার সেবায় জয়কৃষ্ণ বাবু যে যোগদান করিয়াছিলেন সেই সভা গভীর দুঃখের সহিত নিম্নোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন।

The Managing Comittee of the British Indian Association desire to place on record their deep sense of the irreparable loss sustained by the association by the death of Babu Joy kissen Mukherjee. They mourn in the melancholy event the loss of one of their most esteemed colleagues, who had, since the foundation of the association greatly helped them by his co-operation, Babu Joykissen Mukherjee was one of the founders of the association and a member of its Executive

Commitee from the day of its establishment. He likewise acted on several occasions as one of its Vice Presidents, and in every capacity, he served the association most loyally and faithfully. " His energy, activity, experience and business capacity evidently fitted him for the public life he always led, and he was foremost in every political movement undertaken during the last fifty years. As a landded proprietor it was but natural for him to take a prominent part in the questions which concerned the well-being of zemindars; but he was no less mindful of the good of the community at large. Gifted with a liberal mind and keen political foresight, and possessed of a thorough knowledge alike of the minutae of Zemindary management as of the work of the publicc-administration. Babu Joykissen Mukerjee brought to the councels of the association an amount of help that contributed most materially to its success.

বালী সাধারণী সভার মন্তব্য,—

Bally Sadharani Sava.—The Commitee desire to put on record their deep sense of the irreparable loss the country has sustained in the death of Babu Joykissen Mukerjee, the enlightened and public spirited Zemindar of Uttarpara for nearly half a century, there has scarcely been any public movement of importance not excluding the latest viz. the National Congress movement in which the lamented deceased did not take a distinguished part.

He has left behind him a noble example of a simple and at most austerely temperate life, of steady energy, remarkable perseverance and indefatigable industry. These high qualities united with a masculine intellect and an habitual regard for large aims, gave him the commanding position

which he so long occupied among the leaders of his country men.

The people of Bally have especial reason to mourn the death of the illustrious deceased, in as much as they are indebted to him equally almost with the people of his own native town, for they freely shared in the advantages of the public and beneficent institutions of Uttarpara which owed their existence principally to his exertions and munificence. —পুস্তকের বিস্তৃতিশঙ্কায় বঙ্গ ভাষায় মর্ম্মার্থ প্রকাশিত হইল না।

সাধারণ হিতকর কার্য্যে জয়কৃষ্ণ বাবুর দান অসীম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সন ১২৬১ সালে রাজকৃষ্ণ বাবুর সহিত পৃথক হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বালী খালের উপর সেতু নির্ম্মাণার্থ যে ৩০ হাজার টাকা সাহায্য করা হইয়াছিল ও অন্যান্য হিতকর কার্য্যে যে দান করা হইয়াছিল, তদতিরিক্ত তিনি স্বয়ং পঞ্চ লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহার একটী পৃথক তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। এই দানের পরিমাণ ইতোপূর্ব্বে সরকারী কাগজ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণকে যে মাসিক ও বার্ষিক বৃত্তি প্রদত্ত হইত তাহা উহার অন্তর্গত নহে। কেবল তাহাই নহে—সাংসারিক নানা কার্য্যে বিপুল অর্থব্যয় করিয়াও তিনি বার্ষিক তিন চারি লক্ষ টাকা উপস্বত্বের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—বাল্যে নিঃস্ব ব্রাহ্মণ তনয়ের পক্ষে ইহা অল্প গৌরবের কথা নহে।

আমরা আজিকালি যে শাসন ও বিচারবিভাগের পার্থক্যের জন্য এত আন্দোলন আলোচনা করিতেছি তাহা জয়কৃষ্ণ বাবুর পক্ষে নূতন নহে। এতদুভয় শক্তি এক ব্যক্তিকে অর্পণ করায় যে বিষময় ফল প্রসূত হইয়াছে তাহা তিনিই সর্ব্বাগ্রে গভর্ণমেণ্টের গোচর করেন। আমরা ইতোপূর্ব্বে যে ফৌজদারী কার্য্যপ্রণালীর আলোচনা সম্বন্ধে জয়কৃষ্ণ বাবুর ইংরেজী পুস্তিকার উল্লেখ করিয়াছি তাহাতেই উক্ত বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা দৃষ্ট হইবে।

হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার বাগ্দী এবং নদিয়া জেলার গোড়ো গোয়ালাদের বাহুবলের কথা আমাদের দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার পরিচিত আছে। খৃঃ ১৮৫৭ অব্দে যখন সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হয় সেই সময় ব্যারাকপুরের কর্ম্মচ্যুত সিপাহীগণ হুগলী বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী জেলার নানা-

স্থানে উপদ্রব করিতে থাকে। তাহাদের অত্যাচার নিবারণ জন্য গভর্ণমেণ্ট জয়কৃষ্ণ বাবুর পরামর্শানুসারে এ দেশের ঐ দুই সম্প্রদায়স্থ লাঠিয়ালকে কিছু দিনের জন্য শান্তিরক্ষার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাতে সুফলই ফলিয়াছিল। কিন্তু আজিকালি গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে সৈনিক বিভাগের প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত, এমন কি তাহাদের মধ্যে কাহাকেও ঢাল তলওয়ার, লাঠী প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া ক্রীড়াকৌতুক করিতেও নিষেধ করিয়াছেন—কেহ করিলে তাহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিবার ত্রুটী করেন নাই। রাজা প্রতাপাদিত্য, শোভাসিংহ প্রমুখ বঙ্গীয় বীরের বীরত্বের কাজে ঐ সকল নীচজাতীয় সৈনিকেরাই তাঁহার প্রধান সহায় ছিল। অতএব বাঙ্গালীর বাহুবল আর কিরূপে রক্ষা পাইবে।

জয়কৃষ্ণ বাবুর রাজনীতিজ্ঞতা, অসাধারণ মনস্বিতা ও বুদ্ধি কৌশলের কথা আর কত বলিব—আমরা প্রথিতনামা ও পরমপূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দ দেব মুখোপাধ্যায় এম, এ; বি, এল, মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব মহাশয় বলিতেন—জয়কৃষ্ণ বাবু যদি মুসলমানদের রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তিনি বঙ্গদেশে পুনরায় স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনে সমর্থ হইতেন। ইহা অপেক্ষা শ্লাঘার কথা আর কি হইতে পারে। পাঠক! ভূদেব বাবুর মন্তব্যেই জয়কৃষ্ণচরিতের যাহা বাকী ছিল তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। যদি তিনি পাশ্চাত্য দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে কি হইতেন তাহা শুনিবেন? পণ্ডিত প্রবর বাবু ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন—But the circumstances of his country did not allow him a career. He required the Athenian arena for development. Nevertheless he failed not to occupy a space in the public eye and the people shall venerate his memory—এদেশের অবস্থা তাঁহার প্রতিভার উপযোগিনী ছিল না বলিয়া তাহার পূর্ণবিকাশ হয় নাই। বীরভূমি গ্রীশের রঙ্গাঙ্গনই তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। তাহা না হইলেও সাধারণের দৃষ্টিপথের পথিক হইবার পক্ষে তিনি অকৃতকার্য্য হয়েন নাই। একারণ সকলে চিরকাল তাঁহার স্মৃতির পূজা করিবে।"

Babu Chandra Nath Basu M. A. writes.—"But this I must say that inexpressible though your loss be, it is a consolation

to me to reflect that your father has died in the fulness of time and glory having his mark on his country for all time —বাবু চন্দ্র নাথ বসু এম, এ—আমি নিশ্চতই বলিতেছি যে আপনার পক্ষে পিতৃবিয়োগজনিত ক্ষতি বর্ণনার অতীত, কিন্তু আমার পক্ষে একটা বড়ই সান্ত্বনা যে আপনার পিতা দীর্ঘজীবন ভোগে এবং প্রভূত গৌরব লাভে চিরকালের জন্য তাঁহার জন্মভূমিতে নিদর্শন রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।"

যে সময়ে আমাদের প্রথিতনাম্নী ভারত সাম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করিয়া সুখের রাজত্ব আরম্ভ করেন, জয়কৃষ্ণ বাবুর জমিদারী কার্য্য আরম্ভও ঠিক সেই সময়েই হইয়াছিল এবং মহারাণীর পঞ্চাশবর্ষ রাজত্বকাল পূর্ণ হইলে, তাঁহার বিপুল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র জুবিলি নামে যে মহোৎসব হয়, তাহার কিছুদিন পরেই জয়কৃষ্ণ বাবু রাজনৈতিকগগনে পূর্ণ সুধাকরের ন্যায় আপন প্রতিভার পূর্ণবিকাশে সৌভাগ্যগগনের উর্দ্ধদেশে শোভমান হইয়া ইহলোকলীলা সম্বরণ করেন। মহারাণীর ভারতরাজ্য শাসন, বিচার ও রাজস্ব সম্পর্কে যে সকল বিধি ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে সেই সমস্তেরই সহিত জয়কৃষ্ণ বাবুর সংস্রব ছিল। দেশ ও বর্ণভেদ না থাকিলে যে তিনি পিট, ফক্স, পীল প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় মন্ত্রীগণের সমকক্ষতায় সক্ষম হইতেন সে পক্ষে কাহার সন্দেহ থাকিতে পারে না।

জয়কৃষ্ণ সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন, তাঁহার লিখিত কয়েকখানি ইংরেজী পুস্তিকা পাঠ করিলে রচনাচাতুর্য্য বেশ বুঝিতে পারা যায়। ঘরে পড়িয়া আমাদের দেশের অনেকেই সুন্দর ইংরাজী শিখিয়া থাকেন, আজি কালি চেষ্টা থাকিলে তাহা অতি সহজ, কিন্তু সেকালে এ দেশে ইংরেজী পুস্তকের এতাধিক আমদানি ছিল না, ব্রহ্মার বেদ অপেক্ষাও ইংরেজী বহীর দুষ্প্রাপ্যতা উপলব্ধি হইত, এরূপ স্থলে ইংরেজী ভাষায় কৃতবিদ্য হওয়া সমধিক যত্ন চেষ্টা ও একাগ্রতার ফল।

অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে জয়কৃষ্ণ পরলোক বাসাশ্রয় করিয়াছিলেন, অতএব এরূপ দীর্ঘজীবনভোগ বাঞ্ছনীয় বলিয়া তাঁহার জীবনধারণের দৈনিক নিয়মাবলী জানিবার পক্ষে অনেকেরই আগ্রহ জন্মিতে পারে, তজ্জন্য আমরা নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি,—

প্রতিদিন রাত্রি ৪টা ৪॥০টার সময় তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মুখ হাত ধৌত করিতেন, অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই প্রাতভ্রমণে বাহির হইতেন; এক

মাইল পথ পদব্রজে বেড়াইতেন (বৃদ্ধাবস্থায় তজ্জন্য কাহারও সাহায্য লইতেন)। গাড়ী সঙ্গে যাইত; ক্লান্তিবোধ হইয়া আসিলে তবে গাড়ীতে উঠিতেন— গাড়ীতে ৩।৪ মাইল পথ বেড়াইতেন।

বেড়াইয়া আসিবার পর ছাগলাদ্য ঘৃত ভক্ষণ অথবা শুধু দুগ্ধ পান করিতেন। তাহার পর ১০টা ১০৷৷০ টা পর্য্যন্ত জমিদারী কার্য্য করিতেন।

কাজের হাজার ঝঞ্ঝাট থাকিলেও প্রত্যহ উত্তমরূপে সার্ষপ তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিতেন। শরীরের গ্লানি বোধ হইলে পবিত্র জাহ্নবীজলে অবগাহন করিতেন। আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ—"ভুক্ত্বা পাদশতং গত্বা বামপার্শ্বে নিবেশয়েৎ" ইহা তিনি যত্নের সহিত মানিয়া চলিতেন। আহারের পর গৃহমধ্যেই কিয়ৎকাল পাদচারণা করিতেন।

খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন দ্রব্যের ব্যবস্থা ছিল না, তবে সপ্তাহে দুই তিন দিন মাংস ভক্ষণ করিতেন। মৃত্যুর পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে কোন্ দিন কি আহার করিবেন প্রাতে তাহা বলিয়া রাখিতেন।

যদি জমিদারী কার্য্যের ঝঞ্ঝাট না থাকিত, তাহা হইলে দিবা ১টার পর ইংরেজী বহী পড়া শুনিতেন।

দিবাবসান সময়ে তিনি প্রাতের ন্যায় বেড়াইতে যাইতেন—ফিরিতে সন্ধ্যা হইত। সন্ধ্যার সময় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল সায়ংসন্ধ্যার জন্য নিরূপিত ছিল। কাজের বিব্রতি বা শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কখন সন্ধ্যাবন্দনাদির ত্রুটী হইত না। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন।

রাত্রি ৯টা ৯৷৷০টার সময় শয়ন করিতেন। মৃত্যুর নয় দশ বৎসর পূর্ব্বে রাত্রিকালে যে দিন নিদ্রার বিলম্ব হইত সেদিন সংবাদ পত্র পাঠ শুনিতে আরম্ভ করিতেন। পাঠ শুনিতে শুনিতে নিদ্রাকর্ষণ হইত, তাহার পর সুনিদ্রায় নিশাবসান হইত।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

"জয়কৃষ্ণ-চরিত" সঙ্কলনকালে মনে করিয়াছিলাম পরিশিষ্টে জয়কৃষ্ণ বাবুর লিখিত অধিকাংশ পত্র উদ্ধৃত করিয়া এদেশের অনেক প্রাচীন কথা পাঠকগণকে অবগত করির। কিন্তু সেই সকল পত্রাদি এতাধিক বিস্তৃত যে তাহাতে একখানি অতি বড় পুস্তক হয়। বাস্তবিক সেরূপ একখানি পুস্তকেরও নিতান্ত প্রয়োজন বটে; জয়কৃষ্ণচরিত সর্ব্বত্র সাদরে পরিগৃহীত হইলে পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য আমরা জয়কৃষ্ণ বাবুর চিঠি পত্র ও বক্তৃতাদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে ক্ষান্ত হইব না।

ক। Babu Joykrishna Mukerjee held a situation under Government for a time not as a means of supporting himself, but with the purpose of acquiring a full knowledge of the operation of the Revenue law, although it was his misfortune to lose that situation by the summary order of the then commissioner; he has, since by the general respectability of his character, by his intelligence and abilities and by the interest he takes in the public good, won for himself a place in the estimation of the community which perhaps no other land-holder in the district, with the exception of Dwarka nath Tagore, has attained to.

With reference to what has just been said, I conceive it would be very unfair to exclude Joykissen from the office even supposing that he went there on no particular business, but when it is known that he transacts his own business personally with the officers of Government, and that in consequence of his being the owner of a very valuable landed property in the district, he has constantly a great many matters pending before the Revenue authorities any order which should compel him to entrust that business to others must be manifesly unjust and illegal as infringing a right which belongs to every individual in the country of whatever rank or class.

I feel it to be my duty, therefore, to direct that you immediately withdraw the prohibition directed against Joy kissen in your Roobakaree of the 4th Instt. and you give to that individual exactly the same freedom of access to your office which is acceded to others.

Jessore Commissioner's office — Sd. J. DUNBAR
18th Division, 30th Apr. 1842. — Offg. Commissioner.

২২

খ। বঙ্গদেশ নদীমাতৃক ইহার সর্ব্বত্রই বহুসংখ্যক নদনদী প্রবাহিত। বর্ষাকালে নদী সকল পরিপ্লাবিত হইয়া বন্যাপ্রবাহে দেশ বারিরাশিতে পরিপূর্ণ করে। তন্নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্ট বাঁধ প্রস্তুত করিবার জন্য জমিদারদিগকে বাধ্য করিবেন স্থির করিয়া এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। জয়কৃষ্ণ তাহারই প্রতিবাদ করিয়া একখানি আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রেরণ করেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এবিষয়ে ৭।৮ খানি বিস্তৃত পত্র আছে।

Para 5. The Government of the country in consideration of the general protection afforded to the country and the revenue paid by the people always maintained the public embankments, either by direct state superintendence or by a distinct allowance made to Zamindars for the same. At the time of the accession of the East India Company to the Dewanny, the Maha Raja of Burdwan, who then owned the greater part of the lands which now constitute Bardwan and Hooghly districts and part of Midnapore, was accustomed to receive a distinct allowance of this kind and though large portions of the Raj were sold by public auction at different times, yet the allowance was continued to him, except as regards Mandalghat and Chetwa Perganna on account of which a small portion was deducted for keeping up separate embankments on those estates. The remainder Rs. 53,000 was paid to the Maha Raja who continued to repair the public embankments of those districts till 1807, when complaints being made of the inefficient mode in which they were kept up the Government thought it proper to resume the grant and undertake the construction and repair of the embankments in the district of Burdwan and Hooghly which are or may be deemed necessary for the protection of the country, and the Zamindars and Talukdars are not under any obligation to maintain them.

গ। To A. V. Palmer Esq. Offg. Collector of Hooghly. Sir, I have the honor to acknowledge the receipt of your communication no. 166 dated 22nd ultimo and in reply to state for your information that there are no revers in the interior of the Hooghly District that are navigable all round the year for boats either of large or small size, except those that are subject to the tidal influence of the Hooghly such as Roopnarain and parts of the Khals at Nasarai,

Bally and Sankrail. The principal rivers in the district are Roopnarain, Damooder, Darkeswar and Selye of which the latter three are only navigable during the rains. To render them navigable by artificial means would involve enormous expense, and the benefits, after all, will be of very short duration, as they are more or less connected with momentous streams : the silt annually brought down by the floods would soon raise their beds to the present level. I am of opinion that it is perfectly useless to attempt any improvements on them. There are other small rivers in the district besides those mentioned above which, if cleared up to a proper depth, may tend greatly to the welfare of the country by promoting the internal commerce, as well as by irrigating the lands bordering on them. They would yield a good return by Tolls. Of these Saraswatty, a river that takes its course near Tribanee and falls into the Hooghly at Ooloobería after a course of about 40 miles, is one. It is sitted up in many places, and Ryots residing close to it have turned alluvial lands into cultivating fields. Another of a similar kind is portion of the original Darkeswar in Jahanabad. It rises near Chandoor and passing through Khanacool Krishnagar and other villages by circuitious road meets the Roopnarain a few miles east of Ghatal. Its course is between 25 or 30 miles, Government some years ago sent an officer to survey its course while the Damudar embankment question was in agitation. This little river like the one stated before has been silted up and would require a large outlay to reopen it. But the advantages of excavating this khal will be far greater than of the other ; a large number of villages, almost all along its course are annually inundated during the rains and water remains accumulated in many places for want of a way out to the Roopnarayan. By clearing this khal the tract of country indicated will get rid of its excess water and become fruitful. There are many other small rivers such as Ghiya in Dhaniakhali, Annoda in Perganna Churcoch, the nuddi on the north side of Boinchee, as well as several others of the kind that require excavation. Their length varies from 20 to 40 miles and some of them by little extension may be brought close to Railway stations, but the Saraswatty and the old Darkeswar and perhaps Annoda require earlier attention by their greater importance over the other rivers. I would take this opportunity of urging that this district requires a large number of roads to connect places of importance with each other, and one district with the other. These will give a greater impetus to internal trade at a much less cost than by excavating old or new rivers and canals 18th Sept. 1860.

ঘ। মন্তব্যটী এত দীর্ঘ যে ৫০।৬০ পৃষ্ঠারও অধিক। অতএব তাহা উদ্ধৃত করিতে পারা যায় না।

ঙ। For this grand object it is my firm conviction that we were permitted at first to possess, and are still permitted to retain its extensive territories and I believe, judging from the past from the revolution it has already taken place in the feelings and habits of the natives from the still greater changes education in its rapid progress, is introducing amongst them, and from the fact of so many now where there was scarcely one before holding responsible situations, the time will come when your children's children will be fitted for, and will occupy the highest offices, and when it may be question with the Railway power, to what extent they should be entrusted with the administration even of the government itself.

Towards this consummation one of your community * * * was glad to be the means of bringing him in communication with the Council of Education with reference to a great reform which he is anxious to introduce upon his own Estate in the District of Hooghly. I allude to the establishment under a competent master and mistress, on a salary from his own funds of Rs. 100 per menson, of a native boys school, and a native girls' school for instruction in English to the latter, of which it is his intention to send his own daughters.

Here is proof, if proof were wanting, of the change that is taking place. Babu Joykissen Mukerji has made a great step towards a Reformation amongst his country men. He is in advance of them. He is standing out from amongst them. He is shaking off the clogging dust of tradition and custom, and has commenced in earnest the march of the true Philanthropist. May his enlightened views be attended with complete success. Ever Yours Faithfully Sd. D. J. Money Krishnagar, the August 4th 1845.

চ। To the Secretary to the council of education Calcutta. Sir, Relying on the hopes of assistance held out in your letter no. 46 dated 11th June 1845 we beg to submit the following proposal for the favourable consideration of the Council of Education.

It has been observed by persons who have ably discussed the subject that insuperable obstacles exist in the way of educating the females of India until some great change takes place in the social condition of the country

and the utter impossibility is maintained of imparting education to the females of the respectable portion of the community under the peculiar manners, customs and habits of the people of India.

The education of the females of India, however, has not yet gone through that ordial of actual experiment which would enable us to form a fair creterion of the value of opinions expressed unfavourable to subject of such importance.

Many respectable people of this neighbourhood concur with us in thinking that an experimental school for the education of female children should be established here under the patronage of Government, it may if successful, eventually lead to the establishment of other all over the country. We, therefore, beg to propose to place in the hands of Government landed property yielding a clear monthly income of 60 Rupees provided the Government will pay a like sum for the furtherance of the object. The cost of the building will be about 2000 Rupees which shall be equally borne by the Government and ourselves. We will also give a suitable piece of land for the erection of a school house.

We need hardly add that to insure success the proposed institution shouid not be only free of expense to the public but also the whole of the things worked by them should be given them gratis, independent of prizes which particular individuals may earn by this own exertions.

The course of study should be confined inclusively to reading and writing the Bengali language, painting, drawing and needle work with this proviso that English Education should be imparted to such of the pupils whose parents or guardian may desire it by written application, Dated 4th April 1849.

৮। To the Officiating Commissioner of Revenue, Jessore Dn. Alipore, Sir, Having applied to the Board of Revenue for the establishment of two Vernacular schools in our Estates we are given to understand that the Board has been pleased to call upon us through your office to state the places where we wish to establish those institutions and the extent of population of those places. We have therefore the honour to state that should we succeed in our application it is our intention to establish one school at Myapore, Parganna Jahanabad, and the other at Jontipore, Pargannah Chandercona, both within the Hooghly district.

Each of these places contain upwards of 500 families besides surrounded with villages teeming with population. Woottarparah, Dated 29th July 1850.

জ। Babu Iswar Chandra Vidyasagar Asst. Inspector of Education, Calcutta, Sir, being desirous to secure for our tenantry and others a better class of Vernacular education than they have at present the means of receiving we have thought it proper to lay the following plan for your consideration and eventual submission to government.

If Government be pleased to establish Vernacular schools on an improved footing in the undermentioned places we shall be happy to guarantee the payment of half the expenses (including the schooling fees) that will be incurred by Government on the subject. Hooghly district...Coomeer mora, Gangadharpur, Kinkerbutty &c.

We would suggest that the schooling fee of annas two be fixed for each boy per month. There is every probablity of from 60 to 100 boys attending each of these schools. Assuring these numbers we would recommend the following establishment at each place. After deducting the schooling fees this arrangement will cost us about 1080 Rs. per month for years to come and will not be sensibly diminished until the new system is fully appreciated by the rural population. Head Pandit Rs. 15 Asstt. do. Rs. 8, Malee Rs 3 contigent Re 1.

After much consideration we have inserted the above scale of allowances. True, the present village Gooroo mahasoys seldom receive more than Rs. 5. per menson, but the failure of the system in vogue among the people may be chiefly, if not entirely, traced to that circumstance.

* * * * *

The scale of allowance of the teachers therefore deserve very deep consideration from the public authorities and which, we have no doubt, will be carefully given.

At an everage there are two Gooroomahasoy's schools at each of the places named above. There is very little doubt that on the establishment of schools on an improved footing existing ones will be submerged in the same. Wherever new school houses will be necessary the same will be constructed at the joint expense of ourselves and the people. Wootterparah dated 11th June 1855.

জয়কৃষ্ণ বাবুর জন্ম পত্রিকা।

কে ২

লং

বৃ ২৫

ম৮ বু৯

শু ১১
র ১০

চ ১২

শ ১৬
রা ১৬
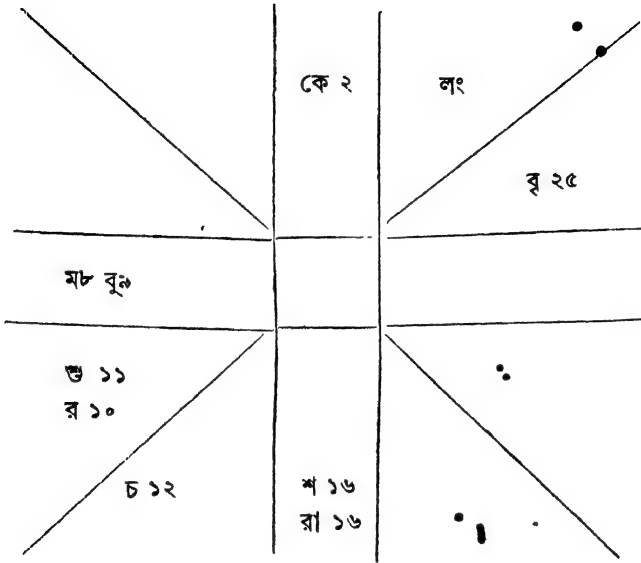
জন্মকালে মীন রাশি পূর্ব্বদিকে উদিত হইতেছিল। মীনলগ্নে জন্ম হইলে জাতক

বিজ্ঞান বুদ্ধি স্ফুটনাসিকোষ্ঠ,
ধন্য স্বকান্তোদ্ভব বৃত্তিযুক্তঃ,
স্বতেজসা ব্যাপ্তদিগন্তরালঃ,
রাজা মহান্ মীন বিলগ্নজাতঃ।

মহান্, বুদ্ধিমান্, এবং নিজ বুদ্ধিবলে শ্রেষ্ঠ ও রাজা হয়। প্রতিভাশালী অনেকানেক মহাপুরুষই এই লগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। জর্ম্মণীর বর্ত্তমান সম্রাট উইলিয়ম, নব্য ইটালির জন্মদাতা ভিক্টর ইমানিউয়েল, এদেশের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তৎপুত্র কবিকুলকেতন রবীন্দ্রনাথ, সার রমেশচন্দ্র মিত্র, জষ্টিশ শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্নতত্ত্বচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, প্রভৃতি মহাপুরুষেরা মীন লগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

জয়কৃষ্ণ বাবুর জন্মকালে শনি অষ্টম স্থানস্থ তুঙ্গী ; তাহার ফল,—

প্রচণ্ডকর্ম্মা সুমহান্ বলিষ্ঠো
রণেষু শূরঃ কুলকীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ
সংগ্রামজেতা নৃপকীর্ত্তি যুক্তঃ
তুঙ্গী শনি রন্ধ্রগতোহি যস্য।

শনি অষ্টমস্থ হইলে জাতক সেনাপতি বিষমসমরবিজয়ী ও দিগ্বিজয়ী [illegible]

[illegible] উক্তি অনেকটা সঙ্গত নয় কি ? (গ্রন্থকর্ত্তা)।

[illegible]কালে সমুদায় গ্রহ রাশিচক্রের একাংশবর্ত্তী ছিলেন, চন্দ্র কেন্দ্রগত, রবি স্বক্ষেত্রবর্ত্তী ও ষষ্ঠ স্থানস্থ,—

ষষ্ঠে রবিঃ শত্রুনিপাতকারী।

রবি ও বৃহস্পতির পরস্পর সম সপ্তম দৃষ্টি এবং শনির ক্ষেত্রে বৃহস্পতি অবস্থিতি করিয়া তাহার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি করা প্রযুক্ত রাজযোগ হইয়াছে।

আয়ুস্ত্রিষষ্ঠ লাভেশঃ সম্বন্ধী খলুযোগ্রহ পুনস্তাদৃশ সম্বন্ধী কেন্দ্রেশঃ সচ রাজদঃ।

এখানে ষষ্ঠ স্থানাধিপতি রবি ও শুক্র সমসপ্তমে থাকিয়া তাহাদের সম্মিলিত বল বৃহস্পতি শনিকে অর্পণ করায় রাজযোগকারী হইয়াছে।

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম প্রযুক্ত তাঁহার মঙ্গলের দশায় জন্ম হইয়াছিল। ঐ দশা দুই বৎসর মাত্র ভোগ হইয়াছিল. তাহার পর বুধের দশা ১৭ বর্ষ। এই দশার শেষ ভাগে তিনি কমিশেরিয়েটে চাকরী প্রাপ্ত হইয়া বিপুল বিত্ত লাভ করেন। তাহার পর দশ বৎসর শনির দশা, অর্থাৎ ২৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, এই সময় তিনি প্রভূত জমিদারী ক্রয় করিতে থাকেন। তৎপরে ১৯ বর্ষ কাল বৃহস্পতির দশা আরও শুভদায়িনী। ৪৮ বৎসরের পর শনিযুক্ত রাহুর দশা গিয়াছে। এসময় মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া কিছু কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

শ্রীমন্মথ জ্যোতীরত্ন কবিভূষণ।
কলিকাতা, বৌবাজার।